ধোঁকার টাটি

প্রকাশক :—
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড
এলাহাবাদ
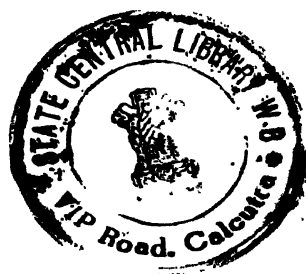
প্রিণ্টার :—
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড
বেনারস-ব্র্যাঞ্চ

ধোঁকার টাটি

(উপন্যাস)

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস্‌,

২২।১ কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯২৯

[মূল্য দুই টাকা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়

বন্ধুবর,

ধোঁকার টাটি যখন ভারতবর্ষে ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল' তখন আপনি নিয়মিত ভাবে সেটি পড়েছিলেন ও আমাকে প্রশংসা ক'রে উৎসাহিত করেছিলেন। আপনি নির্ভীক স্পষ্টবাদী; আপনি বহু রামযাদুর মুখোস খুলে তাদের স্বরূপ প্রকাশ ক'রেছেন দেখে আমি আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা করি, মনে মনে প্রশংসা করি। রামযাদুর অপকর্ম্মের শাস্তি দেখাই নি ব'লে পুস্তকের সমাপ্তি আপনার মনঃপূত হয় নি। তার দুষ্ট চরিত্রের প্রতি পাঠকের মনে যে ধিক্কার জন্মে, তাই কি তার যথেষ্ট শাস্তি নয়? তার জীবনের শেষ তো হয় নি, কোনো দিন যে ন্যায়াধীশ বিধাতা তার দণ্ডবিধান কর্‌বেন না, তাই বা কে বল্‌বে? আমার রামযাদুকে আপনার হাতে সমর্পণ কর্‌লাম; আপনিই তার বিচার ক'রে দণ্ডের ব্যবস্থা কর্‌বেন।

প্রীতিকামী

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাবণ, ১৩৩৬

রমণা, ঢাকা।

উপহার
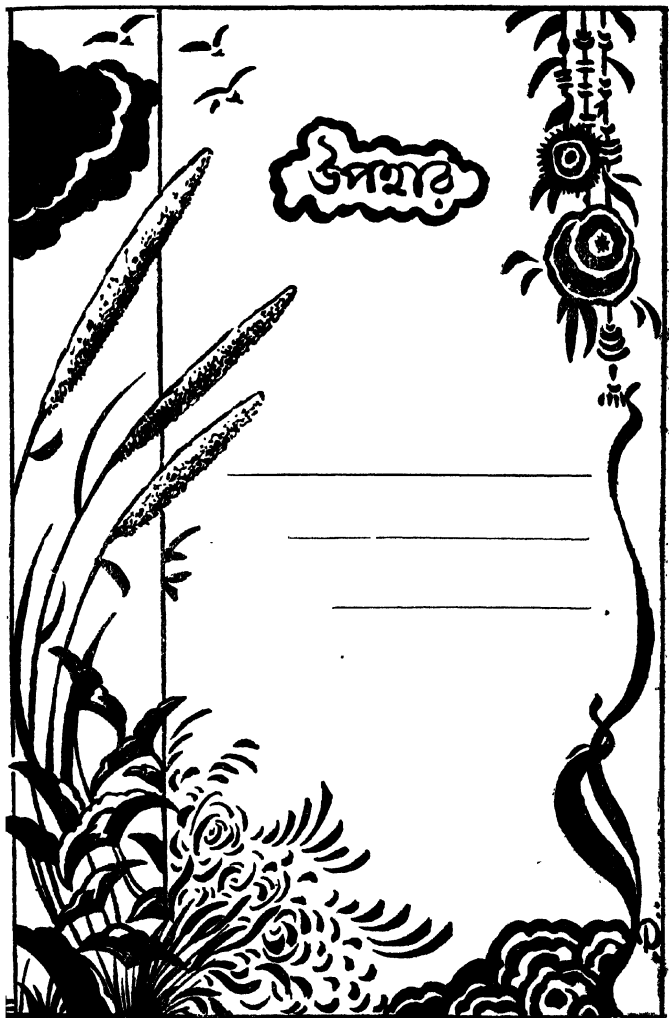
ধোঁকার টাটি

"এ সংসার ধোঁকার টাটি !"—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

কলিকাতায় কলেজ-ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে খবরের-কাগজ-ফেরিওয়ালারা ফুটপাথের উপর উবু হয়ে বসে' প্রেস থেকে সদ্য-আনা খোলা-ছড়ানো কাগজের তা ভাঁজ্‌তে ভাঁজ্‌তে বিকট কণ্ঠে চেঁচাচ্ছিলো—আই-এ পাশের খবর বেরোয়্‌লো বাবু, আই-এ পাশের খবর বেরোয়্‌লো……

তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে উৎসুক উৎকণ্ঠিত ছাত্রবৃন্দ ভিড় করে' ঠেলাঠেলি কর্‌ছিলো এবং ঝুঁকে পড়ে' একখানা কাগজ অপর সকলের পূর্ব্বে হস্তগত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলো। কাগজওয়ালা একখানা কাগজ তুলে একজন ক্রেতাকে দেবার চেষ্টা কর্‌ছে, আর তার হাত থেকে ছোঁ মেরে আর-একজন সেখানা নিয়ে নিচ্ছে। সুতরাং ঠেলাঠেলির অন্ত নেই—যে-লোক কাগজ পেয়েছে সে ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা

করছে, আর যে তখনো কাগজ পায় নি সে ভিড় ঠেলে ব্যূহের ভিতরে ঢোক্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে,—ফলে, বাইরে বেরোনো ও ভিতরে ঢোকা দুই-ই সহজে হচ্ছে না।

দুটি ছেলে একখানা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে কোনোমতে ব্যূহ ভেদ করে' বাইরে বেরিয়ে এলো, কিন্তু কাগজখানাকে তা'রা অখণ্ড বা'র করে' আন্‌তে পার্‌লে না; কাগজের একটা কোণ অপর একজনের আগ্রহান্বিত মুঠার মধ্যেই র'য়ে গেলো। তা'রা বাইরে বেরিয়েই সেই কোণ-ছেঁড়া কাগজখানা দুজনে দুদিকে ধরে' মেলে ফেল্‌লে, এবং চল্‌তে চল্‌তেই ভাগ্যবান্‌দের নামের ভিড়ের মধ্যে নিজেদের নাম তল্লাস কর্‌বার জন্য উৎসুক নেত্রের ব্যাকুল দৃষ্টি নামিয়ে নিবিষ্ট হ'য়ে গেলো।

একটি ছেলে ভিড়ের বাইরে এক পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল দৃষ্টিতে কাগজ-ক্রেতাদের দিকে তাকিয়ে ছিলো; সে এবার পরীক্ষা দিয়েছে, নিজের ভাগ্যফল জান্‌বার জন্য উৎসুক হ'য়ে আছে, কিন্তু তার এমন সঙ্গতি নেই যে, চার পয়সা খরচ করে' একখানা কাগজ কেনে। সে কোনো কাগজ-ক্রেতা ছাত্রের অনুগ্রহ লাভের আশায় উৎসুক হ'য়ে অপেক্ষা কর্‌ছিলো। সে ঐ ছেলে দুটিকে তার পাশ দিয়ে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে কাগজ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেতে দেখে' কাতর বিনতির স্বরে বল্‌লে—মশায়, দয়া করে' একটু দেখুন না থাকোহরি জানার নামটা……

ছেলে দুটি কাগজ থেকে মুখ তুলে' থাকোহরির মুখের দিকে তাকালে; তার পর কাগজখানা মুড়তে মুড়তে

একজন বল্‌লে—মাপ করবেন, এখন আমাদের নাম খোঁজ্‌বার সময় নেই।

তারা দুই বন্ধুই পাশ করেছে; সাফল্যের আনন্দ তাদের মুখে-চোখে ঝল্‌মল কর্‌ছিলো, তাদের বাড়ীতে, আর বন্ধুমহলে খবর দেবার জন্য ত্বরাও ছিলো। তারা থাকোহরির ম্লান ও ব্যাকুল মুখের দিকে লক্ষ্য না করে' হাসিমুখে গল্প কর্‌তে কর্‌তে চলে' গেলো।

তখন থাকোহরি আবার উৎসুক আকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে লাগ্‌লো, অপর কোন্ কাগজ-ক্রেতার অনুগ্রহ সে প্রার্থনা কর্‌বে।

থাকোহরির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো একজন লোক; থা
হরির ব্যগ্র ব্যাকুলতা দেখে' তার মনোযোগ থাকোহ
আকৃষ্ট হলো; সে দেখ্‌লে, থাকোহরির পরিচ্ছদ প
তার মুখ গৌরবর্ণ ও সুশ্রী হ'লেও সেখা
অপরাধী ভাব মুদ্রিত হ'য়ে আছে, তা
হ'লেও শঙ্কা-চকিত। সেই লে
কর্‌লে—তুমি কি এবার এগ্‌জা

থাকোহরি তার ব্যস্ত-
দিকে ফিরিয়ে বল্‌লে—আ

সেই লোকটি তখন
আমি কাগজ কিন্‌ছি,

থাকোহরির মুখ র

সেই লোকটি একখানা কাগজ কিনে নিজে না দেখেই থাকোহরির হাতে দিলে।

থাকোহরি আবেগ-কম্পিত হাতে কাগজের পাট খুলে নিবিষ্ট একাগ্রতায় নিজের নাম খুঁজ্‌তে প্রবৃত্ত হলো। থাকোহরির অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রথম বিভাগ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এবং ক্রমে দ্বিতীয় বিভাগ থেকে তৃতীয় বিভাগে নেমে গেলো ; যতোই তার দৃষ্টি নেমে চ'লেছিলো ততোই তার চাহনি হতাশ হয়ে উঠ্‌ছিলো ; তৃতীয় বিভাগে চোখ বুলোতে বুলোতে তার চোখ সজল হয়ে উঠলো—কোথাও তার নাম তার দৃষ্টিতে ঠেক্‌লো না। সে ার অশ্রুতে-ঝাপ্‌সা চোখকে পূরো বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না, ার একবার প্রত্যেক বিভাগে নিজের নামের সন্ধান কর্‌লে।

সে কাগজখানি সযত্নে ভাজ করে' তার-প্রতি-অনুকম্পা- ব হাতে যখন ফিরিয়ে দিলে তখন তার দুই র্থতার বেদনা গলে' গড়িয়ে পড়্‌ছে।

াকোহরির বিগলিত অশ্রুধারা দেখে' ম দেখ্‌তে পেলে না ? তোমার খুঁজে দেখি……

ন উচ্ছ্বসিত কান্না দমন করে'

া চোখ বুলিয়ে যখন খন তারও চোখে জল জ হয় তো ছাপার

ভুল হয়ে থাক্‌তে পারে; দাঁড়াও, আমি অন্য কাগজ কিনে দেখ্‌ছি…

থাকোহরির মন আশার ক্ষীণ আভাসে আবার উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌লো।

সেই লোকটি অন্য একখানা খবরের কাগজ কিনে খুঁজে দেখ্‌লে, তাতেও থাকোহরির নাম নেই। সে ব্যথিত দৃষ্টি তুলে থাকোহরির মুখের দিকে তাকালে।

একজন অচেনা লোকের সহানুভূতি দেখে' থাকোহরি আর আপনাকে সম্বরণ করে' রাখ্‌তে পার্‌লে না, সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো—আমার মা পরের বাড়ীতে রাঁধুনির কাজ করে' আমাকে পড়াচ্ছিলেন; আমি মাকে কেমন করে' মুখ দেখাবো?……

এই কথা শুনে ও থাকোহরির কান্না দেখে' সেই অপরিচিত লোকটিরও চোখের ছলছল জল উছ্‌লে গড়িয়ে পড়্‌লো। তার মনে হলো—এই ছেলেটির নাম যখন থাকোহরি, তখন নিশ্চয়ই এর মা অনেক ছেলে হারিয়ে হরিকে মিনতি করে' এই একটি ছেলেকে নিজের বারংবার শূন্য কোলে থাকিয়েছে; সেই মরুঞ্চে পোয়াতি যমের উচ্ছিষ্ট এই ছেলেটিকে মানুষ করে' তুলে সুখী দেখ্‌বার জন্যে কঠোর তপস্যা কর্‌ছেন; মায়ের প্রতি ছেলেরও শ্রদ্ধা ও মমতার পরিচয় তার একটি কথা থেকে যা পাওয়া গেলো, তাতে মনে হয়, ছেলেটিও লেখাপড়ায় অবহেলা করে নি, পাস কর্‌বার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। চেষ্টার নিষ্ফলতা যে আরো কষ্টকর! এই কথা ভেবে নিয়ে সেই লোকটি

থাকোহরিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বল্‌লে—চেষ্টায় নিষ্ফল হ'লেই কি অমন হতাশ হ'তে আছে ? আবার চেষ্টা করো, আস্‌ছে বছর পাস হ'য়ে যাবে।

থাকোহরি চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে হতাশা-শিথিল স্বরে বল্‌লে—আমার আর পড়া হবে না ; কোথাও যা-হোক-কিছু কাজ করে' উপার্জ্জন কর্‌তে হবে ; মাকে আর দাসীর কাজ কর্‌তে দিতে আমি পার্‌বো না।

থাকোহরি এই কথা কয়টি এমন করুণ স্বরে বল্‌লে যে, তার সহানুভূতিতে সেই অচেনা লোকটিও ঘন ঘন চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌লো।

রাস্তার মাঝে এই রকম কান্নাকাটি দেখে' ওদের দুজনকে ঘিরে কল্‌কাতার হুজুগ-প্রিয় বহু লোক জমা হ'য়ে গিয়েছিলো। সেই জনতার ভিতর থেকে একজন লোক থাকোহরির দুঃখে ব্যথিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ছেলেটি আপনার কে হয় মশায় ?

সেই লোকটি সজল চোখের দৃষ্টি প্রশ্নকারীর দিকে ফিরিয়ে বল্‌লে—দুজনেই মানুষ, এই হিসেবে ভাই হয় বল্‌তে পারেন ; নইলে ও জাতে জানা, আর আমি মুখুজ্জে,······

আবার একজন প্রশ্ন কর্‌লে—অনেক দিনের আলাপ-পরিচয় আছে বুঝি ?

উত্তর হলো—না, এই মাত্র হলো······

আবার প্রশ্ন হলো—তবে যে আপনি কাঁদ্‌ছেন্ ?

মুখুজ্জে লোকটি বিরক্ত হ'য়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বল্‌লে—কাঁদবো না? মানুষ হয়ে মানুষের দুঃখে কাঁদবো না?—তবে মানুষ হ'য়ে জন্মেছি কেনো?

প্রশ্নকারীরা পরাস্ত হ'য়ে নিরস্ত হলো। সমস্ত জনতা মুখুজ্জের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাতে লাগ্‌লো, চারিদিকে সকলে জনান্তিকে তার মহাপ্রাণতার প্রশংসা করতে লাগ্‌লো।

এই-সব দেখে-শুনে মুখুজ্জে একটু অপ্রস্তুত হলো, এবং সেখান থেকে প্রস্থানোদ্যত হ'য়ে দেখ্‌লে যে, থাকোহরি সেখানে নেই। তখন সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে জনতার ব্যূহ ভেদ করে' বাইরে বেরিয়ে পড়্‌লো।

একজন ভদ্রলোক ঘরের গাড়ীতে যেতে যেতে গাড়ী থামিয়ে কাগজ কিন্‌ছিলেন। তিনি গাড়ীতে বসে' থেকেই থাকোহরি ও মুখুজ্জের কথাবার্তা সব শুন্‌ছিলেন। মুখুজ্জে ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আস্‌তেই সেই ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে এলেন এবং মুখুজ্জের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নত হ'য়ে নমস্কার করে' জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়ের নামটি কি জান্‌তে পারি?

মুখুজ্জে বিরক্ত ভাবে একবার মাত্র প্রশ্নকারীর মুখের দিকে দেখে' পাশ কাটিয়ে চলে' যেতে যেতে বল্‌লে—নাম জেনে আর কী হবে?……আমার নাম শ্রীরামযাদু মুখোপাধ্যায়……

সেই ভদ্রলোক বিনীত স্বরে বল্‌লেন—আমি মশায়কে

বল্‌তে তো পারি নে, তবে মুখুজ্জে মশায় যদি দয়া করে' এক দিন আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেন তো কৃতার্থ হই……

রামযাদু কার বাড়ীতে, কোথায়, কেনো যেতে হবে, না জেনেই বিরক্ত স্বরে বল্‌লে—আচ্ছা, সে একদিন দেখা যাবে……

সেই ভদ্রলোক বল্‌লেন—আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীপরাণচন্দ্র বিশ্বাস, ৩৩ নম্বর হলধর বিশ্বাসের ষ্ট্রীট……

রামযাদু এইটুকু শুনেই মুখ ফিরিয়ে পরাণ-বাবুর দিকে চেয়ে অগ্রাহ্যের ভাবে বল্‌লে—আচ্ছা, তা যাবো একদিন……

পরাণ-বাবুর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে ; তিনি খুব মোটা, আর খুব কালো ; তাঁর মাথাটা হাতীর মাথার মতন, চুল ব্রহ্মতালুর উপর পাতলা হ'য়ে গেছে ও সেখানে টাকের আসর পাতা হচ্ছে ; কিন্তু তাঁর গোপ প্রকাণ্ড, মুখবিবরের উপর ঝাঁপের মতন ঝুলে পড়েছে, কুলোর মতন কান-ছুটোও চুলে আচ্ছন্ন ; তাঁর দাড়ি কামানো। এই কদর্য্য চেহারার লোকটির বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিবার কিছুমাত্র আগ্রহ অনুভব না করে' রামযাদু পাশ কাটিয়ে দ্রুতপদে প্রস্থান কর্‌লে।

পরাণ-বাবু বাড়ীতে ফিরে গিয়ে পত্নীকে উদ্দেশ করে' গম্ভীর স্বরে ডাক্‌লেন—কোথায় গো ?

পাশের ঘর থেকে তেম্‌নি মোটা গলায় জবাব এলো—এই যে, কেনো ?

এই কথা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে সেই ঘর থেকে ভোম্‌রার মতো মিশ-কালো বছর ছয়েকের একটি মেয়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে এলো এবং ছুটে পরাণ-বাবুর কাছে এসে তাঁর হাঁটুর কাছটা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে' আনন্দিত স্বরে ডাক্‌লো —বাবা !

পরাণ-বাবু বাৎসল্য-সুখের হাসিতে মুখ ভরে' তুলে' মেয়ের উঁচু দিকে চাইতে গিয়ে পিছন-দিকে-হেলে-পড়া হাসিমুখখানির দিকে নত দৃষ্টিতে চেয়ে কণ্ঠস্বরে আদর ঢেলে বল্‌লেন—কেনো মা !

পরাণ-বাবুর এই মেয়েটির নাম কৃষ্ণকলি। ঐ নামের কালো ফুলের সঙ্গে সাদৃশ্য অনুভব করে' পরাণ-বাবু মেয়ের নাম রেখে-ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের নাম ডাকার সময় ঠাকুর-দেবতার নামটা উচ্চারণ কর্‌বার লোভটাও তার মনে একটু ছিলো। কৃষ্ণকলির গায়ের রংটি বেশ কালো, চেহারাতেও শ্রী-ছাঁদের নিতান্তই অভাব—ঠোঁট দুটো পুরু উল্টানো, নাকটা নেই বল্‌লেই হয়, কপালটা ঢিপি-পানা, কান দুটো কুলোর মতন,—এক কথায় সে অতিশয় কুৎসিত। অনেক সন্তানের জনক-জননীর এক মাত্র অবশিষ্ট কোলের ধন এই মেয়ে কালো-কুৎসিত হ'লেও বাপমায়ের বড়ো আদরের,—তাই তাঁরা কালো-কুৎসিত মেয়েরও ফুলের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে' নাম রেখেছেন কৃষ্ণকলি। এই কৃষ্ণকলি নাম অতি আদরে সঙ্কুচিত হ'য়ে কখনো হয় কেষ্টো, আর কখনো হয় কলি।

পরাণ-বাবু কৃষ্ণকলিকে কোলে তুলে নিয়ে যে-ঘর থেকে পত্নীর সাড়া এসেছিলো সেই-ঘরে ঢুক্‌লেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী ফল ছাড়িয়ে স্বামীর বৈকালী জলখাবার সাজাচ্ছিলেন। পরাণ-বাবুর পত্নীর নাম মাতঙ্গিনী। তাঁর বিপুলায়তন কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিত দেহ তাঁর নাম সার্থক করে' তুলেছে!—তিনি যেনো তাঁর কন্যা কৃষ্ণকলিরই শতগুণ পরিবর্দ্ধিত রাজসংস্করণ! তিনি যেমন মোটা, তেমনি লম্বা—একেবারে যাকে বলে দশাসই! চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহরের কাপড়ে তাঁর পায়ের গোছ ঢাকে না; দশহাতি কাপড় তাঁর বিপুল দেহের পরিধি বেষ্টন করে' আস্‌তেই ফুরিয়ে যায়, মাথায় ঘোমটা দিতে কুলোয় এমন একটু আঁচল অবশিষ্ট থাকে না। স্বামীকে ঘরে আস্‌তে দেখে' তিনি কাপড়ের আঁচলটা টানাটানি করে' মাথায় তোল্‌বার বৃথা চেষ্টা বার কতক কর্‌লেন; অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে হেসে বল্‌লেন—এমন অসময়ে বাড়ীর ভেতর যে?

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—অপ্রস্তুত রূপসীর অসম্বৃত রূপ অতর্কিতে দেখে' নিতে এলাম!—

ইয়ম্ অধিক-মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী,
কিম্ ইব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্!

মাতঙ্গিনী স্বামীর রসিকতায় সুখী ও লজ্জিতা হয়ে হেসে বল্‌লেন—রূপসী তন্বীই বটে! দশ হাত কাপড়ের বেড়ে কুলোচ্ছে না, হাঁপিয়েই সারা হচ্ছি! তোমার বুড়ো বয়সে আর রঙ্গ কর্‌তে

হবে না। বাইরে যাও তুমি। এখনো কি পঙ্গপাল এসে জোটে নি ?

পরাণ-বাবু হাসি মুখে অথচ ক্ষুণ্ণ স্বরে বল্‌লেন—এ-রকম কথা তোমার বলা উচিত নয় গিন্নি। আমাদের স্থযোগ হয়েছে, তাই কতকগুলো টাকা হাতে এসে পড়েছে, আর দশজনের সে স্থযোগ হয়নি, তাই তারা আমার কাছে আসে। টাকার মূল্য হয় খরচেই তো ? নইলে পুঁজি করে' রেখে দিলে টাকাও যা, ঢেলাও তাই—তুইয়েরই দাম সমান।

মাতঙ্গিনী প্রকাণ্ড নথ নেড়ে বল্‌লেন—তা তো যেনো বুঝ্‌লাম। কিন্তু তা বলে' তো আমরা হরিশ্চন্দ্র রাজার মতন সর্ব্বস্ব দান করে' আমাদের কলিকে পথে বসাতে পার্‌বো না।

কৃষ্ণকলি বলে' উঠ্‌লো—ফুটপাতের উপর বস্‌লে গাড়ী- চাপা পড়্‌বার ভয় নেই মা।

পরাণ-বাবু হাসিমুখে কন্যার মুখচুম্বন করে' পত্নীকে বল্‌লেন—কলির জন্যে ভেবো না গিন্নি। কলির জন্যে দেশ-জোড়া যে আশীর্ব্বাদ ভগবানের ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে, তাতেই আমার কলির সকল অভাব মোচন হবে—সে ব্যাঙ্ক্ কখনও ফেল হয় না।

মাতঙ্গিনী মনে খুশী হ'য়েও মুখে বিরক্তি দেখিয়ে বল্‌লেন—শুধু ভুয়ো আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে ধুয়ে খেলে তো পেট ভর্‌বে না! কলিকালে আশীর্ব্বাদ আবার ফলে না কি ? তা হ'লে অমন হাতী হাতী ছেলেগুলো মর্‌তো না।

পরাণ-বাবুর মুখ বিষণ্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো ; তিনি স্নিগ্ধস্বরে বল্‌লেন

—ভগবান্ দুঃখ দেন পরের দুঃখ অনুভব কর্‌তে শেখ্‌বার জন্যে। ভগবানের সেই শিক্ষা কি তুমি ব্যর্থ কর্‌বে মনকে সকলের দিক থেকে বিমুখ করে' রেখে? শুধু কি আমার নিজেরটুকু নিয়েই জগৎ, গিন্নি? প্রসন্ন মনে দিয়ে চলো যতদূর দিতে পারো; তা হ'লে পেতেও আর কিছু বাকী থাক্‌বে না।

মাতঙ্গিনী অন্তরে স্বামীর মহত্ত্ব অনুভব কর্‌তেন; কিন্তু পাছে দানের নেশাতে স্বামী সব খুইয়ে ফতুর হ'য়ে পড়েন এই আশঙ্কায় তিনি মাঝে মাঝে স্বামীর দানের ঝোঁকটাকে একটু পিছনে টেনে' রেখে' তাঁকে সচেতন ও সাবধান কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তেন। মাতঙ্গিনী স্বামীর কথায় খুশী হ'য়ে হেসে' বল্‌লেন—আচ্ছা গো কথার ভট্‌চাজ্জি, আচ্ছা! একা রামে রক্ষে নেই আবার সুগ্রীব দোসর হ'লেই তো হয়েছে! তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দিতে থাক্‌লেই তো চিত্তির! আমি কৃপণ মানুষ, আমার হাত দিয়ে জল গলে না, টাকা কড়ি তো অনেক স্থূল জিনিস্!

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—তুমি যে কেমন কৃপণ তা আমার জান্‌তে বাকী নেই গো, বাকী নেই। বেজা নাপ্তের বৌ, জগা ছুতোরের ছেলে, মধু হাল্‌দারের নাত্‌নী……

নিজের গোপন দানের পাত্রদের নামের ফর্দ্দ শুনে' লজ্জিত মুখে হেসে' মাতঙ্গিনী বল্‌লেন—আচ্ছা গো আচ্ছা, তোমার অতো পরচর্চ্চায় মন কেনো বলো তো? কে কোথায় কি কর্‌ছে আড়ি পেতে লুকিয়ে লুকিয়ে সব খবর নেওয়া হয়!

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—পরচর্চ্চা তোমার কাছেই শিক্ষে—তুমি তো আমাকে ছেড়ে কথা কও না!

মাতঙ্গিনী নথ দুলিয়ে বল্‌লেন—তুমি কি আমার পর?

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—আর তুমি কি আমার পর?

মাতঙ্গিনী কথা কইতে কইতেই জলখাবারের জো শেষ করে' ফেলেছিলেন; তিনি একখানা আসন পেতে তার সাম্‌নে জলখাবারের রেকাবি রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লেন—বেশ গো বেশ, এখন জল খাও তো, মুখ একটু বন্ধ থাকুক। এখনি আবার কে এসে পড়্‌বে; খাওয়া হবে না, নিজের খাবারটি তার মুখের কাছে ধরে' দেবে!

পরাণ-বাবু একটু কাচুমাচু ভাবে বল্‌লেন—দেখো গিন্নি, আবশ্যকের অতিরিক্ত গিলে গিলে ফল হচ্ছে তো এই প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে সদাই অসাব্যস্ত থেকে হাঁপিয়ে মরা! খিদে কা'কে বলে, তা তো একদিনের তরেও জান্‌তে পার্‌লাম না। তার চেয়ে খিদের অন্ন যারা পায় না, তাদের খেতে দেওয়ায় কি বেশী সুখ নয়?

মাতঙ্গিনী হেসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—বাইরে কেউ এসেছে বুঝি?

পরাণ-বাবু কুণ্ঠিত-স্বরে বল্‌লেন—হ্যাঁ। একটি ছেলেকে তার মা পরের বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ করে' পড়াতো; সে এগ্‌জামিনে ফেল করেছে বলে' রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছিলো...

মাতঙ্গিনী মুখ ঘুরিয়ে নথ নেড়ে বল্‌লেন—আর তুমি তাকে

রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছো! নিজে হ'তেই বাড়ীতে এসে যা জোটে তারই ঠেলা সাম্‌লানো দায়, তার উপর আবার পথ কুড়োতে আরম্ভ কর্‌লেই তো চিত্তির!

পরাণ-বাবু কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লেন—না, না, তা কেনো? কলির জন্যে তো একজন মাষ্টার রাখ্‌তে হবেই; ছেলেটি দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ ভালো, তাই নিয়ে এসেছি—বাড়ীতে থাক্‌বে, আর······

মাতঙ্গিনী ব্যস্ত হ'য়ে বলে' উঠ্‌লেন—না না, ও-সব উপদ্রব বাড়ীতে ঢুকিয়ো না। নিজেদেরই দেখ্‌বার শোন্‌বার লোক নেই, তার উপর আবার পরের ছেলের ঝক্কি কে সাম্‌লাবে?

পরাণ-বাবু স্ত্রীর স্বভাব জান্‌তেন—স্বামীর কথায় আপত্তি করে' শেষে তা আপনা হ'তে পালন করা ছিলো তাঁর রীতি। তাই পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—আচ্ছা আচ্ছা, তোমার যখন মত নেই, তখন তাকে গোটাকতক পয়সা দিয়ে বিদায় করে' দিই গে, দোকান থেকে কিছু কিনে খাবে—কচি ছেলে, খিদেয় দুঃখে একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়েছে।

মাতঙ্গিনীর মন অম্‌নি স্নেহার্দ্র হ'য়ে উঠ্‌লো; তিনি বলে' উঠ্‌লেন—আহা! কতো বড়ো ছেলেটি? তাকে বাড়ীর ভিতরেই ডেকে আনাও না, আমি একবার দেখি।

স্ত্রীর কোমলহৃদয়ের আর-একটি পরিচয় পেয়ে পরাণ-বাবু সুখী হ'য়ে বল্‌লেন—আচ্ছা, তুমি আনা দুচ্চার পয়সা বা'র করো, আমি তাকে ডেকে আন্‌ছি।

পরাণ-বাবু কৃষ্ণকলিকে কোলে ক'রেই বা'র হ'য়ে গেলেন। মাতঙ্গিনী ক্ষুধিত অতিথির জন্যে পয়সা বা'র না করে' খাবারের ঠাঁই কর্‌তে লাগ্‌লেন।

পরাণ-বাবুর আহ্বানে থাকোহরি পরাণ-বাবুর পিছনে পিছনে বা'র-বাড়ীর ও ভিতর-বাড়ীর মাঝখানে একটা দালানে এসে দেখ্‌লে, একটা পুরু গালিচার আসনের সাম্‌নে এক রেকাবি জলখাবার ও সর্‌পোশ-ঢাকা এক গেলাস জল রয়েছে; তারই সাম্‌নে নর্দ্দামার কাছে একঘটী জল আর একখানা ধোয়া তোয়ালে রয়েছে, আর তার কাছে একজন চাকর দাঁড়িয়ে আছে। পরাণ-বাবু অতিথি-সৎকারের এই আয়োজন দেখে' খুশী হ'য়ে থেমে' ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকোহরিকে বল্‌লেন—ব'সো বাবা, একটু জল খাও।

থাকোহরির বিলক্ষণ খিদে পেয়েছিলো ব'লেও বটে এবং অপরিচিত স্থানে ওজর-আপত্তির কোনো কথা বল্‌তে লজ্জা অনুভব ক'রেও বটে, সে কোনো কথা না বলে' কুণ্ঠিত ভাবে এই রাজভোগ খেতে বস্‌লো।

তার সাম্‌নে পরাণ বাবু মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে তার হাত ধরে' দাঁড়িয়ে আছেন; মাতঙ্গিনী কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে দারিদ্র্যমূর্ত্তি বালকটির প্রতি করুণায় কাতর হ'য়ে তার খাওয়া দেখ্‌ছেন; এমন সময় একজন চাকর এসে পরাণ-বাবুকে বল্‌লে—বাইরে একজন বাবু এসেছেন।

পরাণ-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কোন্ বাবু?

চাকর বল্‌লে—এ বাবু নতুন—খুব রোগা, ফর্সা মতন···

এই শুনেই পরাণ-বাবু বলে' উঠ্‌লেন—ও! রামযাদু-বাবু এসেছেন। তাঁকে আমি আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। পরের দুঃখে যাঁর চোখের জল পড়ে, তিনি মহাপুরুষ!

থাকোহরি এতক্ষণ মাথা হেঁট করে' খাবার খাচ্ছিলো; পরাণ-বাবুর কথা শুনে সে মুখ তুলে পরাণ-বাবুর দিকে চাইতেই পরাণ-বাবু তাকে বল্‌লেন—সেই যে-বাবুটি কাগজ কিনে তোমায় দেখ্‌তে দিয়েছিলেন······

থাকোহরির মন সেই অচেনা দরদীর নাম শুনেই কৃতজ্ঞতায় ভরে' উঠ্‌লো, তার চোখ ছল্‌ছল আর মুখ জ্বল্‌জ্বল কর্‌তে লাগ্‌লো।

থাকহরির মুখের ভাব দেখে খুশী হ'য়ে পরাণ-বাবু বল্‌লেন—তুমি বসে' বসে' খাও, তাড়াতাড়ি কিংবা লজ্জা ক'রো না, আমি রামযাদু-বাবুর সঙ্গে আলাপ করিগে।···ওগো, তুমি বেরিয়ে এসো না, একরত্তি ছেলেমানুষকে দেখে' আবার লজ্জা!

স্বামীর ডাকে লজ্জিত হাসিমুখে মাতঙ্গিনী কপাটের আড়াল থেকে একটু একটু করে' সরে' এসে থাকোহরির পিছনে দাঁড়ালেন। পরাণ-বাবু বল্‌লেন—তুমি থাকোহরিকে খাওয়াও, আমি বাইরে রামযাদু-বাবুর কাছে যাই।

মাতঙ্গিনী চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করে' জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তাঁর জলখাবার বাইরে পাঠাবো কি?

পরাণ-বাবু বাইরে যেতে যেতে বল্‌লেন—তিনি ব্রাহ্মণ। আমার বাড়ীতে খাবেন বুঝ্‌লে বলে' পাঠাবো।

কৃষ্ণকলি বাবার হাত ছেড়ে দিয়ে এসে মার হাত ধরে' কৌতূহল-ভরা দৃষ্টিতে থাকোহরির খাওয়া দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

থাকোহরি অপরিচিত লোকের বাড়ীতে প্রথম দিন এসেই খেতে লজ্জা বোধ কর্‌ছিলো; তা'তে আবার এখন অন্তঃপুরের সীমানায় বসে' একজন স্ত্রীলোকের সাম্‌নে তাঁরই তদারকে খেতে তার অত্যন্ত লজ্জা কর্‌তে লাগলো।

সে আড়ষ্ট হ'য়ে অল্প খেয়েই পরাণ-বাবুর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাত গুটিয়ে বস্‌লো।

তা দেখে' মাতঙ্গিনী থাকোহরির সাম্‌নে একটু এগিয়ে এসে বল্‌লেন—এখুনি হাত গুটুলে তো চল্‌বে না বাবা—বেশী তো কিছু দিইনি—ও-সব তোমায় খেতে হবে……

থাকোহরি অপ্রতিভ মুখ না তুলে' এবং কিছু না ব'লেই আবার খেতে প্রবৃত্ত হ'লো। বাইরের অনুরোধের চেয়ে তার আভ্যন্তরিক অনুরোধ তখনো প্রবল ছিলো। সে পাত্রের সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ করে' হাত গুটিয়ে বস্‌লো।

তখন মাতঙ্গিনী বল্‌লেন—উঠে হাত ধোও বাবা। ও ভুখন, বাবুর হাতে জল দে।

দালানের একপাশে—যেখানে ভুখন কাঁধে ধোয়া নূতন তোয়ালে আর হাতে জলের ঘটী নিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর্‌ছিলো;

থাকোহরি সেখানে গিয়ে কুন্ঠিত হ'য়ে বল্‌লে—ঘটীটা আমায় দাও, আমিই জল নিচ্ছি……

থাকোহরির কথা শুনেই মাতঙ্গিনী ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন—না, না, ও ঘটী তুমি ছুঁয়ো না, তোমার ছোঁয়া জল আবার কোথায় পড়্‌বে টড়্‌বে আর আমরা মাড়াবো……

থাকোহরি মনে কর্‌লে সে ছোটো জাত বলে' মাতঙ্গিনী তাকে ঘটী ছুঁতে নিষেধ কর্‌ছেন। থাকোহরি সঙ্কুচিত হ'য়ে অপ্রতিভ মুখে চাকরের দিকে হাত বাড়িয়ে নত হলো; চাকরের হাতের ঘটী থেকে ঢালা জলে হাত মুখ ধুয়ে সে ফিরে দাঁড়িয়ে নিজের কোঁচার কাপড়ে হাত মুখ মুছ্‌তে লাগ্‌লো; চাকর তোয়ালে এগিয়ে দিলে অত্যন্ত কুন্ঠিত হ'য়ে থাকোহরি বল্‌লে—থাক্……

মাতঙ্গিনী তখন কন্যার হাতে পানের ডিবে দিয়ে বল্‌লেন—কলি, যাও, তোমার মাষ্টার-মশায়কে পান দাওগে।

থাকোহরি লজ্জিত মৃদুস্বরে বল্‌লে—আমি পান খাইনে।

মাতঙ্গিনী তাড়াতাড়ি ঘরে যেতে যেতে বল্‌লেন—তবে দাঁড়াও বাবা, মস্‌লা এনে দিচ্ছি।

মাতঙ্গিনী চলে' গেলে কৃষ্ণকলি আশ্রয়হীনা ক্ষুদ্র লতার মতন অপরিচিতের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কৌতুক ও কৌতূহলের সঙ্গে তাকে দেখ্‌ছিলো, এবং মা'র কাছে পালাবে কি মা'র আগমনের অপেক্ষায় দাঁড়াবে এই দ্বিধা মীমাংসা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলো। তার স্থিতিস্থির হবার আগেই থাকোহরি হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে টপ্‌ করে'

কৃষ্ণকলিকে কোলে তুলে নিলে এবং তার মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোমার নাম কি খুকুমণি?

কৃষ্ণকলি থাকোহরির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লজ্জার সঙ্কোচে মুখ ফিরিয়ে তার কোল থেকে নেমে পড়্‌বার জন্য ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু থাকোহরির বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত কর্‌তে পার্‌ছিলো না।

মাতঙ্গিনী একটা ডিবের খোলে করে' মসলা নিয়ে ঘরের দরজার কাছে এসেই মেয়েকে থাকোহরির কোলে দেখে' আতঙ্কিত হ'য়ে বলে' উঠ্‌লেন—ও কি সর্ব্বনাশ কর্‌ছো বাবা! ওর পা যে তোমার গায়ে ঠেক্‌ছে—শিগ্‌গির নাবিয়ে দাও ওকে, শিগ্‌গির নাবিয়ে দাও। এতে আমাদের অপরাধ হবে যে, পাপ হবে যে!

কৃষ্ণকলি থাকোহরির কোল থেকে নাম্‌বার জন্য চেষ্টা কর্‌ছিলোই, তার উপর মাতঙ্গিনীর হঠাৎ ব্যস্ততায় অপ্রস্তুত হ'য়ে থাকোহরি কৃষ্ণকলিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে।

মাতঙ্গিনী অমনি মেয়েকে বল্‌লেন—মাষ্টার-মশায়কে পেন্নাম করো কেষ্টো—মাষ্টার মশাই বামুন, তাঁর গায়ে পা ঠেকেছে……

কৃষ্ণকলি সার্কাসের সায়েস্তা জানোয়ারের মতন ব্রাহ্মণ শব্দের সঙ্কেতেই থাকোহরির সাম্‌নে গড় হ'য়ে প্রণাম কর্‌তে যাচ্ছিলো, থাকোহরি খপ্‌ করে' তাকে ধরে' আবার কোলে তুলে নিলে এবং লজ্জিত মুখে মাতঙ্গিনীকে বল্‌লে—আমরা বামুন নই মা, আমরা জাতে মাহিষ্য।

মাতঙ্গিনী আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে' উঠ্‌লেন—বামুন নও! কৈবর্ত্ত? তবে যে কত্তা বল্‌ছিলেন তোমার মা কাদের বাড়ী রাঁধুনির কাজ করেন।

থাকোহরি অপ্রস্তুত কুণ্ঠিতভাবে বল্‌লে—দাসীর কাজের চেয়ে রাঁধুনির কাজে একটু সম্মান খাতির বেশী পাওয়া যায় আর মাইনেও বেশী মেলে, তাই মা রাঁধুনির কাজ করেন।

মাতঙ্গিনী শিউরে উঠে মুখ একেবারে অন্ধকার করে' বলে' উঠ্‌লেন—সর্ব্বনাশ! সে কি গো! লোকের জাত মারা! সে যে বিষম পাপ!

থাকোহরি অপ্রতিভভাবে বল্‌লে—মা ব্রাহ্মবাড়ী রাঁধেন। ব্রাহ্মরা তো জাত মানে না।

থাকোহরির এ উত্তরে মাতঙ্গিনী কিছুমাত্র আশ্বস্ত না হ'য়ে বল্‌লেন—বেম্মজ্ঞানী? তারা তো খিষ্টান। ওমা, খিষ্টানের বাড়ী রান্না খাওয়া! তা হ'লে তোমাদেরও জাত নেই—তোমরাও খিষ্টান নাকি?

থাকোহরি অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে বল্‌লে—আজ্ঞে না। সেখানে হাঁড়ি হেঁসেল আর কেউ ছোঁয় না, আমরা সেখানে স্বপাক খাই।

মাতঙ্গিনী এই কথায় একটু আশ্বস্ত হ'য়ে বল্‌লেন—তা হোক্ বাছা, কিন্তু খিষ্টানের বাড়ী তো। সেখানে তোমরা আর থেকো না। তোমরা এখন আমাদের স্বজাত, তোমরা আমাদের বাড়ীতে এসেই থাকো। এখানে কলিরও কেউ খেল্‌বার সঙ্গী

নেই, আমিও একলাটি আর পেরে উঠিনে। অপরাধের ভয়ে বামুন তো রাখ্‌তে পারিনে; আমাদেরই স্বজাতের একটি মেয়ে ছিলো এতোদিন, ঘর-সংসার দেখ্‌তো শুন্‌তো; তার মেয়ে-জামাই-এর অবস্থা হচ্ছে বলে' সে চলে' গেছে। এখন তোমার মা এলে আমিও একজন কথা কইবার লোক পেয়ে বাঁচি।

থাকোহরি এই অপরিচিত দম্পতীর মহৎ উদার সদয় হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার মাতঙ্গিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তাঁর পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর্‌লে।

থাকোহরি প্রণাম করে' উঠে দাঁড়াতেই মাতঙ্গিনী বল্‌লেন—তা হ'লে এই ঠিক হলো তো বাবা? মাকে নিয়ে এসে এই বাড়ীতেই থাকৃবে তো?

পিছন থেকে পরাণ-বাবু তাঁর প্রাণখোলা সাদা সরল হাসি হেসে বলে' উঠ্‌লেন—আমাকেও তুমি জিতে গেলে গিন্নি! আমি কেবল থাকোহরিকেই নিমন্ত্রণ করেছিলাম, তুমি থাকোহরির মা-ঠাকরুণকেও নিমন্ত্রণ কর্‌লে। আমরা যখন স্বজাত, পরিচয় হ'লে একটা সম্পর্কও বেরিয়ে যেতে পারে চায় কি। আত্মীয়ের সঙ্গে থাকৃতে আর বাধা কি? কি বলো বাবা?

থাকোহরি মুখে কিছু বল্‌তে না পেরে পরাণ-বাবুকেও প্রণাম করে' পূর্ণ প্রাণের কৃতজ্ঞতা নিবেদন কর্‌লে।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—তবে তোমার মাকে নিয়ে আস্‌ছ এসো, কেমন?

থাকোহরি বিনীত মৃদুস্বরে বল্‌লে—মা যাঁদের বাড়ী কাজ করেন, তাঁরা একজন লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত চ'লে আসা কি ঠিক হবে ?

পরাণ-বাবু খুশী হ'য়ে বলে' উঠ্‌লেন—ঠিক বাবা ঠিক ! তবে হতো শিগগির পারো—এসো ।

থাকোহরি নতমুখে বল্‌লে—আচ্ছা ।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—রামযাদু-বাবুর মতন ক'রো না যেনো । আস্‌বো বলে' আর দেখা নেই । তিনিই দয়া করে' পায়ের ধূলো দিতে এসেছেন মনে করে' তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম ; গিয়ে দেখি সে রামযাদু-বাবু নয়, সে বামাচরণ । রামযাদু-বাবু অতি চমৎকার মহাশয় লোক— নয় ?

থাকোহরি মৃদুস্বরে বল্‌লে—আজ্ঞে ।

পরাণ-বাবু বলে' উঠ্‌লেন—একটা বড়ো ভুল হ'য়ে গেছে হে—তাঁর ঠিকানাটা জেনে রাখা হয়নি । তিনি দয়া করে' নিজে না এলে অমন মহৎ লোকের দর্শন আর পাওয়া যাবে না । তোমার ঠিকানাটা বলো তো—তুমি আপনি না এলে আমি যেনো ধরে' আন্‌তে পারি ।

থাকোহরি কৃতজ্ঞ আনন্দে লজ্জিত স্মিতমুখে বল্‌লে—আমরা থাকি ৬৭।১।১এ অচিন্ত্য দত্তর গলিতে নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তারের বাড়ী ।

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—অতো কথা বুড়োমানুষের মনে থাক্‌বে না—বাইরে চলো একটু লিখে দেবে ।

থাকোহরি পরাণ-বাবুর পিছনে পিছনে বাহির-বাড়ীতে চলে' গেলো।

থাকোহরি চলে' যেতেই কৃষ্ণকলি মার মুখের দিকে মুখ তুলে বলে' উঠ্‌লো—ও কে মা? ও বেশ ভালো—না? কেমন ফস্‌সা শাদা! কেমন কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল মা! দাঁতগুলো চক্‌চক কর্‌ছে—পান খায় না কি না! খুব ভালো—না মা?

মাতঙ্গিনী হেসে ঘাড় কাত করে' মেয়ের কথায় সায় দিলেন।

কৃষ্ণকলি আবার বল্‌তে লাগ্‌লো—কিন্তু ও অতো রোগা কেনো মা?

মাতঙ্গিনী ব্যথিত হ'য়ে করুণার্দ্র স্বরে বলে' উঠলেন—আহা গরিব, ভালো করে' খেতে পর্‌তে পায় না……

কৃষ্ণকলি বলে' উঠ্‌লো—তুমি তো ওকে খেতে দিলে মা, কৈ মোটা তো হ'লো না?

মাতঙ্গিনী হেসে বল্‌লেন—একদিন খেলেই কি মোটা হয় রে পাগলী? রোজ রোজ খুব পেট ভরে' খেলে তবে মোটা হয়।

কৃষ্ণকলি বল্‌লে—ও তো এখানে এসে থাক্‌বে, ওকে রোজ রোজ খেতে তো দেবে, তা হ'লেই ও তোমার মতন আর বাবার মতন মোটা হ'য়ে যাবে?

মাতঙ্গিনী হেসে বল্‌লেন—হঁ্যা।

কৃষ্ণকলি গাল ফুলিয়ে বলে' উঠ্‌লো—না মা, অতো মোটা বুঝি ভালো? মোটা হ'লে আবার কালো কিষ্টিও হ'য়ে যাবে তো? ওকে তা হ'লে বেশী বেশী খেতে দিয়ো না মা।

মাতঙ্গিনী হেসে উঠে বল্‌লেন—আচ্ছা রে আচ্ছা, ওকে তোর মনের মতন করে'ই গড়ে' তুল্‌বো।

এই কথা বল্‌তেই মাতঙ্গিনীর মনে থাকোহরিকে ঘর-জামাই কর্‌বার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটা বিদ্যুৎ-চমকের মতন উঁকি মেরে চলে' গেলো।

* * *

পরাণ-বাবু তাঁর বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিবার যে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন, তা রামযাদু প্রথমতঃ ততো গ্রাহ্য করেনি। রামযাদু বুঝ্‌তে পারেনি যে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌লে তার কিছু স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে; বিনা স্বার্থে কোনো কাজ কর্‌বার মতন স্বভাব রামযাদুর ছিলো না।

রামযাদুর চেহারা তার স্বার্থপর স্বভাবকে ছেলেবেলা থেকে সাহায্য করে' করে' তার স্বভাবকে একেবারে পাকা করে' গড়ে' তুলেছিলো। তার চেহারাটাই ছিলো এমন যে তাকে দেখ্‌লেই লোকের মনে করুণার উদ্রেক হতো, আহা বলে' মমতা দেখাতে ইচ্ছা কর্‌তো। তার রংটা ছিলো ফ্যাকাশে, শরীরটা ভয়ানক কৃশ, নাকটা দন্ত্য-স উল্টে ধর্‌লে যেমন দেখায় তেম্‌নি বঁড়্‌শীর মতন বাঁকা আর ছুঁচোলো, চোখ দুটো ছিলো ছল্‌ছলে—যেনো একটা কিছুর দুঃখ-ব্যথা তার অন্তরে গোপন থেকে চোখের আয়নায় আপনার ছায়া ফেলেছে; তার মুখের মোট ভাবটা ছিলো নিরীহ, মনটা ছিলো সাবধানী, স্বভাবটা ছিলো সংসারী—

যেখানে যেমনটি হ'লে সুবিধা হ'তে পারে সেখানে ঠিক তেম্‌নিটি হুঁসিয়ার হ'য়ে চারিদিকের তাল সাম্‌লে সে চল্‌তে পার্‌তো,—এ ছিলো তার সহজাত বুদ্ধি, স্ব-ভাব, ইংরেজিতে যাকে বলে ইন্‌ষ্টিংক্‌ট্‌। সে যার কাছে যে কাজের জন্যে হাজির হতো, তারই এমন করুণা আকর্ষণ কর্‌তো, যে কেউ তাকে একেবারে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করে' ছেঁটে ফেল্‌তে পার্‌তো না। তার এই ঈশ্বর-দত্ত সুবিধা তার কাছে ধরা প'ড়েছিলো তার ছেলেবেলাতেই—যখন তার বয়স সবে ষোলো বছর।

রামযাদুর বাড়ী ছিলো যশোর জেলায় চিত্রা নদীর তীরে একটা ছোটো গাঁয়ে। তাদের সাংসারিক অবস্থা ভালো না হ'লেও মন্দ বলা যায় না; তাদের ছিলো চার ভিটায় চারখানা চালা ঘর, গোয়ালে দুধোলো দুটি গাই, কয়েক বিঘা লাখেরাজ ব্রহ্মত্র জমিতে সম্বৎসরের ধানের সংস্থান, খেজুর-গাছে গুড়, আর সুপারি ও নারিকেল-গাছের একটা বাগান,—যার ফলকর বেচে তেল নুন কাপড়ের পয়সা জোগাড় হ'তে পার্‌তো; এর উপরে রামযাদুর বাবা নড়ালের বাবুদের জমিদারীতে দূর মফঃস্বলে গোমস্তার কাজ কর্‌তো—সেই কাজের মাইনে সামান্য হ'লেও রামযাদুর মা বেশ ভারী ভারী খানকতক সোনারূপার গহনা গায়ে প'রে আপন এয়োতের পয় আর জোর জানাতো। রামযাদুর বাবা মারা গেলে আয় অনেকটা কমে' গিয়েছিলো বটে, কিন্তু তবু তাদের কষ্টে পড়তে হয়নি—পরিবারে তো তারা মাত্র দুজন—মা আর

ছেলে; রামযাদুর এক বড়ো বোন ছিলো, কিন্তু তার বাবা থাক্‌তেই তার বিয়ে হ'য়ে গিয়েছিলো।

রামযাদুর দিদির শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা ভালো ছিলো না মোটেই। তার ভগ্নীপতি ছিলো যশোরের এক উকিলের মুহুরী—এই চাকুরীটুকু ছাড়া তার আর কোনো সঙ্গতিই ছিলো না। তাই বোন যখন বিধবা হ'লো তখন ভাইএর আশ্রয় ছাড়া তার আর কোনো গতি রইলো না।

এই পরিবার-বৃদ্ধির সম্ভাবনাতে বালক রামযাদু একটু ক্ষুণ্ণ ও চিন্তিত হ'য়ে উঠ্‌লেও মার আদেশে দিদিকে নিজেদের বাড়ীতে আন্‌বার জন্য তাকেই যশোরে যেতে হয়েছিলো। বিধাতা একএকজনের উপর অকারণেই প্রসন্ন থাকেন; রামযাদুর অদৃষ্টটাও ছিলো তেমনি: সে ক্ষুণ্ণ মনে যশোরে গিয়ে খুশী হ'য়েই ঘরে ফিরেছিলো।

যশোরে গিয়ে যখন সে পৌঁছালো, তখন রাত প্রায় দশটা। পথ অন্ধকার, নির্জ্জন; ষ্টেশন থেকে তার দিদির বাসা পর্য্যন্ত অনেকখানি পথ। রামযাদুর একলা যেতে ভয় কর্‌তে লাগ্‌লো, অথচ এইটুকু পথের জন্যে গাড়ী ভাড়া কর্‌তেও তার ইচ্ছে হচ্ছিল না—সেই ছেলেবেলাতেই সে দস্তুরমতো হিসাবী সংসারী, এই গুণটি সে উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃপিতামহের কাছ থেকে নিজের শোণিত-মজ্জার মধ্যে বিনা চেষ্টাতে, কেবল জন্মাধিকারেই পেয়েছিলো। রামযাদু ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হনহন ক'রে পথ চল্‌ছে, তার গাটা ছম্‌ছম্ কর্‌ছে, কিন্তু সে

মনের মধ্যে কোনো ভয়ের চিন্তাকেই আকার ধরে' স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তে দিচ্ছে না। হঠাৎ তার কানে আওয়াজ এলো,— "মাণিকপীর মুস্কিল আসান!" মুস্কিল আসান ফকিরদের মোটা চড়া গলার চীৎকার রামযাদুর মনে ছেলেবেলা থেকেই আতঙ্ক উৎপন্ন কর্‌তো; এই ফকিরেরা ভিক্ষায় বাহির হয় তখন, যখন রাত্রের অন্ধকার ছেলেদের জুজুর ভয় দেখিয়ে জড়োসড়ো করে' ঘুম পাড়াবার জোগাড় করে, যখন শিশু-কল্পনার আড়াল আবডাল থেকে আলো-আঁধারের মধ্যে উঁকি মেরে ভূত পেত্নী শাঁকচিন্নি ভয় দেখাতে থাকে। রামযাদুর বয়স এখন শৈশব পেরিয়ে যৌবনের দিকে পা বাড়ালেও, এই নিশুত নিঝুম রাতে নির্জ্জন পথে একলা চল্‌তে চল্‌তে মুস্কিল আসানের রব শুনেই শৈশব-সংস্কারের বশে তার মনটা ছাঁত করে' উঠ্‌লো। সে চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার তাকিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই দেখ্‌লে মুস্কিল-আসান ফকির তার চারমুখো চেরাগ হাতে ধরে' ভিক্ষা সেরে বাড়ী ফির্‌ছে—চারমুখো চেরাগের আলোতে ফকিরের প্রকাণ্ড চওড়া মুখের এক-বোঝা কাঁচা-পাকা দাড়ি আর তার লম্বা ঝল্‌ঝলে আল্‌খাল্লার সাম্‌নেটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। রামযাদু বাল্য-সংস্কারের ভয়টা চট করে' দমন করে' হনহন করে' ফকিরের কাছে এগিয়ে গিয়েই বলে' উঠ্‌লো—এই যে মুস্কিল-আসান ফকির! তোমাদেরই একজনকে আমি সন্ধ্যে থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ফকির উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেনো বাবা কেনো? কিসের জন্যি?

রামযাদু একটুও না ভেবে তৎক্ষণাৎ বল্‌লে—আমার মা আমার কল্যাণে সওয়া পাঁচ আনার সিন্নি মানসিক করেছিলো, তাই দেবার জন্যি।

সওয়া পাঁচ আনা! পীরের দোয়ায় দম্‌কা লাভের আশায় উৎসাহিত হ'য়ে ফকির বল্‌লে—দাও বাবা দাও, বাবা মাণিকপীর তোমাদের সকল মুস্কিল আসান কর্‌বেন—"মাণিকপীর মুস্কিল আসান!"—ফকির উল্লাসে আজান দিয়ে উঠ্‌লো।

রামযাদু পয়সা বাহির কর্‌বার জন্য কোটের ডান দিকের পকেটে হাত ভর্‌লো, তার পর যেনো সেই পকেটে পয়সা না পেয়ে বাঁ দিকের পকেটে হাত দিলে; তার পর সেখানেও যেনো পয়সা না পেয়ে বুক-পকেটে খুঁজ্‌লে; অবশেষে কোথাও যেনো পয়সা না পেয়ে আবার ব্যস্ত হ'য়ে এ পকেট সে-পকেট হাঁট্‌কে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মুখ কাচুমাচু করে' বল্‌লে—পয়সাগুলো বাড়ীতেই ফেলে এসেছি দেখ্‌ছি। যাকগে, কাল আর কাউকে ডেকে দিয়ে দেবো।

সওয়া পাঁ—চ আনা পয়সা। কাল কোন্ ফকিরকে ডেকে দিয়ে দেবে তার তো ঠিক নেই। ফকির চিন্তান্বিত হ'য়ে কেমন একরকম ঝিমানো স্বরে বল্‌লে—তা চলো বাবা তোমার বাড়ীতেই যাই, মানসিকের পয়সা ফেলে রাখ্‌তি নেই।

রামযাদু বল্‌লে—কিন্তু আমাদের বাড়ী যে এখান থেকে অনেক দূর—সেই কাছারীর কাছে। এত রাত্রে তুমি আবার অত দূর যাবা?

রামযাদুর ছল্‌ছলে চোখ আর হাব্‌লাটে মুখ দেখে ফকির ভুলে গিয়েছিলো; সে বল্‌লে—তা হোক বাবা। লোকের মানসিকের ধার শোধ করিয়ে মাণিকপীরকে খুশী করে' দেওয়াই তো আমাদের কাজ। মাণিকপীর খুশী হলি কারো কোনো মুস্কিল থাকে না—"বাবা মাণিকপীর মুস্কিল আসান!" ফকির সওয়া পাঁচ আনা পয়সা পাবার লোভের আনন্দে আবার ডাক ছেড়ে হেঁকে উঠ্‌লো।

রামযাদু আর দ্বিরুক্তি মাত্র না করে' ফকিরের চারমুখো চেরাগের জোর আলোতে পথ দেখে দেখে একজন আগলদার সঙ্গী পেয়ে নির্ভয় খুশী মনেই দিদির বাড়ীর দিকে চল্‌লো।

দিদির বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে রামযাদু ফকিরকে বল্‌লে—এখানডা বড়ো গলি ঘুঁজি; আমার গাডা ছম্‌ছম্ কর্‌তি লেগেছে, তুমি আমার আগে আগে কাছে কাছে চলো ফকির।

ফকির সাহস দিয়ে বল্‌লে—ভয় কি বাবা, মুস্কিল-আসানের চেরাগের রোশ্‌নী যতদূর যায় তার চৌহদ্দীর মধ্যি জিন দানা ভূত পেরেত কেউ আস্‌তি পারে না। আমি আগে আগে যাচ্ছি—তোমার কিচ্ছু ডর নেই।

ফকির রামযাদুর আগে গিয়ে কিছুদূর যেতেই রামযাদু নিঃশব্দে ও সত্বর পদে সুট্ করে' পাশের এক শুঁড়ি গলির অন্ধকারের ভিতর সরে' পড়্‌লো। ফকির খানিক দূর গিয়ে পিছনে রামযাদুর পায়ের শব্দ না শুন্‌তে পেয়ে পিছন ফিরে দেখলে রামযাদু নেই। প্রথমে সে মনে কর্‌লে রামযাদু বোধ হয়

একটু পিছিয়ে পড়েছে। তাই সে ফিরে দাঁড়িয়ে চেরাগটা একটু উস্কে দিলে, এবং আলো-আঁধারের মধ্যে দৃষ্টি পাঠাবার চেষ্টা করে' রামযাদুর তল্লাস কর্‌তে কর্‌তে ঝিমানো মোটা স্বরে বল্‌লে—কৈ বাবা, আস্‌তিছো ?

শ্রীবৎস রাজার বনবাসে রাণী চিন্তাদেবীর হাত থেকে পোড়া শোল-মাছ জলে পালিয়ে গেলে তাঁর মনের অবস্থা যেমন হয়েছিলো, রামযাদুর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে মুস্কিল-আসান ফকিরের মনের অবস্থা ততোঽধিক শোচনীয় হ'য়ে পড়্‌লো। পরের মুস্কিল আসান কর্‌তে এসে সে-ই পড়্‌লো মুস্কিলে! ফকির হতাশার ক্ষোভে কাতর হ'য়ে আর্ত্তনাদ করে' ডাক্‌তে লাগ্‌লো—ও মানসিকওয়ালা বাবা! কনে গেলে বাবা ? ও মানসা-করা বাবা! জবানে কবুল-করা মানসিক দাও বাবা!

আর বাবা! বাবা তখন এ-গলি থেকে ও-গলির বাঁক ফিরে সে গলি দিয়ে ছুটে চলেছে। এক-একবার ফকিরের আর্ত্তনাদ তার কানে এসে পড়ে, আর তার গতি দ্রুততর হ'য়ে উঠে।

ফকিরের আওয়াজ চার-পাঁচ বারের পর রামযাদু আর শুন্‌তে পেলে না। তখন সে নিশ্চিন্ত খুশী মনে দিদির বাড়ীর দরজায় গিয়ে ডাকাডাকি কর্‌তে লাগ্‌লো।

ফকিরের ব্যাকুল চীৎকারে পাড়ার লোকেদের নিরুপদ্রব নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে পাঁচ সাত দিক থেকে পাঁচ-সাত জনে একসঙ্গে সমস্বরে এমন ধমক দিয়ে উঠ্‌লো যে, ফকির বেচারা

দ্বিতীয় নূতন মুস্কিলের ভয়ে হঠাৎ চুপ করে' গেলো। কিন্তু সে অস্পষ্ট স্বরে গজ্‌গজ্ কর্‌তে কর্‌তে মানসিক-ওয়ালা ছোঁড়ার চৌদ্দ পুরুষের সঙ্গে নানাবিধ সামাজিক অসামাজিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাতে পাতাতে তাদের জন্য বিবিধ অখাদ্য খাদ্যরূপে বরাদ্দ কর্‌তে কর্‌তে সেই দীর্ঘ পথ উজান বেয়ে আবার ফির্‌তে লাগ্‌লো। নিরুপায় ক্ষুন্ন মনকে সে এই বলে' সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লো যে বাবা মাণিকপীরের নাম নিয়ে ঠকামি—তিন রোজের মধ্যে এর সাজা হাতে হাতে পেতে হবে না!

কিন্তু বুদ্ধিমান লোককে বিধাতাও এঁটে উঠতে পারেন না—সে বুদ্ধির জোরে সবাইকে ঠকিয়ে নিজের সুযোগ আবিষ্কার করে' নেয়। মাণিকপীর তাঁর ভক্ত-ফকিরের আর্‌জি সত্ত্বেও রামযাদুকে মুস্কিলে না ফেলে তার বিশেষ আসানই কর্‌বার সূত্রপাত করে' দিলেন।

রামযাদুর ভগ্নীপতি ছিলো যশোরের উকিল কিরণ-বাবুর মুহুরী। কিরণ-বাবুর মনটা ছিলো এমন বড়ো যে তিনি বাড়ীর চাকরকেও নিজের আত্মীয়ের মতন দেখ্‌তেন। তাঁর মুহুরীর অসুখের সেবা থেকে মৃত্যুর পর সংকার পর্য্যন্ত তিনি নিজের হাতে ও নিজের খরচে করেছেন; মুহুরীর মৃত্যুতে কেঁদে আকুল হয়েছেন।

রামযাদুর দিদি ভাইএর সঙ্গে বাপের বাড়ী যাবার উদ্‌যোগ করে' ভাইকে বল্‌লে—যা, একবার বাবুকে বলে' আয়, তিনি আমাদের অনেক করেছেন।

রামযাদু কিরণ-বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিতেই কিরণ-বাবুর চোখ জলে ভরে' উঠ্‌লো। তিনি রামযাদুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন, কিছু বল্‌তে পারলেন না।

কিরণ-বাবুর চোখের জল গড়িয়ে না পড়্‌লেও তাঁর চোখের ছল্‌ছলে ভাব রামযাদুর চোখ এড়ালো না। সে বল্‌লে—দিদিকে আমি নিয়ে যাবো, তাই আপনার অনুমতি নিতে এসেছি।

কিরণ-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তোমার দিদি এখন কোথায় যাবেন? শ্বশুরবাড়ী, না তোমাদের বাড়ী?

রামযাদু বল্‌লে—দিদির শ্বশুরবাড়ীতে কেউ নেই; আর ওখানকার অবস্থাও তো ভালো নয়। দিদিকে আমাদের কাছেই থাক্‌তে হবে। আমাদেরও অবস্থা ভালো নয়। কিন্তু এক মায়ের পেটের বোন, তাকে তো আমি ফেল্‌তে পার্‌বো না—এক মুঠো ভাত জুট্‌লে তাই দুভাগ করে' খেতে হবে।

ছেলেমানুষের মুখে জ্যাঠামির কথা শুনেও কিরণবাবু খুশী হয়ে বললেন—এই তো চাই বাবা! যার এমন মন তার কখনো কোনো অভাব ভগবান রাখেন না। তোমার বাবা কি করেন?

রামযাদু মুখ মলিন করে' বল্‌লে—বাবার দু বচ্ছর হলো কাল হয়েছে। তিনি নড়ালের বাবুদের জমীদারীতে গোমস্তার কাজ কর্‌তেন। বাবার কাল হওয়ার পর মা ধান ভেনে কষ্ট ক'রেও আমায় পড়াচ্ছিলেন। এখন দিদিকে নিয়ে যাচ্ছি; আমায় এখন পড়া ছেড়ে একটা কাজকর্ম্মের জোগাড় কর্‌তে হবে।

রামযাদুর চোখের জল ছিলো হাতধরা; তার চোখের

স্বাভাবিক ছল্‌ছলে' ভাবটা ইচ্ছা কর্‌লে একটুতেই জলধারায় পরিণত হ'য়ে গড়িয়ে ঝরে' পড়্‌তে পার্‌তো। এখানে সে সেই দুর্লভ অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে কিরণ-বাবুর কোমল করুণাপ্রবণ মনে অমোঘ অস্ত্র আঘাত কর্‌লে। কিরণ-বাবু জান্‌তেন, তাঁর মুহুরীর অবস্থা কি-রকম বিষম দরিদ্র ছিল; তার হাতে যারা মেয়ে সম্প্রদান করেছিলো তাদের অবস্থাও যে ভালো নয়, এ-কথা বিশ্বাস কর্‌তে তাঁর একটুও দ্বিধা বোধ হ'লো না। তিনি ব্যথিত হ'য়ে বল্‌লেন—না না বাবা, এই বয়সে তুমি লেখা-পড়া ছেড়ো না। তুমি যদি বরাবর পাস্‌ করে' যেতে পারো, আমি মাসে মাসে তোমায় দশ টাকা করে' দেবো।

রামযাদুর মুখে-চোখে হর্ষগদ্‌গদ কৃতার্থতার ভাব ফুটে উঠ্‌লো। রামযাদু বিনীতভাবে বল্‌লে—আপনার দয়ার কথা দিদির কাছে শুনেছি। আপনি দিদিকে দেখ্‌বেন—আপনিই এখন তার অভিভাবক।

কিরণ-বাবু এ-কথার কোনো জবাব দিলেন না, একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে কি যেনো চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

কিরণ-বাবুকে অন্যমনা দেখে' রামযাদু বল্‌লে—আজ্ঞে, এখন তবে আসি।

কিরণ-বাবু একটা টিনের হাত-বাক্‌স খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লেন—দাঁড়াও ঠাকুর, পায়ের ধূলো না দিয়ে যাবে কোথায়?

কিরণ-বাবু কায়স্থ; ব্রাহ্মণের উপর তাঁর গভীর ভক্তি। তিনি বাক্‌স থেকে তিন-খানি দশ-টাকার নোট বা'র করে'

বাঁ-হাতে রাখ্‌লেন এবং ডান-হাতে রামযাদুর পায়ের ধূলো মাথায় দিলেন; তার পর রামযাদুর হাতে একে একে গুণে গুণে তিনখানা নোট দিতে দিতে বল্‌লেন—এই নাও ঠাকুর, তোমার পায়ের ধূলোর দক্ষিণা। এই তোমাদের পথ-খরচ। আর তোমার দিদিকে বোলো, বদ্দিনাথ আমার কাছে যা মাইনে পেতো, তার অর্দ্ধেক আমি তোমার দিদিকে মাসে মাসে পাঠিয়ে দিতে থাক্‌বো। তোমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা কি বলো তো, লিখে রাখি।

রামযাদু অপ্রত্যাশিতভাবে তিন-দশে ত্রিশ টাকা পেয়ে পরম উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো। তার চেয়ে সকল রকমে বড়ো কিরণ-বাবুকে অসঙ্কোচে পায়ের ধূলো দিয়ে ঠকিয়ে সে চলে' এলো। পথ-খরচের টাকা পাওয়া ও ভবিষ্যতে তার পড়ার সাহায্য ও দিদির মাসহারা পাবার বন্দোবস্তের কোনো খবরই সে তার দিদি বা মাকে জানানো আবশ্যক মনে কর্‌লে না। সে বাড়ীতে ফিরে গিয়েই পোষ্ট্‌-অফিসের সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে নিজের নামে একটা হিসাব খুল্‌লে।

রামযাদু ক্রমে ক্রমে বি-এ পাস করেছে এবং কিরণ-বাবুর কাছ থেকে বরাবর মাসে মাসে টাকা আদায় করে' এসেছে, অথচ এই টাকা পাওয়ার কথা সে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে ব্যক্ত করে নি—এমনি তার মন্ত্রগুপ্তির সাবধানতা।

এণ্ট্রান্স পাস ক'রেই রামযাদু বিয়ে করেছিলো। তার শ্বশুর বেচারা কন্যার পিতা হওয়ার দণ্ড-স্বরূপ জামাইকে পড়ার খরচ বলে' মাসে মাসে দশ টাকা ঘুষ জুগিয়ে এসেছে।

এই রকম দু-তরফা সাহায্য পেয়ে রামযাদু বেশ নির্ভাবনায় লেখাপড়া করে' চলেছিলো। বাল্যে তার চরিত্রে যে-সব গুণ অস্ফুট ইঙ্গিত মাত্র ছিলো, বয়স জ্ঞান ও বিদ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই-সব গুণ অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারা তার চরিত্রগত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সে মহা লোভী ও ধনবানের প্রতি অতি ভক্তিমান হ'য়ে পড়েছে। আবার দরিদ্র যারা, যাদের কাছ থেকে তার কোনো লাভের সম্ভাবনা নেই, তাদের কাছে সে নিজের ধনশালিতার বড়াই করতে ছাড়ে না। সে মাসে মাসে তিন বার টাকা পায়—কিরণ-বাবুর কাছ থেকে, শ্বশুরের কাছ থেকে, এবং নিজের মায়ের কাছ থেকে। এই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা সে ধনী ও দরিদ্র ভেদে দুরকম করতো। সে ধনীদের বলতো যে, সে এমন গরিব যে তাকে পরের কাছে হাত পেতে তবে লেখাপড়া করতে হচ্ছে। আর গরিবদের কাছে পাকে-প্রকারে জানাতো যে, তার বাড়ী থেকে তো খরচ আসেই, তা ছাড়া তার শ্বশুর বিয়ের পণ একেবারে দিতে না পেরে কিস্তিবন্দী করে' মাসে মাসে দেনা শোধ করছে, এবং সে এমনি মহানুভব যে, পণের টাকা থোকে না নিয়ে শ্বশুরকে কন্যাদায়মুক্ত করেছে; আর কিরণ-বাবুকে রামযাদুর বাবা সাহায্য করে' লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, সেই ঋণই কিরণ-বাবু মাসে মাসে শোধ করছেন

—কিরণ-বাবুকে বেশ কৃতজ্ঞ ভদ্রলোক স্বীকার করতেই হবে, কারণ, রামযাদুদের কতো টাকা কতো লোকে কতো দিকে যে বে-ওজর মেরে খেয়েছে তার তো ইয়ত্তাই নেই।

কোনো মাসে কোনো জায়গা থেকে টাকা আসতে কিছু দেরী হ'য়ে গেলে অথবা বরাদ্দর অতিরিক্ত কিছু খরচ হ'য়ে গেলে রামযাদু ধার করে—পোষ্ট-অফিসের সেভিংস্-ব্যাঙ্কে সে এ পর্য্যন্ত কেবল টাকা জমাই রেখে এসেছে, একদিনের তরেও একটি পয়সা সেখান থেকে তুলে নেয়নি। যাদের সঙ্গে সামান্য পরিচয় আছে, অথচ হামেশা দেখাসাক্ষাৎ হয় না, এমন লোক বেছে বেছে সে ধার চাইতে যায়। ধনীর কাছে ধার চাইবার বেলা সে ধোপার বাড়ী কাপড় ধুতে দেবার দিন নিজের ময়লা কাপড় পরে' যায়; ধার করতে যাবার দিন যদি নিজের কাপড় নেহাৎ ফর্সা থাকে, তবে অপরের কাপড় ময়লা দেখে ধার করে' পরে' ধনীর কাছে ধার করতে যায়; আর গরিব সাধারণ গৃহস্থদের কাছে যেদিন ধার নিতে যায় সেদিন তার মেসের প্রতিবাসীদের প্রত্যেকের যে জিনিসটি সব চেয়ে ভালো তাই বেছে বেছে নিয়ে দামী জামা কাপড় জুতো আংটি শাল ছড়ি ঘড়ী চেন এসেন্স প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে বড়মানুষী ঢঙে আমিরী চালে যায়। মেসের প্রতিবাসীদের কাছে সজ্জা ধার নেবার বেলা সে বলে—সে শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কের কারো না কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে চলেছে, তাই তার এই বিলাসবেশ, এই বরসজ্জা। রামযাদুর আর-একটি গুণ ছিলো—সে ধার নিয়ে অতি সহজে ও সত্বর সে-

কথাটা ভুলে যেতে পার্‌তো, অনেক গরিব রামযাতুর মতন একজন ধনীকে গোটা-কতক টাকা ধার দিয়ে সেটা ফেরত চাইতে লজ্জা বোধ কর্‌তো, মনে কর্‌তো, তার মতন একজন বড়লোকে কি আর গরিবের টাকা মার্‌বে ?—মনে হ'লেই দিয়ে দেবে ; আর তাদেরও তো অদিন অসময় আছে, একজন বড়লোককে হাতে রাখা ভালো। আর যারা বড়োলোক তারাও রামযাতুকে ধার দিয়ে উশুলের জন্যে তাগাদা কর্‌তে চাইতো না—একজন গরিব ভদ্রলোককে ধারের নামে যে সাহায্য কর্‌বার স্থযোগ পাওয়া গেছে এতেই তারা সন্তুষ্ট হ'য়ে পাওনার কথা মুখে আনে না। আর রামযাতুও ঐ-সব দেনাপাওনার তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে পড়ার চাপে পাড়ু স্মৃতিকে একটুও ব্যস্ত-বিব্রত হ'তে দেয় না। তবে যারা চক্ষুলজ্জা ভুলে বার বার তিন বার তাগাদা করে তাদের ঋণ রামযাতু আর একদিনও রাখে না, নিজের হাতে টাকা থাক্‌লে তাই থেকে ধার শোধ করে, আর নিজের হাতে না থাক্‌লে ধার করে' ধার শোধ করে। স্থতরাং খাঁটি খাড়া লোক বলে' তার একটা খ্যাতিও হ'য়ে গিয়েছে, এবং তার জন্যে তার ধার পেতেও অস্থবিধা হয় না।

বিধাতা রামযাতুকে যে স্বার্থসিদ্ধির বুদ্ধি দিয়েছিলেন, তা অভাবের অভাবে চর্চ্চা কর্‌বার অবকাশ সে পাচ্ছিলো না, অব্যবহারে তা প্রায় ভোঁতা হ'য়ে আস্‌ছিলো। নিজের দান নিষ্ফল হ'য়ে যায় দেখেই যেনো বিধাতা তাড়াতাড়ি কিরণ-বাবু আর রামযাতুর শ্বশুরকে পরলোকে ডেকে নিলেন।

রামযাদু ইতিমধ্যে ওকালতী পাস করেছিলো এবং যশোরের উকিল কিরণ-বাবুর আশ্রয়ে থেকেই পসার জমাবার ব্যর্থ চেষ্টা কর্‌ছিলো। কিরণ-বাবু বর্ত্তমানে তাঁর সুপারিশে সে যাও-বা দু-একটা মোকদ্দমা পেতো, কিরণ-বাবুর মৃত্যুতে তাও পাওয়া তার বন্ধ হ'য়ে গেলো। এদিকে মা-ষষ্ঠীর কৃপাদৃষ্টিতে তার ঘরে আহারের অংশীদারের সংখ্যা বছর-বছরই বেড়ে চ'লেছিলো। তখন সে ওকালতী ব্যবসায়ে পসারের অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় আর থাক্‌তে পার্‌ছিলো না; সে চাক্‌রীর সন্ধানে বেশ একটু ব্যস্ত হ'য়েই উঠেছিলো—মুন্সেফী জোটে তো ভালোই, নয় তো জমিদারের ম্যানেজারি বা আপিসের কেরাণীগিরি—যা জোটে তাই এখন স্বাগত।

মধ্যে মধ্যে সে চাকরীর চেষ্টায় চাকরীর আড়ত কল্‌কাতায় আসে। কল্‌কাতায় এসে সে তার পরিচিত কারো মেসে ওঠে এবং দুচারদিন চাকরীর বাজারের হাল-চাল একটু যাচাই করে' সরে' পড়ে—সুযোগ কর্‌তে পার্‌লে মেসের দেনা প্রায়ই শোধ করে না এবং যে-মেসকে একবার ঠকিয়ে যায় তার ত্রিসীমানায় আর পা দেয় না।

এমনি একটা চাকরীর খোঁজে কল্‌কাতায় এসে হ্যারিসন-রোডের মোড়ে থাকোহরি আর পরাণ-বাবুর সঙ্গে রামযাদুর আলাপ হবার সুযোগ হয়।

পরাণ-বাবু যে রামযাদুকে তাঁর বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিতে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন রামযাদু সে নিমন্ত্রণ গ্রাহ্যই করেনি। সেই

মুদির মতন চেহারার লোকের বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিতে গেলে যে কিছু স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে এমন আন্দাজ কর্‌তে সে পারেনি এবং বিনা স্বার্থে কোনো কাজ করার মতন স্বভাব রামযাদুর ছিলো না। পরাণ-বাবুর নাম ঠিকানাটা থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের উল্টা পিঠে তবু সে লিখে রেখে দিয়েছিলো, অবসর হ'লে সেখান্‌কার অবস্থাটা একবার যাচাই করে' আস্‌বে, কারণ তার মূলমন্ত্র ছিলো—

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই,
মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন!"

কিন্তু সে পরাণ-বাবুর বাড়ীর সন্ধানে যাবার অবসর কর্‌বার আগেই কল্‌কাতা ছেড়ে পালানো তার দর্‌কার হ'য়ে পড়্‌লো। সে তার এক সহপাঠীর মেসে এসে ফ্রেণ্ড্‌ হ'য়ে ছিলো—রোজ তার পাঁচ আনা করে' ফ্রেণ্ড্‌চার্জ্‌ দেবার কথা। রামযাদুর মনে একটু ক্ষীণ আশা ছিলো যে, তার সহাধ্যায়ী চক্ষুলজ্জার খাতিরে তার কাছ থেকে পয়সা নাও নিতে পারে, হয়তো। কিন্তু তার বন্ধুর মেসের ম্যানেজার যেদিন তার কাছে এসে বল্‌লে—রামযাদু-বাবু, ফ্রেণ্ড্‌চার্জ্‌টা রোজ রোজ মিটিয়ে দেওয়াই আমাদের মেসের নিয়ম, আপনার আজ সাতদিন থাকা হলো।—তখন রামযাদু ভীষ্মের মতন বুঝেছিলো এই বাক্যবাণ অর্জ্জুন বন্ধুরই, শিখণ্ডী ম্যানেজার কেবল তাকে যুদ্ধে নিরস্ত ও পরাস্ত করার উপলক্ষ্য মাত্র। পাঁচ-সাতে পঁয়ত্রিশ আনা—দু টাকা তিন আনা!—তাকে দিতে হ'লেই তো সর্ব্বনাশ! লোকের দ্বারে দ্বারে টহল

দিয়ে আর ধন্না পেড়ে চাকরী তো একটা মিল্‌লো না—উপরন্তু লাভ হবে গায়ের রক্তের চেয়েও প্রিয় গাঁটের পয়সা নষ্ট! রামযাদু মেসের ম্যানেজারকে বল্‌লে—আজকেই আমি বাড়ী যাবো; আপনাদের পাওনা মিটিয়ে দিয়েই যাবো। মা মরণাপন্ন —আমি খবর পেয়েছি।

রামযাদু একটা ঝাঁকা-মুটে ডেকে তার ঝাঁকায় আপনার ব্যাগ আর বিছানা চাপিয়ে ট্যাঁক থেকে কতকগুলো টাকা পয়সা বার করে' গুণ্‌তে গুণ্‌তে তার বন্ধুর দিকে ফিরে বল্‌লে— তোমাকে এই টাকাটা বাড়ী গিয়ে পাঠিয়ে দিলে হবে না, ভাই? আমাদের পাড়াগাঁয়ে তো ওষুধ পথ্য কিছুই পাওয়া যায় না, মার জন্যে মকরধ্বজ আর কিছু বেদানা আঙুর কিনে নিয়ে যেতাম। মা মৃত্যুর আগে বেদানা আঙুর খেতে চেয়েছেন—আমি গিয়ে মাকে দেখ্‌তে পেলে হয়!

রামযাদুর ছলছল চোখের হাতধরা জল টলটল করে' উঠ্‌লো, সে ঘনঘন দুচারবার চোখের পাতা বুজে খুলে চোখ মিটমিট করে' চোখের জল গড়িয়ে ফেল্‌লে; তার পর সেই সজল চোখে তার বন্ধুর দিকে একবার চেয়ে ম্যানেজারের দিকে দুটাকা তিন আনা বাড়িয়ে ধরে' ধরা গলায় বল্‌লে—এই নিন্ ম্যানেজার-বাবু।

এমন কে কশাই আছে যে মুমূর্ষু রোগীর পথ্যের সম্বল নিজেদের সামান্য ঋণের জন্য কেড়ে নিতে পারে? রামযাদুর সহপাঠী বন্ধু বলে' উঠ্‌লো—থাক্, ও টাকা থেকে তোমার এখন দিতে হবে না; বাড়ী গিয়ে যখন সুবিধা হবে পাঠিয়ে দিয়ো।

রামযাদুকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হলো না। সে টাকা দেবার জন্য প্রসারিত হাত অমনি তৎক্ষণাৎ খোঁচা-খাওয়া কচ্ছপের মাথার মতন গুটিয়ে নিয়ে হাতের টাকা পকেটে ফেল্‌লে। মনের মুখ যদি দেখা যেতো, তা হলে দেখা যেতো যে, বন্ধুর কথায় রামযাদুর মনের মুখ এক গাল হাসিতে ভরে' উঠেছে। কিন্তু রামযাদুর যে-মুখ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছিলো সে-মুখের বিষণ্ণ ভাবের একটুও পরিবর্ত্তন কেউ ধর্‌তে পার্‌লে না, তার মুখের পেশীবিন্যাস যেমন হওয়াতে তাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিলো তার একচুলও পরিবর্ত্তন কারো চোখে পড়্‌লো না। রামযাদু মুটের মাথায় ঝাঁকাটা তুলে দিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতে বাড়াতে তার বন্ধুকে বল্‌লে—আমি বাড়ী গিয়ে মাকে একটু ভালো দেখ্‌লেই তোমার টাকাটা পাঠিয়ে দেবো ভাই।

এই ব'লেই সে তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো—তার নিজের উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ তার নিজের মনে যে রকম উথ্‌লে উঠ্‌ছিলো তাতে সে সফলতার সন্তোষের ও আত্মপ্রসাদের হাসি আর সাম্‌লে রাখ্‌তে পার্‌ছিলো না। রামযাদু রাস্তায় পৌঁছতেই তার মুখ চাপা হাসির আভায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো।

রামযাদু মুটের দিকে নজর রেখে হন্‌হন্‌ করে' শিয়ালদহের দিকে চ'লেছিলো, হঠাৎ পথের মাঝে তার সাম্‌নে কে একজন গড় হ'য়ে প্রণাম কর্‌লে। চলার বেগ হঠাৎ বাধা পাওয়ায় রামযাদু সাম্‌নে ঝুঁকে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়া সাম্‌লে নিয়ে থ'ম্‌কে দাঁড়ালো। প্রণাম করে' উঠে দাঁড়ালো থাকোহরি।—রামযাদু

অবাক্ বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলো; সে এমন বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছিলো যে, তার মুটে যে তার মোট নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার দিকে তার খেয়াল রইলো না।

থাকোহরি রামযাদুর অবাক্ বিস্ময় দেখে' হেসে বল্লে—আমাকে চিন্তে পার্ছেন না? আমার নাম শ্রীথাকোহরি জানা। হ্যারিসন রোডের মোড়ে আপনি আমায় খবরের কাগজ কিনে পাসের খবর দেখ্তে দিয়েছিলেন····

রামযাদুর সঙ্গে কোনো লোকের একদিন আলাপ হ'লে সে তাকে ভোলে না; সে থাকোহরিকে দেখ্বামাত্রই চিন্তে পেরেছিলো। কিন্তু বিস্ময় তার চোখ মুখ থেকে ঠিক্‌রে বের হচ্ছিল এই সাত দিনের ভিতর থাকোহরির চেহারার ভোল ফেরা দেখে'। থাকোহরির সেই ময়লা ছেঁড়া অত্যল্প পরিচ্ছদ, কৃশ মলিন দুঃখাচ্ছন্ন মুখ, আর দারিদ্র্যজন্য শঙ্কিত সঙ্কুচিত ভাব একেবারে বদল হ'য়ে গেছে!—তার গায়ে তসরের পাঞ্জাবী, গরদের চাদর; পরণে জরি-রেশমে-মিশিয়ে-বোনা ফুল-পাড় দেশী ধুতি; পায়ে নতুন বাদামী রঙের সেলিমশাহী জুতো, রোজ পালিশে আয়নার মতন চক্‌চকে; মাথার কোঁক্‌ড়ানো চুলে টেড়ীর বাহার না থাক্‌লেও বেশ পরিপাটী করে' আঁচ্‌ড়ানো; তার তোব্‌ড়ানো গাল ভরাট, ঝুলেপড়া নাক তীক্ষ্ণ, সঙ্কুচিত চোখ উজ্জ্বল, কুণ্ঠিত মুখ সপ্রতিভ—মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর; তার নিশ্চিন্ততা ও অভাবমোচনের সুখ ও আনন্দ তার মুখের দর্পণে আপনাদের ছায়াপাত করেছে। ভালো খোলস ও খোলসা পথ পেয়ে যৌবনের

শ্রী ও লাবণ্য যেনো থাকোহরির অঙ্গে অঙ্গে বাসা বেঁধেছে! রামযাদু অবাক্ হ'য়ে কেবল ভাব্ছিলো এই থাকোহরি ছোঁড়া এমন ভোল বদ্‌লালো কেমন করে'! সে যে টাকা যাদুকরীর মোহন স্পর্শ পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু কেমন করে' পেলে সেই ইতিহাসটা জান্‌বার কৌতূহল রামযাদুর মনে প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছিলো। যে লোক মাত্র সাত দিন আগে দু-আনা দিয়ে একখানা কাগজ কিনে পাশ-ফেলের খবর দেখ্‌তে পারেনি, আজ তার এই রাজবেশ কোন্ আলাদীনের প্রদীপের দান, তার সন্ধান জান্‌বার আগ্রহে রামযাদু তার প্রবল বিস্ময়কে হাসির আড়ালে ঠেলে ফেলে থাকোহরির কাঁধের উপর হাত রেখে বল্‌লে—একদিন একটুক্ষণের তরে দেখা-সাক্ষাৎ, তার পর আবার তোমার বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হয়েছে, হঠাৎ চিন্‌তে না পার্‌বারই কথা। বেশ ভালোই আছো বোধ হচ্ছে। কোথায় থাকা হয় এখন ভায়ার?

থাকোহরির মুখে তার হঠাৎ অবস্থা-পরিবর্ত্তনের লজ্জার সঙ্গে কৃতজ্ঞতার প্রফুল্লতা ফুটে উঠ্‌লো, সে বল্‌লে—আজ্ঞে, আপনারই আশীর্ব্বাদে আমি মহতের আশ্রয় পেয়েছি। মারিস্ এণ্ড কাট্‌থ্রোট্ কোম্পানির হেড্-আপিসের বড়োবাবু পরাণচন্দ্র বিশ্বাস—অতি মহাশয় লোক তিনি—তাঁর বাড়ীতে আমি আছি এখন। সেদিন হ্যারিসন রোডে আপনি আমাকে কাগজ কিনে দিয়ে আমার অবস্থা সম্বন্ধে যে-সব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেইসব কথা পরাণ-বাবু শুনে নিজে আমাকে ডেকে বাড়ীতে

নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন। আমাব মতন অসংখ্য লোককে তিনি কতো রকমে সাহায্য করে' থাকেন। মারিস কাটথ্রোটের আপিসের চাকরী তো তাঁর হাতে দানছত্তর!

এই কথা শুনে রামযাদুর মনটা ছাঁৎ করে' উঠ্লো। তার মনে পড়্লো এই পরাণ তাকেও তার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিতে আপনি সেধে এসে নিমন্ত্রণ করেছিলো; মূর্খ সে এতোদিন অবহেলা করে' তার বাড়ীতে যায়নি—যার হাতে মারিস কাট্থ্রোটের আপিসের চাকরী দানছত্তর! সে একটা চাকরীর জন্যে কতো লোকের দ্বারে দ্বারে ফ্যা ফ্যা করে' ফিরেছে, অথচ যে ব্যক্তি রাস্তার অচেনা লোককে ডেকে চাকরী ছায়, তার যেচে-নিমন্ত্রণ সে অবহেলা করেছে! এতো বড়ো বিশ্রী ভুল সে জীবনে এই প্রথম কর্‌লে ও ধিক্কারে তার অন্তর ভরে' উঠ্লো। সে কি জান্‌তো ছাই যে, ঐ মোষের মতন কালো মোটা লোকটার এতো মহিমা! এই ভুল করার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে যে কি কর্‌বে তা মনের মধ্যে চকিতে ঠিক করে' নিয়ে রামযাদু থাকোহরির কথার শেষে বলে' উঠ্লো—ও! তা বেশ ভাই বেশ! তোমার যে কষ্ট ঘুচেছে এতেই আমি খুশী!

থাকোহরি বল্‌লে—কর্ত্তা আপনার কথা প্রায়ই বলেন যে—মুখুজ্জে মশায় পায়ের ধূলো দিতে এলেন না একদিনও; মহৎ ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ পরম সৌভাগ্য না থাক্‌লে ঘটে না। তিনি সেদিন আপনার ঠিকানা জেনে নেন্‌নি বলে' কতো আপশোষ

করেন—বলেন, মুখুজ্জে মশায় নিজে দয়া করে' না এলে আর আমি তাঁর পায়ের ধুলো পাবো না।

পরাণ এখনো তার পায়ের ধূলার আকাঙ্ক্ষা ছাড়েনি এই শুভ সংবাদে হর্ষগদ্‌গদ হ'য়েও রামযাদু সে-ভাব তার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতায় দমন ও গোপন করে' বল্‌লে—আর ভাই, নিজের দুঃখধান্দাতেই ব্যস্ত থাকি, সময় পেয়ে উঠি না। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, পথের মাঝের সেই একটা কথা অতো মনেও ছিলো না, আর তার জন্যে একজনের বাড়ীতে যাবার কোনো আবশ্যকও বোধ করি নি।

থাকোহরি বল্‌লে—না না, আপনি যাবেন একদিন, কর্ত্তা ভারী খুশী হবেন, আপনিও খুশী হবেন কর্ত্তার সঙ্গে পরিচয় হ'লে, —আপনি যেমন মহৎ, তিনিও তেমনি······

এমন সময় মুটে তর্জ্জন করে' উঠ্‌লো—আরে চলো না বাবু, রাস্তা পর খাড়া হো কর গপ্‌ লাগায়া, হাম মাথা পর মোট লে-কর কেৎনা ঘড়ী খাড়া রহেগা। টিরেন্‌ নেহি মিলেগা ফিন্‌।

রামযাদু ও থাকোহরি দুজনেই মুটের বিরক্ত মুখের দিকে ফিরে দেখ্‌লে।—রামযাদু থাকোহরিকে বল্‌লে—তবে এখন আসি ভাই। পরাণ-বাবুকে বোলো, ফুর্‌সৎ মতন একদিন দেখা কর্‌বো।

থাকোহরি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?

রামযাদু চল্‌বার উপক্রম করে' বল্‌লে—যাচ্ছি ভাই একটু বাড়ী।

থাকোহরি রামযাদুর সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লে—আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা বলুন, আমি কর্ত্তাকে বল্‌বো।

রামযাদু হেসে বল্‌লে—আমার বাড়ী যশোর জেলায় নড়ালের কাছে সীমাখালি গ্রামে। আমি দু-চার দিনের মধ্যেই ফিরে আস্‌ছি, তার পর পরাণ-বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌বো একদিন।

থাকোহরি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনার এখানকার ঠিকানা কি?

রামযাদু বল্‌লে—এখানে এসে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে কি মেসে দু-চারদিন থাকি—কবে কোথায় থাকি তার তো ঠিক নেই।

তার পর একটু ভেবে রামযাদু বল্‌লে—আমি এবার এসে কাঙালী সরকারের গলিতে ১৭ নম্বর বাড়ীতে আমার এক বন্ধুর মেসে থাক্‌বো।

থাকোহরি রামযাদুকে আবার প্রণাম করে' বল্‌লে—আচ্ছা আমি কর্ত্তাকে বল্‌বো।

রামযাদু হন্‌ হন্‌ করে' চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লো। তাকে চল্‌তে দেখে মুটেও ছুটে চল্‌লো।

কিছুদূর এগিয়ে পথের একটা মোড় ফিরেই রামযাদু একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে নিয়েই মুটেকে ডেকে বল্‌লে—এই মুটিয়া, ঘুম্‌কে চলো, হাম অউর নেহি যায়েগা।

মুটে আশ্চর্য্য হ'য়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে রামযাদুর দিকে ফিরে বল্‌লে—আরে বাবু, ফিন্ কি ভেলো ?

রামযাদু মুটেকে মুখ ভেঙচে বল্‌লে—ভেলো ভালো, তুই এখন ফিরে চ তো।

মুটে রামযাদুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চল্‌লো।

রামযাদু মেসে ফিরে আস্‌তেই সকলে আশ্চর্য্য হ'য়ে ও ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি রাম-বাবু ফিরে এলেন যে ?

রামযাদু মুটের ঝাঁকা ধরে' নামিয়ে ঝাঁকা থেকে ব্যাগ বিছানা তুলে নিতে নিতে বল্‌লে—রাস্তায় আমাদের গাঁয়ের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো, সে আজই এসেছে বাড়ী থেকে, সে বল্‌লে মা ভালো আছেন। তাই আর গেলাম না।

রামযাদু মেসের ম্যানেজারের সাম্‌নে তিন্‌টে টাকা ধরে' বল্‌লে—এই নিন্ ম্যানেজার-বাবু আপনার মেসের দেনা। বাকী পয়সাও আপনার কাছে অ্যাড্‌ভান্স্ জমা থাক্।

মেসের যে-সব লোকের ধারণা হয়েছিলো রামযাদু মেসের দেনা মেরে পালাচ্ছে, তারা নিজেদের সন্দেহ মিথ্যা হ'তে দেখে লজ্জিত হ'লো, তাদের কাছে রামযাদু বেশ বিশ্বাসযোগ্য ভদ্রলোক ব'লেই প্রতিপন্ন হ'য়ে গেলো।

রামযাদু তার পর মুটের হাতে দশটা পয়সা গুণে গুণে দিলে।

মুটে দশ পয়সা পেয়ে রামযাদুর সাম্‌নে পয়সা স্বদ্ধ হাত ও রামযাদুর মুখের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ মেলে বল্‌লে—এ ক্যা বাবু ?

রামযাতু মিষ্ট ভৎর্সনার স্বরে বল্‌লে—কেনো বাপধন, তোমার সঙ্গে দশ পয়সাই তো ফুরান্‌ হয়েছিলো।

মুটে একটু কড়া কর্কশ স্বরে বল্‌লে—সো ত সহি! লেকিন্‌ ওতো দূর গেলো, ফিন্‌ আইলো…

রামযাতু মুটেকে ভেঙিয়ে বল্‌লে—মাঝপথ থেকে তো ফিরে আইলে চাঁদ। যাও সরে' পড়ো।

রামযাতু চলে' যায় দেখে মুটে কাকুতি করে' বল্‌লে—আচ্ছা আউর একঠো পয়সা দেও বাবু-সাহেব—আপলোক বড়া আদ্‌মী, ভদ্দর লোক, হামলোগ নোকর চাকর, একঠো পয়সা জল খানেকে লিয়ে হামি মেঙে লিস্‌সে আপ্‌সে।

রামযাতু পিছন ফিরে চলে' যেতে যেতে বলে' গেলো—ঐ দশ পয়সা দিয়েই জল খেয়ো, আর পয়সা পাবে না।

'আরে বাবু!' বলে' হতাশায়-অসন্তুষ্ট মুটে ঝাঁকা তুলে নিয়ে চলে' গেলো।

এর ছুদিন পরে তেস্‌রা দিনের সকাল বেলা রামযাতু ময়লা জামা কাপড় পরে' পরাণ-বাবুর বাড়ীতে যাবে বলে' রওনা হ'লো। গত ছুদিন সে তেল মাখে নি, মাথার চুল রুক্ষ উস্কোখুস্কো; তাতে তার চেহারাটা হয়েছিলো অনাহারক্লিষ্ট রুগ্নের মতন।

রামযাদু হলধর হালদারের ষ্ট্রীট খুঁজে বার ক'রে ৩২ নম্বর বাড়ীর সাম্‌নে এসেই দেখ্‌লে মস্ত বড়ো বাড়ী। বাড়ীর দরজা পার হ'য়ে দেউড়িতে ঢুকেই রামযাদু দেখ্‌লে, দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের পাটায় সাদা রং দিয়ে ইংরেজী ও বাংলায় লেখা আছে—

Paranchandra Biswas. In Please come in.	শ্রীপরাণচন্দ্র বিশ্বাস বাড়ীতে আছেন, আসিতে আজ্ঞা হউক।

ইংরেজদের ও ইংরেজী কায়দার দেশী বড়োলোকদের বাড়ীর সাম্‌নে গৃহকর্ত্তা বাড়ীতে আছেন কি না জানাবার জন্যে in বা out লেখা থাকে রামযাদু দেখেছে; কিন্তু গৃহকর্ত্তা বাড়ীতে আছেন এই সংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক অনুসন্ধানীকে গৃহে অভ্যর্থনা কর্‌বার ব্যবস্থা এই নতুন দেখে রামযাদুর মন অত্যন্ত খুশী হ'লো। গৃহকর্ত্তা বাড়ীতে না থাক্‌লে কি জানানো হয় জান্‌বার কৌতূহলে রামযাদু একবার পথের এদিক ওদিক দেখে নিয়ে চট্‌ করে' কাঠের টানা ঢাক্‌নাটা এপাশে টেনে দিলে;—"in আছেন" ঢেকে গিয়ে বা'র হলো—Out, please call at another time; বাড়ীতে নাই, অনুগ্রহ করিয়া অন্য সময় আসিবেন। এই লেখার পাশেই চিল্‌তে কাগজের খাতা একখানা, শক্ত রেশমী সুতোয় বাঁধা ঝোলানো আছে, আর খাতার প্রত্যেক পাতার উপর লেখা আছে—Please leave your name and address—অনুগ্রহ করিয়া আপনার নাম

ঠিকানা রাখিয়া যাইবেন। সেই খাতার পাশে একটা রূপালী সরু শিকলে বাঁধা একটা পেন্‌সিল্ ঝুল্‌ছে।

রামযাদু এই-সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক মুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে ঠিক কর্‌লে—সে যে পরাণ-বাবুর নামের পাটার ঢাক্‌নি সরিয়ে তিনি বাড়ীতে না থাকার সংবাদ প্রকাশ ক'রেছে, সেটা আর বদল ক'র্‌বে না; তা হ'লে তার পরে আর কোনো লোক পরাণ-বাবুর কাছে গিয়ে ভিড় বাড়াবে না; এর পরে যারা আস্‌বে তারা দেউড়ি থেকেই ফির্‌বে; এখনো বেশী বেলা হয়নি, এখনো বেশী লোক এসে জোটেনি নিশ্চয়; যারা এসেছে তারা চলে' গেলে সে একলাই পরাণ-বাবুর সঙ্গে নিরিবিলি কথা বল্‌বার সুযোগ পাবে।

রামযাদু মিনিট পাঁচ সাত দেউড়িতে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনো লোকের সাক্ষাৎ বা সাড়া পেলে না। দেউড়িতে দারোয়ানের উপদ্রব নেই—এ কী-রকম বড়োলোক!

রামযাদু ইতস্ততঃ কর্‌তে কর্‌তে একটু এগিয়ে গেলো—দেখ্‌লে দেউড়ির দুপাশে দুটো দালান উঠে গেছে এবং দালানের কোলে দুটো বড়ো বড়ো ঘর, কিন্তু সেখান থেকে জনমানবের সাড়া পাওয়া যায় না। দেউড়ির গলিটার পরেই প্রকাণ্ড উঠান, তার এক ধারে একটা ঠাকুর-দালান; উঠানের অন্য দুই পাশের ঘরগুলো বোধ হয় অন্দরমহলের সামিল। কতকগুলো শাদা পায়রা উঠানের মাঝখানে গলা ফুলিয়ে লেজ ছড়িয়ে চরে' বেড়াচ্ছে, আর দুটো শাদা খর্‌গোশ লম্বা লম্বা কান আর বেঁড়ে

লেজ নেড়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ;—এছাড়া কোথাও আর জন-প্রাণীর চিহ্নমাত্রও নেই, সাড়াশব্দও নেই—সমস্ত বাড়ীটা যেনো জনশূন্য ; অথচ এটা যে পোড়ো বাড়ী নয়, তা এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে অবস্থা দেখ্‌লেই জানা যায়।

রামযাদু এদিক্ ওদিক্ তাকাতে তাকাতে একদিকের দালানের উপর উঠে দাঁড়ালো। রামযাদু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিলো। নিজে সেধে ভদ্রলোককে ডেকে বাড়ীতে নিয়ে আসে, অথচ তার যে দেখা পাওয়া যাবে কেমন করে', তার কোনো বিলি-ব্যবস্থাই নেই !···ন চাষা সজ্জনায়তে !

রামযাদু দারোয়ান না বেয়ারা কি বলে' চীৎকার কর্‌বে ঠিক কর্‌তে না পেরে ভাব্‌ছে, এমন সময় বাড়ীর ভিতর থেকে একজন চাকর বেরিয়ে এসে তার সাম্‌নে দিয়ে চলে' গেলো ; একজন ভদ্রলোক যে বাড়ীতে এসে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে সে লক্ষ্যই কর্‌লে না, আগন্তুককে একটা প্রশ্ন করে' জান্‌লেও না যে তার কি দর্‌কার।

রামযাদু চাকরটার এই আচরণ বড়োমানুষের চাকরের দেমাকভরা উপেক্ষা মনে করে' অসহিষ্ণু ও উষ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছিলো, কিন্তু পরাণের কাছে স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনার আভাস থাকোহরির চেহারার ও পোশাকের বিলক্ষণ ভোল ফেরার মধ্যে পেয়ে সে বিরক্তি ও অধৈর্য্য দমন করে' আত্মসম্বরণ কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

চাকরটা রামযাদুর সাম্‌নে দিয়ে পরাণ-বাবুর নামের পাটার

সাম্‌নে গিয়েই সেইদিকে অবাক্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো এবং তৎক্ষণাৎ নাম-পাটার টানা-ঢাক্‌নিকা সরিয়ে দিয়ে পরাণ-বাবু বাড়ীতে আছেন জানিয়ে সেখান থেকে চলে' গেলো! রামযাদু তাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার আর অবসরও পেলে না।

তখনই একজন ভদ্রলোক বাইরে থেকে বাড়ীতে এসে ঢুক্‌লো; সে একবার পরাণ-বাবুর নামের পাটাটার উপর চোখ ফেলে দেখে নিলে পরাণ-বাবু বাড়ীতে আছেন কি না; তার পর রামযাদুর সাম্‌নে দিয়ে হনহন্ করে' যেতে যেতে তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দালানের শেষের দিকের একটা দরজার মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। রামযাদু সেই লোকটির পায়ের শব্দ শুনে সেখান থেকেই বুঝ্‌তে পার্‌লে সে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। উপরে ওঠ্‌বার সিঁড়ি তা হলে ঐ দরজার ওপারে আছে। তবে সেও কি সটান উপরে উঠে যাবে না কি? রামযাদুর রাগ হ'তে লাগ্‌লো থাকোহরির উপর—সে ছোঁড়াটারও তো কোথাও টিকি দেখ্‌বার জো নেই, সেটাকে পেলেও তো তাকে কাণ্ডারী করে' পরাণের কাছে পৌঁছানো যেতো।

রামযাদু ইতস্ততঃ কর্‌তে কর্‌তে দালান থেকে আবার দেউড়ির গলিতে নেমে আস্‌ছিলো; সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিতেই সে দেখ্‌লে একটি স্ত্রীলোক আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়ে বাইরে থেকে সেই দিকে আস্‌ছে। রামযাদু আবার সিঁড়ির ধাপ বেয়ে দালানে উঠে দাঁড়ালো, আর সেই স্ত্রীলোকটি তার সাম্‌নে দিয়ে হনহন্ করে' বাড়ীর ভিতর চলে' গেলো।

রামযাদু আবার দালান থেকে নীচে নাম্‌লো—আরো অপেক্ষা কর্‌বে, না চলে'ই যাবে, ঠিক্ ক'র্‌তে না পেরে ভাব্‌ছে ; দেখ্‌লে একটি ছোটো ছেলে বাহির থেকে বাড়ীর ভিতর আস্‌ছে। ছেলেটি রামযাদুর বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু থতোমতো খেয়ে আস্তে আস্তে অন্দরের দিকেই চল্‌তে লাগ্‌লো।

ছেলেটিও চ'লে যায় দেখে রামযাদু হাতছানি দিয়ে ছেলেটিকে ইসারা করে' ডাক্‌লে—এই ছোক্‌রা, শোনো।

সেই ছেলেটি ফিরে এসে রামযাদুর মুখের দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়ালো। ছেলেটির দৃষ্টিতে ভয় ও বিস্ময় ফুটে বা'র হচ্ছিলো।

রামযাদু ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—বাবু কোথায় বসেন, ব'ল্‌তে পারো ?

ছেলেটি রামযাদুর মুখের দিকে উর্দ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে নীরবে ঘাড় নেড়ে জানালে যে, সে বাবুর কোনো খোঁজখবর রাখে না।

রামযাদু ছেলেটির কাছে এসে তার মুখের সাম্‌নে মুখ আন্‌বার জন্য সাম্‌নে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তুমি কি এ বাড়ীর ছেলে নও ?

ছেলেটি ভয়ে সঙ্কুচিত শুষ্কমুখে অস্ফুট মৃদুস্বরে বল্‌লে—না।

রামযাদু নাছোড়বান্দা, সে ছেলেটিকে আবার প্রশ্ন কর্‌লে—তবে তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

ছেলেটি সব কথা একেবারে চট করে' বলে' ফেল্‌বার চেষ্টায়

থেমে থেমে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অসংলগ্ন কথা যা বল্‌তে পার্‌লে, সে-সব জুড়ে-তেড়ে রামযাদু এই বুঝ্‌লে যে, ছেলেটির বাবার পক্ষাঘাত হয়েছে অনেক দিন, তার মা রোজ রোজ এসে কর্ত্তামার কাছ থেকে ওষুধ-পথ্যের সাহায্য নিয়ে যেতো, কাল থেকে তার মারও খুব জ্বর হয়েছে, তাই আজ বালককে পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষার আয়োজনের সাহায্য ভিক্ষা কর্‌তে আস্‌তে হয়েছে। তাই কচি ছেলের প্রথম ভিক্ষার সঙ্কোচ তার সর্ব্বাঙ্গে, দীনতার ভয় তার দৃষ্টিতে, এবং অপরিচয়ের কুণ্ঠা তার কণ্ঠে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। রামযাদুর মনটা কেমন করুণার্দ্র হ'য়ে উঠ্‌লো, সে পকেট থেকে একটা টাকা বা'র করে' সাম্‌নে ঝুঁকে সেই ছেলেটির হাতে দিয়ে বল্‌লে—যাও বাবা, যাও।

ছেলেটি টাকাটি পেয়ে তার ভয়চকিত দৃষ্টিতে কুণ্ঠিত মুখে কৃতজ্ঞতার একটু সঙ্কুচিত আনন্দ প্রকাশ করে' বাড়ী ফিরে চল্‌লো।

রামযাদু তাড়াতাড়ি তাকে ধরে' ফিরিয়ে বল্‌লে—তুমি কর্ত্তামার কাছে যাবে না? ও তো আমি দিলাম। তুমি কর্ত্তা-মাকে কি বল্‌তে এসেছো তা বলোগে।

বালক রামযাদুর এই সদয় সস্নেহ ব্যবহারে সাহস পেয়ে, শৈশবের অস্বাভাবিক সঙ্কোচ অনেকখানি ঝেড়ে ফেলে প্রফুল্ল মুখে অন্দরের দিকে চলে' গেলো। রামযাদু আবার একলা দাঁড়িয়ে রইলো। সে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—আহা! ঐ ছেলেটির মা যদি মরে' যায় তা হ'লে তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবার ও তার নিজের কি গতি হবে!

একটু পরেই অন্তঃপুর থেকে একজন উড়ে বাহির হ'য়ে এলো। তার মাথায় মস্ত বড়ো একটা ঝুঁটি; গলায় কাঠের মালার মাঝে মাঝে ছোট ছোট সোনার মাতুলি গাঁথা; সে কাপড় উরুতের উপর গুটিয়ে প'রেছে, তার উপর একখানা লাল ডুরে অতি ময়লা গাম্‌ছা জড়ানো; তার হাতে একগাছা মোটা ময়লা গোবর-মাখা দড়ি—দড়ির তুমুখে তুটো মোটা মোটা গেরো বাঁধা। রামযাতু তাকে দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌লে এ এ-বাড়ীর কেউ নয়, এ গয়লা, গাই তুয়ে দিয়ে যাচ্ছে; অতএব একে কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা।

উড়ে গোয়ালা বাড়ী থেকে বাহির হ'য়ে যেতে না যেতে একটা বাছুর তিড়িং তিড়িং করে' লাফিয়ে লাফিয়ে বাহিরের বিস্তীর্ণ উঠানে বেরিয়ে এলো এবং এসেই সেখানে রামযাতুকে দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখ্‌তে পেয়েই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে ছিটৃকে যে পথে এসেছিলো সেই পথে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

রামযাতু স্মিত-প্রফুল্ল মুখে বাছুরের প্রাণচঞ্চল লীলা দেখ্‌ছিলো, হঠাৎ তার পিছন দিকে কার জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ শুন্‌তে পেয়েই সে মুখ ফেরালে; কিন্তু সেই আগন্তুকের কেবল পিঠের দিকটাই সে দেখ্‌তে পেলে এবং তাকে দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সে ব্যক্তি সেই পূর্ব্বাগত ভদ্রলোকটির পদাঙ্ক অনুসরণ করে' পাশের একটা খোলা দরজার জঠরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো আর তার পায়ের শব্দে রামযাতু জান্‌তে পার্‌লে যে সেও সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে।

রামযাদু সেই সিঁড়ির দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছে কি কর্‌বে, আবার তার পিছন দিকে কার পায়ের শব্দ সে শুন্‌তে পেলে। চট্‌ করে' পিছন ফিরেই রামযাদু দেখ্‌লে একটি ছোটো মেয়ে আস্‌ছে—সে ভয়ানক কালো ও আশ্চর্য্য কুৎসিত—তার কপালটা বিষম উঁচু, নাকটা নিতান্তই খাঁদা, চোখ দুটো গোল গোল, ঠোঁট দুটো পুরু ও উল্টানো, কান দুটো খুব বড় ও সাম্‌নের দিকে ফেরানো—এমন কুৎসিত চেহারা সে জন্মে কখনো দেখেনি! এই মেয়েটিকে দেখেই রামযাদুর মনটা কুরূপ মেয়েটির উপর এমন বিরূপ হ'য়ে উঠ্‌লো যে, সে হঠাৎ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে জিব বা'র করে' বিকট মুখভঙ্গী করে' উঠ্‌লো ও সঙ্গে সঙ্গে দু পা ফাঁক করে' ও দু হাত ছড়িয়ে জগন্নাথমূর্ত্তির অনুকরণে থ্যাব্‌ড়া হ'য়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ রামযাদুকে এই উৎকট ভঙ্গী কর্‌তে দেখে মেয়েটি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে গেলো। মেয়েটি পরাণবাবুরই আদরের দুলালী কন্যা কৃষ্ণকলি!

কৃষ্ণকলি চলে' যেতেই রামযাদু সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আপন মনেই বলে' উঠ্‌লো—রক্ষাকালীর বাচ্চা! বাপ্‌স্‌!

রামযাদু এক মুহূর্ত্ত চুপ করে' দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে বল্‌লে—যে দুর্লক্ষণ দেখা হ'লো, আজ আর কোনো সফলতার আশা নেই। যাত্রা পাল্‌টে আসা যাবে। "প্রাতরেবানিষ্টদর্শনং জাতং, ন জানে কিম্‌ অনভিমতং দর্শয়িষ্যতি!"

তার পর একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে সে বাড়ী

থেকে বাহির হ'য়ে চল্‌লো। দেউড়ির দরজার চৌকাঠে পা দিয়েই সে দেখ্‌লে সাম্‌নের বাড়ীর ছাদের উপর একটি তরুণী স্নান করে' এসে ভিজা কাপড় শুকাতে দিচ্ছে; রামযাদু থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলো। একটা মিন্‌সে হাঁ করে' দাঁড়িয়ে তাকে দেখ্‌ছে দেখে তরুণীটি ঘোম্‌টা টেনে ভিজা কাপড়খানা তাড়াতাড়ি ছাদের আল্‌সের গায়ে মেলে দিয়ে নীচে নেমে গেলো। রামযাদু কিন্তু রমণীর রূপ-মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়ায় নি, সে পরাণবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাবার জন্য বিলম্ব কর্‌বার যে-কোনো একটা উপলক্ষ্য খুঁজ্‌ছিলো মাত্র।

রামযাদু আবার যাবে বলে' দু-পা এগিয়েছে, এমন সময় সেই যে ছেলেটি পীড়িত মা-বাপের জন্যে সাহায্যপ্রার্থী হ'য়ে এসেছিলো ও রামযাদু যাকে একটি টাকা দিয়েছিলো সে তার খাটো কাপড়ের খুঁটটিকে একটি প্রকাণ্ড পোঁট্‌লায় পরিণত করে' প্রফুল্ল মুখে বাড়ীর ভিতর থেকে বাহির হ'য়ে এলো, এবং যেতে যেতে বার বার প্রসন্ন মুখের হাসিমাখা দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে রামযাদুকে নিজের সফলতার আনন্দ জানিয়ে দিতে চাইছিলো। রামযাদু তার ভাব দেখে কোমল স্বরে বল্‌লে—"কর্ত্তামার কাছে পেয়েছো বাবা?" ছেলেটি স্মিতমুখে নীরবে, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে' গেলো। রামযাদুর আর চলে' যাওয়া হ'লো না,—কল্পতরুর তলায় এসে সেই কি কেবল রিক্তহস্তে ফিরে যাবে? সে থম্‌কে ফিরে দাঁড়ালো।

এবার সিঁড়িতে লোক নামার পায়ের শব্দ শোনা গেলো।

রামযাদু উৎসুক হ’য়ে একটু এগিয়ে এলো। যে লোকটি রামযাদুর সাম্‌নে দিয়ে প্রথম উপরে উঠে গিয়েছিলো সে-ই ফিরে যাচ্ছে—চোখে মুখে তার সফলতার সন্তোষ যেনো ফুটে বেরুচ্ছে!

রামযাদু তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মশায়, পরাণ-বাবু···?

সে লোকটি একবার রামযাদুর শীর্ণ মূর্ত্তি ও মলিন বেশের দিকে কটাক্ষপাত করে’ তাকে তার জিজ্ঞাস্য শেষ কর্‌তে না দিয়েই তাকে অতিক্রম করে’ যেতে যেতেই বলে’ গেলো—ওপরে আছেন···

রামযাদু আবার তার দিকে ফিরে তার পিছনে মুখ খিঁচিয়ে জিভ ভেঙিয়ে অস্ফুট স্বরে বলে’ উঠ্‌লো—ওপরে আছেন তো নেহাল ক’রেছেন!

তখনই একজন চাকর সেইদিকে আস্‌ছিলো। তার আসার পায়ের শব্দ পেয়েই রামযাদু সম্বৃত হ’য়ে ফিরে দাঁড়ালো। সেই লোকটা কাছে এলেই তাকে সে বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের উপায় ও সম্ভাবনার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ক’র্‌বে বলে’ উদ্যত হয়েছে, কিন্তু তার উদ্যম দমিয়ে দিয়ে তখনই দোতলার এক জান্‌লা থেকে সেই কুৎসিত কালো মেয়েটার মিষ্ট কোমল কণ্ঠ ডেকে উঠ্‌লো—ও বোঁচা দাদা, তোমাকে মা ডাক্‌ছেন।

বোঁচা চাকর তৎক্ষণাৎ “আজ্ঞে যাই” বলে’ই চোঁ-চা অন্দরমুখো দৌড় দিলো।

রামযাদু বিরক্ত হ’য়ে মনে মনে বলে’ উঠ্‌লো—“ধুত্তোর! সব শালা বড়োলোকই সমান, আর তাদের বাড়ীর চাকরগুলো

পর্য্যন্ত সমান পাজি—সমস্ত দুনিয়াকেই তাদের অগ্রাহ্য। সেই থাকোহরি ছোক্‌রাই বা গেলো কোথায়? সেও যে দুদিন বড়োমানুষের ছোঁয়াচ লাগিয়ে লাট হ'য়ে উঠেছে দেখ্‌ছি! দূর্ হোক্‌গে, মরুক্‌গে, আর তীর্থের কাগের মতন হাপিত্যেশে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

রামযাদু যদিও বল্‌লে যে, আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, তবু সে দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে যাই-কি-না-যাই ভাব্‌তে লাগ্‌লো। সে দেখ্‌ছিলো—পরাণ-বাবুর সদর দরোজার ধারে একটা বড় ঝাঁপালো কামিনী-গাছের ঝাড় ফুলে ফুলে একেবারে শাদা হ'য়ে উঠেছে আর তার গন্ধে সেখানকার বাতাস যেনো ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে; গোটা দুই মৌমাছি, একটা প্রজাপতি আর একটি সরু লম্বা ঠোঁটওয়ালা সবুজ রঙের অতি ছোটো পাখী কল্‌কাতার এই গলির মধ্যে থেকেও ফুলের সন্ধান খুঁজে বার করে' উড়ে উড়ে মধু খেয়ে বেড়াচ্ছে—কোথাও কিছু পাবার সম্ভাবনা থাক্‌লে এম্‌নি একান্ত তপস্যাই কর্‌তে হয়! রামযাদুর আর যাওয়া হ'লো না, সে দৃঢ়সঙ্কল্প কর্‌লে যে যেমন করে' হোক আজ পরাণ-বাবুর সঙ্গে দেখা সে কর্‌বেই। কিন্তু এতো বড়ো লোক, দেউড়িতে একটা দারোয়ানও নেই, যে, তাকে দিয়ে এত্তেলা পাঠাবে। এমন কিপ্‌টে মানুষের সঙ্গে দেখা করে' কিছু লাভ হবে? কিন্তু থাকোহরি? তবে কি সে বেয়ারা দারোয়ান বলে' চেঁচামেচি কর্‌বে? কিন্তু সমস্ত বাড়ীটা এমন নিস্তব্ধ শান্ত যে তার সেই ছন্দ ভঙ্গ করা রামযাদুর কাছে কেমন অশোভন বেথাপ্পা বোধ

হ'লো। সে চুপ করে' দাঁড়িয়েই রইলো। তার অন্যমনস্ক দৃষ্টির সাম্‌নে পাড়ার কতো বাড়ীর উঁচু নীচু বাঁকা-চোরা কম বেশী অংশ উদাস ভাবে দাঁড়িয়ে আছে; একটা বাড়ীর এক কোণ থেকে একটা নারিকেল-গাছের ঝাঁকড়া মাথা উঁকি মার্‌ছে, তার ডালে বসে' একটা চিল আর্ত্তনাদ কর্‌ছে, একখানা ঘুড়ি সেই ডালে আট্‌কে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ঝুল্‌ছে।...

হঠাৎ পিছন দিকে লোক ছুটে আসার শব্দ শুনে রামযাদু মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে সেই বোঁচা। বোঁচাকে আস্‌তে দেখেই রামযাদু বলে' উঠ্‌লো—"ওহে বাপু বোঁখ্‌চন্দর!...

বোঁচা রামযাদুর কথা শেষ হবার অপেক্ষা না করে'ই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—আপনি কি কত্তার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বেন?

রামযাদু বিরক্ত স্বরে বল্‌লে—ইচ্ছে তো ছিলো বাপধন! কিন্তু কত্তা তো দেখা দেবার কোনো উপায়ই রাখেন নি। তোমরা তো দেখে গেলে যে একটা ভদ্রলোক ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে...

বোঁচা কৌতুকের হাসি ঠোঁটের কোণে চেপে বল্‌লে—রোজ পঞ্চাশ ষাট জন বাবু কত্তার কাছে আসেন, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে কত্তার বারণ আছে; যিনি আসেন তিনি সটান উপরে বাবুর বৈঠকখানায় চলে' যান। পাছে কেউ বাধা বোধ করেন বলে' বাবু দারোয়ান রাখেন না...

রামযাদু প্রীত ও আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তবে তুমি যে এখন জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এলে?

বোঁচা বল্‌লে—গিন্নি-মার হুকুমে। আপনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন দেখে তিনি খুকীকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন······

রামযাদু ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ঐটি কি কর্ত্তার মেয়ে?

বোঁচা বল্‌লে—হ্যাঁ, ঐ এক মেয়ে, আর ছেলেপিলে নেই।

রামযাদুর মনটা অনুশোচনায় শিউরে উঠ্‌লো—ইস্! ক'রেছি কি! সর্ব্বনাশ! সে যদি গিয়ে মাকে ব'লে দিয়ে থাকে যে আমি মুখ ভেংচেছি!

রামযাদু আপনার কৃতকর্ম্মের জন্য ভয়ানক পস্তাতে লাগ্‌লো, তার মনটা অত্যন্ত খিচ্‌ড়ে মুষ্‌ড়ে গেলো। সে নিজেকে এই বলে' একটু সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেবার চেষ্টা কর্‌লে যে—যে চেহারা মেয়েটার! আঁৎকে না উঠে উপায় ছিলো কি?—কিন্তু এতেও সে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি বোধ কর্‌তে পার্‌লে না।

রামযাদুকে নীরব অন্যমনস্ক দেখে বোঁচা বল্‌লে—এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেই বাবুর দেখা পাবেন।

রামযাদু যার প্রসাদপ্রার্থী তার একমাত্র সন্তানকে মুখ ভেংচে যে অন্যায় অপকর্ম্ম করে' ফেলেছে তার জন্যে তার মনে অনুশোচনা ও অস্বস্তির অন্ত ছিলো না। এতে কিন্তু তার অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে সুবিধাই হ'য়ে উঠলো, তার রুক্ষ শীর্ণ শুষ্ক মূর্ত্তি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বিমর্ষ দেখাতে লাগ্‌লো।

রামযাদু বোঁচার নির্দ্দেশ অনুসারে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তে

উঠ্‌তেই সিঁড়ির পাশের খোলা জানালা দিয়ে দেখ্‌তে পেলে যে-ঘরে পরাণ-বাবু বসে' আছেন সেটি বেশ বড়ো দৌড়-ঘর ; ঘরে দেশী বিলাতী দু-রকম আসনই আছে—ঘরের এক ধারে চেয়ার টেবিল বেঞ্চি সোফা কৌচ আছে, অপর ধারে খুব নীচু তক্তপোষের উপর জাজিম-বিছানো ফরাশও আছে, ঘরের দেয়ালগুলি ছাদ-ছোঁওয়া উঁচু উঁচু আল্‌মারীতে ঢাকা ; সকল আল্‌মারীই বইএ ঠাসা, খাড়া করে' সাজানো বইএর সারির মাথায় আবার কাত করে' বই রাখা হয়েছে, তাতেও বইএর জায়গা কুলোয় নি, অনেক বই বেঞ্চিতে চেয়ারে মেঝের ধারে ধারে স্তূপাকার করে' রাখা হয়েছে ; পরাণ-বাবু খালি-গায়ে একখানা প্রকাণ্ড বড়ো চওড়া চেয়ার একেবারে ভরাট করে' বসে' আছেন, তাঁর প্রকাণ্ড কালো বেঁটে শরীরের তাল তাল মাংসপিণ্ড চেয়ারের কাঠের ফাঁক ও ফুকোর দিয়ে এদিকে ওদিকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে ফেঁপে ফুলে বেরিয়ে প'ড়েছে, যেনো একতাল তিলকুটো সন্দেশ আহ্লাদী পুতুলের ছাঁচে ফেলা হয়েছে। পরাণ-বাবুর সাম্‌নে ও পাশে দশ বারো জন লোক চেয়ারে বেঞ্চিতে বসে' আছে,—আগন্তুকদের মধ্যে দুজন ইউরোপীয়ও আছে ; পরাণ-বাবু তাঁর প্রকাণ্ড ঝাঁপালো গোঁপের তলা থেকে গুরুগম্ভীর স্বরে তাদের সকলের সঙ্গে প্রসন্নমুখে আলাপ কর্‌ছেন নিজের ভাষাতেই —দুজন ইউরোপীয় যে আছে তার জন্যে তাঁর খালি গায়ে থাকতে ও নিজের ভাষায় কথা কইতে একটুও সঙ্কোচ দেখা যাচ্ছে না।

রামযাদু ঘরের দরোজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পরাণ-বাবু মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখ্‌লেন ; তাকে দেখ্‌বা মাত্রই তাঁর ছোটো ছোটো চোখ দুটি অমায়িক হাসির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো ; খোঁয়াড়ের ঝাঁপ খোলা পেলে ভেড়ার পাল যেমন গম্ভীর স্বরে ডাক্‌তে ডাক্‌তে বেরিয়ে আসে, তেমনি তাঁর ঝাঁপালো গোঁপের তলা থেকে ভারী আওয়াজ আনন্দে উছ্‌লে বেরিয়ে এলো—এই যে রামযাদু-বাবু! আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হোক। আমি থাকোহরির কাছে যে অবধি শুনেছি যে আপনি একদিন পায়ের ধূলো দিতে আস্‌বেন সে অবধি আমি রোজই আপনার দর্শন প্রত্যাশা কর্‌ছি।

ঘরের পঁচিশ জোড়া চোখ একেবারে ঘুরে এসে আঢাকা মিষ্টান্নের উপর মাছির মতন রামযাদুকে ছেঁকে ধর্‌লো। রামযাদু এতোগুলি উৎসুক চোখের কৌতূহলী দৃষ্টির সাম্‌নে একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে লজ্জিত হাসিমুখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লো। পরাণ-বাবু তাকে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—বসুন।

তার পর সমবেত লোকদের দিকে ফিরে পরাণ-বাবু বল্‌লেন—হ্যাঁ, আমাদের যে কথা হচ্ছিলো। সত্যি, আজ-কাল সব এম-এ, এম-এস্‌সি পাশ করে' পঞ্চাশ ষাট টাকার জন্যে আপিসে চাকরীর উমেদার, কিন্তু এতো খরচ-পত্র আর কষ্ট করে' যে বিদ্যে শিখ্‌ছে তা কি শুধু রেড়ির-খোলের আর ছাতার বাঁটের রপ্তানি আমদানীর হিসেব লেখবার জন্যে? এতে আমার ভারি কষ্ট হয়।

একজন লোক বল্‌লে—কি কর্‌বে বলুন, কিছু একটা করে' খেতে তো হবে।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—তা তো জানি; কিন্তু যে যা বিদ্যে শিখেছে তার চর্চ্চা আলোচনা অনুসন্ধান গবেষণা কর্‌লে টাকা আর যশ দু-ই যে হ'তে পারে। আমার দুঃখ হয় যে, এত ছোক্‌রা আমার কাছে চাক্‌রীর উমেদারী ক'র্‌তে আসে, একজন কেউ বলে না যে মশায়, আমি এই বিষয়ের গবেষণা কর্‌ছি, আপনার লাইব্রেরীতে আমি কাজ ক'রতে চাই, কিংবা আমি যাতে এই কাজই ক'র্‌তে পারি তার একটা ব্যবস্থা করে' দিন্।

ঘরের সমস্ত লোক একটু লজ্জিত সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌লো। রামযাদু বুঝ্‌লে এরা সবাই পরাণ-বাবুর এই কথায় নিজেদের অপরাধী বিবেচনা ক'র্‌ছে।

পরাণ-বাবু একটু হেসে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—এই দেখো এই সাহেবরা—এরা কেউ কিছু বিদ্যে শিখে, কেউ কিছু না শিখেও সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে লক্ষ্মীর সন্ধানে আস্‌ছে; দুহাতে যেমন জেব ভর্ত্তি ক'র্‌ছে, যে-দেশে কাজ কর্‌ছে সে-দেশের সন্ধানও কর্‌ছে তারাই;—ভারতবর্ষের পুরাতন ও বর্ত্তমান সকল বিষয়ের তন্ন তন্ন সন্ধান ক'রেছে ও ক'র্‌ছে কারা? ওরা সব সরস্বতীকে সহায় করে' লক্ষ্মীকে বশ করে, তবে না হয় ওরা লক্ষপতি! আর আমরা সরস্বতীকে বিদায় দিয়ে লক্ষ্মীর সেবা ক'র্‌তে চাই, তাই পাই শুধু পেঁচার মুখভ্রষ্ট উচ্ছিষ্ট উঞ্ছ এতোটুকু।

তার পরে পরাণ-বাবু হা হা করে' হেসে বললেন—বৃথা আক্ষেপ! এখন আপনাদের সব ছুটি, বেলা হলো। রামযাদু-বাবুর সঙ্গে আমার এখন কাজ আছে। Well Mr. Marris, I shall remember your request, and shall try my best. And you Mr. Kebble, please see me this day week, in the meantime I shall speak to Mr. Cottle. Good bye.

পরাণ-বাবু ইংরেজ দুজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারা সম্ভ্রমের সঙ্গে উঠে সম্মুখে নত হয়ে তাঁর হাত ধরে' বিদায় নিয়ে চলে' গেলো। অন্য সকলেও কল-টেপা পুতুলের মতন এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলো ও একে একে নমস্কার করে' করে' ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগ্‌লো। যাবার সময় সকলেই একবার করে' রামযাদুকে দেখে নিচ্ছিলো,—তাদের সকলেই ঈর্ষা ও কৌতূহল হচ্ছিলো—কে এই ভাগ্যবান্, যে সকলকে বিদায় করিয়ে একলা কর্ত্তার কাছে রয়ে গেলো!

সকল লোক চলে' গেলে পরাণ-বাবু চর্কী চেয়ার ফিরিয়ে রামযাদুর দিকে মুখ করে' বসে' বল্‌লেন—আমার বড় সৌভাগ্য যে, আপনি দয়া করে' পায়ের ধূলো দিতে এসেছেন। সেদিন থেকে আপনার পরিচয় জান্‌বার জন্যে আমি ভারি উৎসুক হয়ে আছি।

রামযাদু তার শীর্ণ মুখে শুষ্ক হাস্যে বড় বড় দাঁত বিকশিত করে' বল্‌লে—আমরা সামান্য লোক, আমাদের পরিচয়ও

যৎসামান্য। আপনি মহাশয় ব্যক্তি, তাই পথের লোককে ডেকে বাড়ীতে আন্‌তে চান।

পরাণ-বাবু স্মিতমুখে বল্‌লেন—পথে রত্ন কুড়িয়ে পেলে কে ছাড়ে বলুন। পরাণ-বাবু হো হো করে' উচ্চ হাস্য কর্‌লেন।

রামযাদু পাল্টা জবাব দিলে—কিন্তু জহুরীই কেবল রত্ন চিন্‌তে পারে।

রামযাদুর জবাবে পরাণ-বাবু আবার জোরে হেসে উঠলেন: সে হাসি যে খুশীর, তা তাঁর চোখ-মুখ দেখেই রামযাদু বুঝতে পার্‌লো। পরাণ-বাবু দীপ্ত মুখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—মশায়ের বিষয়-কর্ম্ম কি করা হয়?

রামযাদু বল্‌লে—নামে যশোরে ওকালতী করি। কিন্তু Law is a jealous mistress, তাঁর একাগ্র উপাসনা না কর্‌লে তিনি প্রসন্ন কিছুতেই হন না।

পরাণ-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আপনার আর-কিছু কাজ আছে কি?

রামযাদু মুখভাব একটু অপ্রতিভ করে' বল্‌লে—আজ্ঞে, ঠিক কাজ নয়, একটু বাতিক আছে। যশোরের বারে এর জন্যে আমাকে কি কম উপহাস সহ্য কর্‌তে হয়।

পরাণ-বাবু কৌতূহলী হয়ে উৎসুক স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আপনার বাতিকটা কি শুন্‌তে পাই কি?

রামযাদু যেন গোপনীয় কথা অনিচ্ছায় বল্‌ছে এমনি সঙ্কুচিত ভাবে বল্‌লে—আজ্ঞে সে শোনবার মতন কিছু নয়। কতকগুলো

খেয়ালের বশে ভূতের বেগার খাট্‌ছি—তিনখানি বই লেখবার চেষ্টা কর্‌ছি আজ বারো বচ্ছর ধরে'। ঘরে এমন পয়সা নেই যে ওকালতী ছেড়ে শুধু বই লিখি, আবার বই লেখার দিকে মন থাকাতে ওকালতীও ভালো লাগে না—কাজেই, পসারও জমে না—সত্যিকে মিথ্যে আর মিথ্যেকে সত্যি সাজাতে প্রবৃত্তিও হয় না—আমার হয়েছে এখন দু-নৌকোয় পা।

রামযাদু নিজের ব্যবসার ক্ষতি করে'ও বা-রো বচ্ছর ধরে' বই লিখছে আর তার প্রবঞ্চনার ব্যবসায়ে প্রবৃত্তিও নেই, এই খবর জেনে, রামযাদুর উপর পরাণ-বাবুর ভক্তি-শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। তিনি সম্ভ্রম-ভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—কি কি বিষয়ে বই লিখছেন?

রামযাদু বিনয়ের স্বরে বল্‌লে—সে বল্‌বার মতন নয়; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাতে কারো কিছু উপকার হবে না। তবু লিখ্‌ছি—ভূতে পাওয়ার মতন খেয়ালে পেলে তো আর রক্ষা নেই।—একখানার নাম দিয়েছি—পৌরাণিক উপাখ্যান; তাতে এক একটা পৌরাণিক উপাখ্যান ধরে' তার development trace কর্‌বার চেষ্টা করেছি; বেদ, ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, লৌকিক কাব্য আর জনপ্রবাদের ভিতর দিয়ে কালানুক্রমে একটি আখ্যান সামান্য বীজ থেকে কেমন করে' অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে পল্লবিত হয়েছে তারই ধারাগুলি আমি ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি।······

পরাণ-বাবুর ছোটো ছোটো গোল গোল দুই চোখ বিস্ময়ে

প্রশংসায় আনন্দে যেনো ফেটে ঠিক্‌রে পড়্‌বার মতন বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌লো, ঝাঁপের মতন তাঁর ঝোলা গোঁপ ফুলে বেঁকে উঠ্‌লো, তিনি উল্লসিত কণ্ঠে বলে' উঠ্‌লেন—এ যে অসাধারণ আশ্চর্য্য বই হচ্ছে!

রামযাদু নিজের ধূর্ত্ততায় নিজের উপর পরম সন্তুষ্ট হয়ে বল্‌লে—কবি-রবি বলেছেন—'যত সাধ ছিলো সাধ্য ছিলো না।' মনের মতন করে' লিখ্‌তে পারছি কই? থাকি যশোরে. না আছে সেখানে কারো ভালো লাইব্রেরী, আর না আছে আমার টাকা যে বই কিন্‌বো। কালে-ভদ্রে একখানা বই কিনি, থেকে থেকে কল্‌কাতায় ছুটে আসি—তাতে ওকালতীরও ক্ষতি হয়, বই লেখার কাজও এগোয় না।

পরাণ-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তা এর কতোটা লেখা হয়েছে?

রামযাদু বল্‌লে—তা হয়েছে অনেকখানি, একটা বেশ বড়ো বই হয়। কিন্তু হলে হবে কি? টাকাও নেই যে বই ছাপি, আর রোজই দেখ্‌ছি যে আজকের চেয়ে কালকের জ্ঞান আমার অসম্পূর্ণ ছিলো, তাই ছাপ্‌তে সাহসও হয় না।

পরাণ-বাবু অত্যন্ত খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আপনার আর দুখানা বই কি কি বিষয়ে?

রামযাদু বল্‌লে—দ্বিতীয়খানা লিখ্‌ছি—বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে; সহজিয়া, বাউল, নেড়ানেড়ি, ধর্ম্মঠাকুর, চণ্ডী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি ধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্মেরই ভগ্নাবশেষ তা

প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি; অনেক গান, ছড়া, প্রবাদ সংগ্রহ করে' আমার মত সমর্থন করেছি; এর জন্যে আমাকে গাঁয়ে গাঁয়ে মেলায় মেলায় অনেক ঘুর্‌তে হয়েছে।

পরাণ-বাবু প্রশংসমান দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আর তৃতীয় বই ?

রামযাদু বল্‌লে—তৃতীয় বই লিখ্‌ছি যশোর-খুলনার ইতিহাস। যশোর-খুলনা আমাদের বাংলার শেষ বীরত্বের ক্ষেত্র; এখানে প্রতাপাদিত্য সীতারাম বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর জন্যে আমাকে জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াতে হয়েছে। অনাহারে অনিদ্রায় পরিশ্রমে ম্যালেরিয়ায় শরীর একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে। এ শুধু আমাদের জেলার পলিটিক্যাল্ ইতিহাস নয়, এতে সামাজিক এবং সাহিত্যিক ইতিহাসও আছে; জেলার কৃষি শিল্প বাণিজ্য যা ছিলো ও আছে, ও যা হতে পারে, তারও বিস্তারিত বিবরণ আছে।

পরাণ-বাবু আনন্দিত ও মুগ্ধ হয়ে বলে' উঠ্‌লেন—ও! তিনখানার একখানা লিখ্‌তে পারলেও যে একজন লোক অন্য দেশে ধনী আর অমর হয়ে যেতো। আপনি কাল যদি বই তিনখানা একবার নিয়ে আসেন, তা হলে আমি একবার দেখে ধন্য হই।

রামযাদু বল্‌লে—সে বই তো আমার সঙ্গে নেই। আমি এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে কিছু বই নিয়ে যাবো বলে' কল্‌কাতায় এসেছি। আমি তো নিজে এসিয়াটিক সোসাইটির মেম্বর নই; একে-তাকে ধরে' বই সংগ্রহ করি…

পরাণ-বাবু একটু কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লেন—তা হলে আমার প্রতি আপনাকে একটু অনুগ্রহ করতে হবে। কি বই আপনার দরকার আমাকে বল্‌লে হয়তো আমি আমার লাইব্রেরী থেকে দিতে পারবো, নয় তো আমিই আনিয়ে দেবো। আর যশোরে গিয়ে বই তিনখানা যদি দয়া করে' নিয়ে আসেন, তা হলে আমি সেগুলি দেখে নয়ন মন সার্থক করে' বিশেষ উপকৃত হবো।

রামযাদু বল্‌লে—এর জন্যে আপনি অতো অনুরোধ করছেন কেনো? যশোরে তো শুধু লোকের উপহাস পাই; আপনি দয়া করে' আমার কৃতকর্ম্ম যে দেখ্‌তে চাইছেন এই আমার সৌভাগ্য। নিজের লেখা নিজের সন্তানের মতন, একজন কেউ তার আদর করলে মন খুশী হ'য়ে ওঠে। আমি আজই যশোর গিয়ে কাল আপনাকে এনে বই দেখাবো।

পরাণ-বাবু ব্যগ্র হয়ে বল্‌লেন—আপনার কাজের যদি কোনো ক্ষতি না হয়……

রামযাদু বল্‌লে—যে লোক অকাজ ঘাড়ে নিয়ে আছে তার আবার কাজের ক্ষতি। একজন সমঝদার লোককে যদি আমার পরিশ্রমের ফল দেখাতে পারি সে তো আমারই পরম সৌভাগ্য। …আজকে তা হলে উঠি; ঢের বেলা হলো। আপনাকে তো আবার আপিস যেতে হবে?

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—হ্যাঁ, এখন চান করবো।…অ বোঁচা-আ-আ!

পরাণ-বাবুর বজ্রগম্ভীর চীৎকারের উত্তরে—এজ্ঞে যাই—

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বোঁচা দৌড়ে এসে সাম্‌নে কাঠের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালো।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আমার হাত-বাক্‌স দে।

বোঁচা একটা দেরাজ খুলে একটা ছোট ক্যাশ বাক্‌স বাহির করে' এনে পরাণ-বাবুর সাম্‌নে টেবিলে রাখ্‌লো। পরাণ-বাবু বাক্‌স খুলে দশখানি দশ টাকার নোট গুণে বার করে' বাক্‌স বন্ধ কর্‌লেন। বোঁচা বাক্‌স তুলে নিয়ে দেরাজে রাখ্‌তে গেলো। রামযাদু যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। পরাণ-বাবু রামযাদুকে বল্‌লেন—আপনার যশোর যাওয়া-আসার খরচ আপনাকে নিতে হবে।

রামযাদু ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে—সে আপনাকে দিতে হবে না।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আমার জন্যে আপনি কষ্ট করে' যাওয়া আসা সময়-নষ্ট কর্‌বেন, এই আপনার অশেষ অনুগ্রহ। যেটা আমি বহন কর্‌তে পারি, সেটা আমাকে বহন কর্‌তে আপনি অনুমতি করুন।

রামযাদু বল্‌লে—তা অতো টাকা কি হবে? আমরা তো থার্ডক্লাশে যাতায়াত করি···

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—সে নিজের কাজে। কিন্তু আমি আপনাকে আমার কাজে পাঠাচ্ছি—ফার্ষ্ট্‌ ক্লাশের পাথেয় আপনাকে দিতে আমি বাধ্য। আর তা-ছাড়া আপনাকে আমি ওকালতী ছাড়াবো হয়ত, কতোদিনে যে আপনি আমার কবল

থেকে ছাড়ান পাবেন তা বল্‌তে পারিনে। সৎসঙ্গের প্রতি আমার বড়ো লোভ আছে রামযাদু-বাবু।

পরাণ-বাবু হো হো করে' হেসে রামযাদুর হাতে নোটগুলি গুঁজে দিলেন।

রামযাদু নোটভরা অঞ্জলি তুলে পরাণ বাবুকে নমস্কার করে' বল্‌লে—আপনি আমাকে চেনেন না, শোনেন না, এতোগুলি টাকা আমাকে দিচ্ছেন! আমি যদি আর এমুখো না হই? আপনি আমার বিদ্যা-বুদ্ধি গবেষণা সম্বন্ধে আমার নিজের মুখের কথা ছাড়া আর কোনো পরিচয় পান নি; আমার কথা যদি মিথ্যা হয়, ভুয়ো হয়? শেষকালে প্রতারিত প্রবঞ্চিত হয়েছেন বলে' দুঃখ পাবেন। আপনার মতন মহৎ ও সরল লোককে আমি ঠকাতে পার্‌বো না। আমি আগে আমার পরিচয় দি, যদি যোগ্যতা প্রমাণ কর্‌তে পারি তবে আপনার দান আমি গ্রহণ কর্‌বো।

পরাণ-বাবু রামযাদুর কথায় পরম সন্তুষ্ট হয়ে বল্‌লেন—দেখুন রামযাদু বাবু, রোজ দুবেলায় আমার কাছে পঞ্চাশ ষাট জন লোক স্বার্থসিদ্ধির সন্ধানে আসে। আমি যথাসাধ্য তাদের সাহায্য করি। সবাই কিন্তু ভাবে আমি ভারি বোকা, তারা সেয়ানা, আমাকে তারা ঠকিয়ে ধোঁকা দিয়ে গেলো! আমিও জেনে শুনে সকলের কাছে ঠকি, অথচ প্রকাশ করিনে। আপনার মতন সরল অকপট স্পষ্ট কথা আমি কারো কাছে শুনিনি। একবার না হয় আমাকে সত্যি সত্যি ঠক্‌তে দিন্‌।

রামযাদু এইবার নোটগুলি পকেটে গুঁজ্‌তে গুঁজ্‌তে হেসে বল্‌লে—নেহাৎ যখন ঠক্‌বেনই আপনি, তখন কি করবো বলুন। তবে আজ বিদায় হই।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—প্রণাম হই। কাল আবার পায়ের ধুলো পাবো এই প্রতীক্ষায় থাক্‌বো।

রামযাদু হেসে বল্‌লে—পায়ের ধুলোর যে-রকম মোটা বায়না আজ দাদন কর্‌লেন তাতে পায়ের ধুলো খুব ঘন ঘন পড়্‌বে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন। কাঙালকে শাগের ক্ষেত দেখিয়েছেন; শেষকালে মনে হবে আপদ বিদায় হলে বাঁচি।

পরাণ-বাবু অত্যন্ত খুশী হয়ে বল্‌লেন—এমন পষ্ট সত্যি কথা আমি কারো কাছে কখনো শুনিনি মুখুজ্জে মশায়। যদি আপদ বোধ হয়, তা হলে আমিও পষ্ট সত্যি কথা বল্‌তে চেষ্টা কর্‌বো। আচ্ছা, আজ ছুটি।

পরাণ-বাবুর গুরুগম্ভীর উচ্চ হাস্যরোলে ঘর ভরাট হয়ে গম্‌গম্ কর্‌তে লাগ্‌লো।

রামযাদু এক মন হাসি মনের মধ্যে চেপে রেখে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় পাশের এক দরজা দিয়ে কৃষ্ণকলি সেই ঘরে এসে ঢুক্‌লো। রামযাদু অমনি ফিরে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকলিকে টপ করে' কোলে তুলে নিলে এবং পরাণ-বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এটি আপনার ছোটো মেয়ে বুঝি?

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—হ্যাঁ, আপনাদের আশীর্ব্বাদে ঐটিই এখন সম্বল।...

কৃষ্ণকলির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই রামযাদু তাকে যে মুখ ভেঙিয়ে ভয় দেখিয়েছিলো সে-কথা কৃষ্ণকলি ভোলে নি। তাই এখন রামযাদু তাকে কোলে তুলে নেওয়াতে সে কতক ভয়ে ও কতক বিরক্তিতে ও ঈষৎ লজ্জায় ব্যস্ত হয়ে রামযাদুর কোল থেকে নেমে পড়্‌বার জন্যে ছটফট কর্‌ছিলো। কৃষ্ণকলিকে ব্যস্ত দেখে পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—ওকে ছেড়ে দিন মুখুজ্জে মশায়, ওর পা আপনার গায়ে লাগ্‌ছে, ওর অকল্যাণ হবে।

এই অতি-কুৎসিত মেয়েটাকে কোলে করে' রামযাদুর সমস্ত দেহ-মন কেমন ঘিন্‌ঘিন্ কর্‌ছিলো। সে কৃষ্ণকলিকে মুখ ভেঙিয়ে যে অন্যায় করেছিলো তার সংশোধনের চেষ্টাতেই সে একরকম মরিয়া হয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়েছিলো; কিন্তু কৃষ্ণকলিকে তার আক্রমণে ধড়ফড় করতে দেখে ও পরাণ-বাবুর অনুরোধ শুনে সে কৃষ্ণকলিকে কোল থেকে নামিয়ে দেবার সুযোগ পেয়ে যেনো বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচ্‌লো। রামযাদু কৃষ্ণকলিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে এবং নত হয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে বল্‌লে—এমন বাপের মেয়ের কখনো অকল্যাণ হবে না।

কৃষ্ণকলি ছাড়া পেয়েই রামযাদুর কাছ থেকে পালিয়ে এসে বাবার চেয়ার ঘেঁসে দাঁড়ালো। পরাণ-বাবু রামযাদুর কথা শুনে সস্নেহে কন্যাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে বল্‌লেন—সে আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

রামযাদু মুখে হাসি মাখিয়ে এবার বিদায় হয়ে ঘর ছেড়ে বেরুলো।

রামযাদু অদৃশ্য হবামাত্র কৃষ্ণকলি বলে' উঠ্লো—ও লোকটা বড় দুষ্টু বাবা!…

পরাণ-বাবু কন্যাকে কোলে তুলে নিয়ে মৃদু ভৎর্সনার স্বরে বল্লেন—ছি মা, অমন কথা বল্তে নেই। জগতের সবাই ভালো, কেউ দুষ্টু না।

কৃষ্ণকলি প্রতিবাদের স্বরে বলে' উঠ্লো—তবে ও আমাকে…

পরাণ-বাবু মনে কর্লেন, কৃষ্ণকলিকে কোলে তোলার জন্য সে রামযাদুর উপর বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণকলির কথা শেষ হবার আগেই সেই ঘরে একজন লোক এসে প্রবেশ কর্লো। তাকে দেখেই পরাণ-বাবু বলে' উঠ্লেন—এই যে প্রতাপ-বাবু, আসুন আসুন, অনেক দিন পরে যে…

কৃষ্ণকলির নালিশ আর শেষ করা হলো না। সে আস্তে আস্তে বাবার কোল থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে' গেলো। পরাণ-বাবু আগন্তুকের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলেন। রামযাদুর অদৃষ্ট তার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে তাকে এ-যাত্রা বাঁচিয়ে দিলে!

কিরণ-বাবু মৃত্যুর সময় রামযাদুর হাতে দু-হাজার টাকা ও একটি বাক্সর চাবি দিয়ে তাকে বলেছিলেন—ঐ কাঠের বাক্সর ভিতর আমার জীবনের পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রম সঞ্চিত

আছে। তিনখানা বই আমি লিখ্‌ছিলাম, প্রায় শেষ করা হয়েছে ; ঐ তিনখানা তুমি ছাপিয়ে প্রকাশ কোরো। ছাপ্‌বার খরচ দু-হাজার টাকা তোমার হাতে দিলাম ; অত খরচ হয়তো লাগ্‌বে না—যা বাঁচ্‌বে তা তোমার ; আর বই বিক্রীর যা আয় হবে তাও তোমার। আমার এই শেষ অনুরোধটি তুমি রক্ষা কোরো, আমি পরলোক থেকে দেখে সুখী হবো।

রামযাদু সেই দু-হাজার টাকা হাতে পেয়ে কতকগুলো বাজে লেখা ছাপিয়ে অপব্যয় করা আবশ্যক মনে করে নি। কিরণ-বাবুর লেখা বই তিনখানির রাশীকৃত খাতা কাঠের বাক্‌সের মধ্যেই বন্ধ হয়ে পড়েছিলো, এবং কিরণ-বাবুর দেওয়া দু-হাজার টাকা রামযাদুর নিজের ও তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার নামের সেভিংস্‌-ব্যাঙ্কের খাতায় চারিয়ে জমা হয়ে গিয়েছিলো। এই পুঁজির ভরসাতেই সে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হয়ে চাকরীর সন্ধান কর্‌ছিলো।

কিরণ-বাবুর বই তিনখানার কথা রামযাদু এক রকম ভুলেই গিয়েছিলো। আজ পরাণ-বাবুর মুখে সাধারণ চাকরীর উমেদারদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও বিদ্যানুসন্ধিৎসুদের সাহায্য কর্‌তে স্বীকারোক্তি শুন্‌বামাত্রই রামযাদুর স্বার্থবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ সজাগ হয়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে, সেই অবহেলিত কাঠের সিন্দুকটার কথা ; এতোদিন সে যে-খাতার রাশিকে অকেজো আবর্জ্জনা মনে করে' এসেছে, আজ তার সেগুলিকে টাকা-ধরা বঁড়শীর টোপ বলে' মনে হলো, আলাদীনের প্রদীপের মতন সেগুলির অসাধ্যসাধনের শক্তি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

সে তৎক্ষণাৎ স্থির করে' ফেল্‌লে, পরাণ-বাবুকে তাঁর নিজের কথার জালে বদ্ধ করে' কিরণ-বাবুর লেখা খাতাগুলিকে অস্ত্র করে' তাঁকে বধ কর্‌তে হবে। একবার তার মনে একটু ভয় হয়েছিলো যে কিরণ-বাবুর লেখার মধ্যে বাস্তবিক কোনো গুণপনা আছে কি না; সে তো শুধু বই তিনখানার নাম ও সূচীপত্র মাত্র পড়েছিলো, কোন্ বই কেমন লেখা হয়েছে যাচাই করে' দেখ্‌বার আগ্রহ তার তো একদিনও হয়নি—কারণ যেখানে অর্থলাভের সম্ভাবনা নেই, সে জিনিস যে তার কাছে নিতান্তই বাজে। এই-সব খাতার স্তূপ যদি বাস্তবিকই বাজে বকুনিতে ভরা থাকে তবে সেগুলি পরাণ-বাবুকে দেখিয়ে সে কি শেষকালে অপ্রস্তুত হয়ে যাবে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার এও মনে হতে লাগ্‌লো যে, কিরণ-বাবুর মতন একজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক যে-বিষয়ে পঁচিশ বৎসর পরিশ্রম করেছে তা কি একেবারেই খেলো হবে?

এইরূপ সাত-পাঁচ ভাব্‌তে ভাব্‌তে রামযাদু তার বন্ধুর মেসে ফিরে গেলো। তার পর প্রফুল্ল মনে খাওয়া-দাওয়া করে' বল্‌লে, মার অসুখের কথা শুনে মনটা চঞ্চল হয়ে আছে; যদিও দেশের লোকটি বল্‌লে যে, মা ভালো আছেন, তবু মন স্থির হচ্ছে না; যাই একবার মাকে দেখেই আসি।

মেসের লোকে তার মাতৃবৎসলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো। রামযাদু দেশে যাত্রা কর্‌লে।

রামযাদু প্রথম প্রাপ্ত ট্রেনে যশোরে পৌঁছেই কিরণ-বাবুর

বই‌এর সিন্দুকটা খুলে বস্‌লো। সেই-সব খাতার মধ্যে মৌলিক গবেষণা আছে কি না খোঁজার চেয়ে, কোথাও কিরণ-বাবুর নাম-গন্ধ পরিচয় আছে কি না তাই তন্ন তন্ন করে' খুঁজ্‌তে লেগে গেলো। অতি সাবধানে কিরণ-বাবুর নাম বা পরিচয় খুঁজে খুঁজে সেই জায়গাটার কাগজ ছিঁড়ে ফেল্‌বার উপায় থাক্‌লে ছিঁড়ে ফেল্‌তে লাগ্‌লো, নয়তো কালী দিয়ে তার উপরে এমন ঘন প্রলেপ দিতে লাগলো যে, তার ভিতর থেকে কিরণ-বাবুর নাম যেনো উঁকি মার্‌তেও না পারে।

সমস্ত রাত জেগে এই চুরির আয়োজন সম্পূর্ণ করে' পরদিন সে সিন্দুকটি নিয়ে কলিকাতা রওনা হলো; পরাণ-বাবুর জন্যে এক ভাঁড় ভালো গাওয়া-ঘি ও একটা প্রকাণ্ড মানকচু সংগ্রহ করে' নিতেও তার ভুল হলো না।

কল্‌কাতায় এসে সে একেবারে বরাবর পরাণ-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত। গাড়ীর ছাদ থেকে নাম্‌লো বইভরা সিন্দুক ও মানকচু এবং গাড়ীর জঠর থেকে বেরুলো ঘিয়ের ভাঁড় ও জীর্ণ ছাতা হাতে শীর্ণ রামযাদু।

রামযাদু ব-মাল পরাণ-বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হতেই পরাণ-বাবুর ছোটো ছোটো চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো ও ঝাঁপালো গোঁপটা আনন্দে ভয়-পাওয়া বিড়ালের মতন ফুলে উঠ্‌লো। পরাণ-বাবু বল্‌লেন—প্রণাম হই মুখুজ্জে মশায়! অনেক রকম সুস্বাদু সামগ্রী এনেছেন যে!…ওরে রামা, গাড়ীর ভাড়া দিয়ে দিস্।

রামযাদু পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে' বল্‌লে—গাড়ীর ভাড়া আমি দিচ্ছি।

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—আমার বাড়ীতে এসে আপনি গাড়ীভাড়া দেবেন কি? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন তো।

রামযাদুকে পয়সা খরচ না করা সম্বন্ধে দুবার অনুরোধ কর্‌তে হয় না। সে মনিব্যাগটি যথাস্থানে পুনঃস্থাপিত করে' চেয়ারে গিয়ে বস্‌লো এবং সে শুন্‌তে পেলে গাড়ীখানা দরজার কাছ থেকে চলে' গেলো—তা হলে গাড়োয়ান ভাড়া ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে।

রামযাদু বস্‌লে পর পরাণ বাবু বল্‌লেন—ঐ সিন্দুকে আপনার বই আছে বুঝি?

রামযাদু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে দেখে পরাণ বাবু আবার প্রশ্ন কর্‌লেন—ঐ ভাঁড়ে কি?

রামযাদু একটু সম্ভ্রমকুণ্ঠিত ভাবে বল্‌লে—আপনার জন্যে একটু খাঁটি গাওয়া-ঘি এনেছি।

পরাণ-বাবু উৎফুল্ল হয়ে বলে' উঠলেন—চমৎকার! আমি মশায় একবার নড়ালে গিয়েছিলাম; সে যে ঘি খেয়েছিলাম, তার গন্ধ আর স্বাদ এখনো যেনো আমার নাকে আর জিভে লেগে আছে! কল্‌কাতায় এমন জিনিস পাবার জো নেই—মাখনে পর্য্যন্ত ভেজাল দেয় মশায়! মাখন-গলানো ঘি খেয়ে অম্বলে গলা জ্বলে' সারা হতে হয়।…ওরে পচা!

পরাণ-বাবুর বজ্রনিনাদের উত্তরে নীচের তলা থেকে জবাব এলো—এজ্ঞে যাই !

শব্দ এসে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই পচা অভিধেয় ভৃত্য ছুটে এসে হাজির হ'লো এবং ছুটে আসার জন্য দ্রুত নিশ্বাস চেপে স্বাভাবিক নিশ্বাস নেবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—এই ঘি আর কচু বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা—ঘিটা ভালো করে' রাখ্‌তে বল্‌বি—খাঁটি গাওয়া ঘি !—যশোরের !—বুঝ্‌লি ?

পচা নত হ'য়ে ভাঁড় ও কচু তুল্‌তে তুল্‌তে বল্‌লে—এজ্ঞে।

পরাণ বাবু বল্‌লেন—আর বোঁচাকে বল্, ঐ সিন্দুকটা পাশের ঘরে তুলে রেখে দেবে।—বুঝ্‌লি ?

পচা ভাঁড় ও কচু নিয়ে চলে' যেতে যেতে বলে' গেলো—এজ্ঞে।

এবার পরাণ-বাবু রামযাদুর দিকে ফিরে বল্‌লেন—বল্‌তে তো পারিনে মুখুজ্জে মশায়, বেলা হয়েছে, যদি এখানেই স্নান কর্‌তেন……

রামযাদু অমনি তৎক্ষণাৎ অম্লান মুখে মিথ্যা কথা বল্‌লে—বই লেখ্‌বার তথ্য সংগ্রহ কর্‌বার জন্যে বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যে ম্যালেরিয়া ধরেছে, তাতে চান্ কর্‌লেই আমার জ্বর হয় ! তাই আজ বারো বচ্ছর আমি চান্ করিনি।

পরাণ-বাবু বিস্ময় ও প্রশংসা-ভরা স্বরে বল্‌লেন—বারো বচ্ছর চান করেন নি ! আপনার অসাধারণ অধ্যবসায় ও

বিত্তানুরাগ! এমন একনিষ্ঠ বাণীসেবক আমি কখনো দেখিনি! ......তা হলে মুখুজ্জে মশায়, নতুন কাপড় ও গামছা আছে, দয়া করে' পা-হাত ধুতে কি কোনো আপত্তি......

রামযাদু বল্‌লে—আপত্তি আর কি? ইতিহাসের সন্ধানে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এমন এক এক গাঁয়ে গিয়ে পড়েছি যে, সেখানে নমঃশূদ্র কি মুসলমান ছাড়া আর কোনো জাত নেই। তাদের গোয়ালঘরে রান্না করে' খেতে হয়েছে, কি করি বলুন!

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—তা হলে গা তুলুন। ওরে পচা, মুখুজ্জে মশায়কে চানের ঘরে নিয়ে যা।

* * * *

রামযাদু পরাণ-বাবুর নিত্য অতিথি ও প্রতিপাল্য হ'য়ে উঠেছে। পরাণ-বাবুর খরচে কিরণ-বাবুর লেখা বইগুলি রামযাদুর নামে প্রকাশ হওয়াতে দেশময় রামযাদুর খ্যাতি ও নাম ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের সাহিত্যিক-মহলে রামযাদুর অসাধারণ খাতির ও প্রতিপত্তি; রামযাদুকে বহু সভা-সমিতি থেকে সম্বর্দ্ধনা কর্‌বার ও অভিনন্দন দেবার ধুম পড়ে' গেছে। রামযাদু যে সাহিত্য-সাধনার তপস্যায় আপনার স্বাস্থ্যকে বলি দিয়েছে এই সংবাদটি যখন সে নিজে ও পরাণবাবুকে দিয়ে দেশময় বেশ করে' প্রচার ও রাষ্ট্র করে' দিলে, তখন দেশময় সহানুভূতিপূর্ণ প্রশংসার বান ডাকৃতে লাগ্‌লো; খবরের কাগজে রামযাদুর বইএর সমালোচনা উপলক্ষ্য করে' নিছক প্রশংসা ও জয়জয়কার বিঘোষিত হ'তে লাগ্‌লো;

রামযাদু যে লক্ষ্মণের মতন চৌদ্দ বছর অনাহারে অনিদ্রায় বনে বনে বেড়িয়ে দেবী সরস্বতীর সাধনা করেছে এই সংবাদেই লোকের মন এমন অভিভূত হ'য়ে উঠেছিলো যে কেউ আর তার নামে প্রচারিত রচনাগুলির প্রকৃত সমালোচনা কর্‌বার অবসরই পাচ্ছিলো না। কালকাতার বিশিষ্ট সমাজে রামযাদুর প্রতিষ্ঠা এমন হঠাৎ কায়েমী হ'য়ে গেলো যে, রামযাদুর নিজের বুদ্ধির প্রখরতা সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সেই বুদ্ধিরও এই রকম অপ্রত্যাশিত সাফল্য দেখে' সে আশ্চর্য্য হ'য়ে উঠ্‌লো। কলিকাতার বড়ো বড়ো ডাক্তার কবিরাজ বিনা পয়সায় রামযাদুকে চিকিৎসা করে' সুস্থ কর্‌বার আগ্রহ প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌লেন; বড়ো বড়ো কবিরাজেরা দামী দামী ঔষধ বিনামূল্যে রামযাদুর বাড়ীতে নিজেরা ব'য়ে নিয়ে এসে দিয়ে যান; রামযাদুর মেসের ঘর কবিরাজী ঔষধালয় হ'য়ে ওঠ্‌বার উপক্রম কর্‌তে লাগ্‌লো। এতো ঔষধ রামযাদু অকারণে খেতে মাখ্‌তেও পারে না; ঘরে জমিয়ে রাখ্‌তেও পারে না; কবিরাজেরা প্রায়ই অনাহূত এসে উপস্থিত হন এবং তাঁরা যদি দেখেন যে, রামযাদু কোনো ঔষধই সেবন করে নি, তবে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন এবং তার বুজরুকিও ফাঁস হ'য়ে যাবে; পয়সার জিনিস প্রাণ ধরে' সে ফেলে দিতেও পারে না, সে বরং বিনা-অসুখে ঔষধ সেবন করে' অসুখে ভুগ্‌তে—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত আছে, তবু সে প্রাণ ধরে' পয়সার জিনিস ফেলে দিতে পার্‌বে না! হঠাৎ রামযাদুর মনে হলো এই-সব ঔষধ বেচেও তো

দু-পয়সা উপার্জ্জন করে' নিতে পারা যায়! মনে সঙ্কল্প উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া রামযাদুর স্বভাব। সে ঔষধ বেচ্‌বার সন্ধানে নির্গত হলো। ভিন্ন পাড়ায় এক ছোট্ট ঘরের সাম্‌নে এক কবিরাজের কদর্য্য সাইনবোর্ড্ টাঙানো দেখে' রামযাদু বুঝ্‌লে এই কবিরাজটি হাতুড়ে যদিও বা না হয় তো বড়ো গরীব, ছোটো এঁদোপড়া ঘরে তার আস্তানা, আর তার এমন সঙ্গতি নেই যে, একখানা সুশ্রী সাইনবোর্ড্ লাগায়; তাকে দিয়েই নিজের কার্য্যসিদ্ধি হবে মনে করে' রামযাদু সেই কবিরাজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো। কবিরাজ আগন্তুককে দেখেই গম্ভীর হ'য়ে খাড়া হ'য়ে বস্‌লো। বেচারা হয়তো মনে কর্‌লে যে, সেদিন তার সুপ্রভাত! তার ভাগ্যে একজন রোগী পাওয়া গেছে তা হলে! রামযাদুর চেহারা একেই শীর্ণ ম্লান, তাতে আবার সে নিজেকে রুগ্ন প্রতিপন্ন কর্‌বার জন্য স্নান করা ছেড়ে দিয়েছে; এই অবস্থায় তাকে রোগী মনে করাতে কবিরাজের দুরাশাকে কিছুমাত্র দোষী করা যায় না। কবিরাজের ঘরে একজন লোক বসে' ছিলো; কবিরাজ তাকে সম্বোধন করে' বলে' উঠ্‌লো—আপনি তিন দিন ওষুধ খেয়েই যখন ভালো বোধ কর্‌ছেন তখন ঐ ওষুধেই আপনার ব্যাধি আরোগ্য হবে; পুরাতন ব্যাধি কিনা, দীর্ঘকাল ওষুধ সেবন না কর্‌লে তো নির্ম্মূল হ'য়ে যাবে না। তার পর রামযাদুর দিকে ফিরে বল্‌লে—আসুন, বসুন। আমি এঁকে দেখে নিয়ে, আপনাকে দেখ্‌ছি। তার পরে আবার ঘরের অপর লোকটির দিকে

ফিরে কবিরাজ বল্‌লে—বৈকালের ঔষধটার অনুপানটা একটু বদ্‌লে দেবো। আচ্ছা আপনি বসুন··· বলে' রামযাদুকে দেখিয়ে বল্‌লে—বাবুকে বড় কাতর কাহিল দেখ্‌ছি! আগে ওনাকে দেখে লই··· এবং অমনি রামযাদুর দিকে ফিরে বল্‌লে—বাবুর ব্যাধিটি কি? একবার হাতটা দেখি—

রামযাদু কবিরাজের রকম দেখে' মনে মনে হেসে কবিরাজের প্রসারিত হাতে নিজের হাত সমর্পণ না করে' বল্‌লে—এঁকে দেখে নিন্। তার পর আমার কথা বল্‌বো—আমার একটু গোপনে···

কবিরাজ উৎসাহিত হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—ও! আপনার গোপনীয় ব্যাধি হয়েছে! তার জন্যে কিছু চিন্তা কর্‌বেন না, ঐ ব্যাধির ধন্বন্তরি ঔষধ আমার কাছে আছে···আমার পিতামহের স্বপ্নলব্ধ···

রামযাদু মনে মনে কৌতুক ও বিরক্তি উভয়ই অনুভব করে' মনে মনে বল্‌লে—দূর বেটা গোবদ্যি! তার পর প্রকাশ্যে বল্‌লে—না মশায়, আমার কোনো ব্যাধি নেই। আমি অন্য একটি গোপন কথা আপনাকে বল্‌তে এসেছি···

রামযাদুর এই কথা শুনে কবিরাজের দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠ্‌লো; অপরিচিত লোক কবিরাজের কাছে চিকিৎসার কথা ছাড়া আর কি গোপনীয় কথা বল্‌তে পারে, তা ঠিক কর্‌তে না পেরে কবিরাজ ঘরের অপর লোকটিকে বল্‌লে—আচ্ছা হরিচরণ, তুমি এখন যাও, তোমাকে অন্য সময় ব্যবস্থা করে' দেবো···

হরিচরণকে কবিরাজ আগে আপনি বলে' সম্বোধন কর্‌ছিলো, এখন তাকে সে তুমি বল্‌লে, ধূর্ত্ত রামযাদুর লক্ষ্য থেকে এই বিসদৃশ ব্যবহার এড়ালো না; রামযাদু মনে মনে হেসে বল্‌লে—বেটা ধড়িবাজ! বাড়ীর লোককে রোগী বানিয়ে পসার জমাবার জোচ্চুরি! আমার কাছে বেটার ধাপ্পাবাজী!

রামযাদু আড়চোখে চেয়ে দেখ্‌লে হরিচরণ কবিরাজের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ ভাবে ঈষৎ হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

হরিচরণ চলে' যেতেই কবিরাজ কৌতূহলী স্বরে বলে' উঠ্‌লো—আপনার কি কথা?

রামযাদু কণ্ঠস্বর নামিয়ে বল্‌লে—কিছু ওষুধ কিন্‌বেন?

কবিরাজ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—চোরাই মাল নাকি?

রামযাদু মনে মনে কবিরাজকে শক্ত রকম একটা গালাগালি দিয়ে প্রকাশ্যে বল্‌লে—না। একজন রোগীর জন্যে আনা হয়েছিলো, এখন আর দর্‌কার নেই।

কবিরাজ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—রোগীর মৃত্যু হয়েছে বুঝি?

রামযাদু মনে মনে বল্‌লে—তোর মৃত্যু হোক্ দগ্ধানন! প্রকাশ্যে বল্‌লে—না, মৃত্যু হয় নি; এখন আর সে-সব ওষুধের দর্‌কার নেই। আপনি কিন্‌বেন কি না, তাই বলুন।

কবিরাজ বল্‌লে—আরে মশায়, চটেন কেনো? কার ওষুধ,

কি ওষুধ, কোন্ কবিরাজের প্রস্তুত, না জান্‌লে কিনি কেমন করে’?

রামযাদু বললে—ওষুধ আমার, শহরের সেরা কবিরাজের তৈরী, এই ওষুধের ফর্দ্দ—

রামযাদু ঔষধের তালিকা পকেট থেকে বাহির করে’ কবিরাজের সাম্‌নে ফেলে দিলে—কবিরাজ পড়্‌তে লাগ্‌লো—বসন্তকুসুমাকর দুই সপ্তাহ, চ্যবনপ্রাশ চার সপ্তাহ, মকরধ্বজ চার সপ্তাহ…এগুলি কি?…ব্যবস্থাপত্র!…সহরের ধন্বন্তরিকল্প কবিরাজদের!…চোরাইমাল নয় তা হলে!…আমি কিন্‌তে পারি…কতো দিতে হবে?

রামযাদু বল্‌লে—অর্দ্ধমূল্য।

কবিরাজ ফর্দ্দ ফেরত দিয়ে বল্‌লে—পার্‌বো না, মাপ কর্‌বেন। কম-সম করে’ দিলে কিন্‌তে পারি।

রামযাদু মনে মনে একটু ভেবে বললে—শাস্ত্রে বলেছে সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ! অর্দ্ধের বেশী ত্যাগ করা তো শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর কমাতে আমি পার্‌বো না। বসুন তবে…

দাঁও ফেঁসে যায় দেখে’ কবিরাজ ব্যস্ত হ’য়ে বলে’ উঠ্‌লো—আরে মশায়, যান কেনো, একটু বসুন না। ক্রয়-বিক্রয় কি এক কথায় হয়, কথায় বলে—

শও কথায় সওদা,
আর শতেক ঠাসায় ময়দা;
শতেক চাষে মূলো·····

রামযাদু ব্যস্ত হ'য়ে বলে' উঠ্‌লো—আপনার শ্লোক আবৃত্তি রেখে ওষুধ নিতে হয় তো নিয়ে ফেলুন, আমার ঢের কাজ আছে।

কবিরাজ মনে মনে বল্‌লে—আচ্ছা ব্যস্তবাগীশ তো! দুনিয়ায় সবাই ব্যস্ত, কেবল আমিই দেখি বেকার! তার পর প্রকাশ্যে বল্‌লে—আচ্ছা আপনার কথাও থাক্, আমার কথাও থাক্—সিকিমূল্য হলেই ঠিক হতো, তা আপনি যখন বেশী কমাতে নারাজ তখন তেহাই দামে দিয়ে দিন্‥‥

রামযাদু যথালাভ মনে করে' বল্‌লে—আচ্ছা, এই আমাদের প্রথম কারবারের বউনি বলে' আপনাকে কম মূল্যে দিচ্ছি; কিন্তু এর পরে অর্দ্ধমূল্য দিতে হবে।

ভবিষ্যতেও এই রকম উৎকৃষ্ট ঔষধ অল্পমূল্যে পাবার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হ'য়ে কবিরাজ বল্‌লে—আপনি অনুগ্রহ করে' এলে সে বিষয় বিবেচনা করে' দেখা যাবে। আপনারা?

রামযাদু বল্‌লে—ব্রাহ্মণ।

কবিরাজ হাতজোড় করে' মাথা নুইয়ে প্রণাম করে' বল্‌লে—মধ্যে মধ্যে পায়ের ধুলো দিয়ে কৃতার্থ কর্‌বেন। আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে বড়ো সুখী হলাম।

রামযাদু কুকুরের মতন দাঁত বার করে' হেসে বল্‌লে—সে উভয়তই।

রামযাদুর এ একটা নূতন উপার্জ্জনের পথ হলো; সে এখন আরো বেশী ক'রে শহরের বড়ো বড়ো কবিরাজের কাছে

নিজের স্বাস্থ্যহানির কাঁদুনি গেয়ে ঔষধ আদায় করে, আর সেই কবিরাজকে বেচে আসে।

এক দিন কবিরাজের কাছে ঔষধ বেচে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে রামযাদুর মনে হলো—মানুষের শরীর এই আছে এই নেই। পরাণ-বাবু যে-রকম মোটা, আর তাঁর বয়সও তো কম হয় নি, তাতে তাঁর জীবনের ভরসা আর কতো দিন। বেটা কেওট বেঁচে থাকৃতে থাকৃতে আমার একটা কায়েমী হিল্লে বাগিয়ে নিতে হবে।

রামযাদুর চিন্তাকে কর্ম্মে পরিণত করৃতে কখ্‌খনো কালবিলম্ব হয় না। সে কবিরাজের বাড়ী থেকে নিজের বাসায় ফিরে না গিয়ে বরাবর পরাণ-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলো।

তাকে আস্‌তে দেখেই পরাণ-বাবু বলে' উঠ্‌লেন—এই যে মুখুজ্জে মশায়, প্রণাম হই। টাইম্‌স্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্টে আপনার বইএর কী রকম প্রশংসা বেরিয়েছে দেখেছেন ?

রামযাদু উৎফুল্ল মুখে বল্‌লে—না…

"এই দেখুন" বলে' পরাণ বাবু কাগজখানা রামযাদুর সাম্‌নে এগিয়ে দিলেন।

রামযাদু কাগজখানা তুলে চেয়ারে বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লে—আমি এণ্ডার্‌সন, বেভারিজ, পার্জিটার, গ্রিয়ার্‌সন আর য়াকোবির চিঠি পেয়েছি—তাঁরা সবাই তো দয়া করে' ভালোই বলেছেন। য়াকোবি বার্লিন টাগেব্লাট্ আর ট্সাইটুং থেকে দুটো সমালোচনার কাটিং পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমি তো জার্ম্মান জানি না…

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আপনি আমাকে সে দুটো দেবেন, আমি আমাদের আপিসের সাহেবদের দিয়ে……

রামযাদু পরাণ-বাবুর কথার মাঝখানেই বলে' উঠ্‌লো—ভালো কথা মনে করে' দিয়েছেন—আমি ক'দিন থেকেই বলি-বলি কর্‌ছি, কথায় কথায় চাপা পড়ে' যায়, আর বলা হয় না……

পরাণ-বাবু উৎসুক হ'য়ে বল্‌লেন—আজ্ঞে করুন……

রামযাদু বল্‌তে লাগ্‌লো—আপনার আপিসের কথাতেই মনে হ'লো—আপনার আপিসে আমার যদি একটি কাজ…

পরাণ-বাবু ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন—আপনার আর কাজ কর্‌বার কি দর্‌কার? আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে সাহিত্যানুসন্ধান করুন; আমি তো বলেছি, আপনার সপরিবারের অভাব আমারই অভাব এবং তা মোচন কর্‌বার চিন্তাও আমারই…

রামযাদু দন্তবিকাশ করে' বল্‌লে—আপনার অসীম্ দয়া, পরম মহত্ত্ব, অগাধ উদারতা! কিন্তু…

পরাণ-বাবু উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—এতে আর কিন্তু কি মুখুজ্জে মশায়?

রামযাদু পরম বিনয়ের অভিনয় করে' মাথা নীচু করে' বল্‌লে—আজ্ঞে স্বাবলম্বী হ'য়ে সাহিত্যালোচনা কর্‌তে পার্‌লেই…

পরাণ-বাবু আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে বল্‌লেন—এ আপনারই উপযুক্ত কথা হয়েছে মুখুজ্জে মশায়! স্বাবলম্বন! এই কথাটি যে কত বড়ো কথা, তা আমাদের দেশের লোকেরা তো বড়ো-কেউ একটা বোঝে না! আপনার যে গুণপনা আছে তাতে

আপনার অভাব-মোচনের ভার গভর্মেণ্টের ও দেশের লোকেরই নেওয়া উচিত এবং তা'রা নিতেও প্রস্তুত আছে; তৎসত্ত্বেও আপনি যে স্বোপার্জ্জিত আয়ের উপরই নির্ভর কর্‌তে চান এতে আপনার পৌরুষ আর মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

রামযাদু আপনার কৌশলের সফলতায় হর্ষ-গদ্গদ হ'য়ে বল্‌লে—আপনি আমাকে অনুগ্রহ করেন বলে' এতোটা গৌরব আমাকে দিচ্ছেন··

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আপনার গৌরব আপনি নিজে অর্জ্জন করেন মুখুজ্জে মশায়! আপনার অর্থোপার্জ্জনের পথও আপনা-হতেই মুক্ত হ'য়ে যাবে।

রামযাদু বললে—সে যদি হয় তবে হবে আপনারই অনুগ্রহে! প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আপনার কাছ থেকে উপকার পায়-নি এমন লোক বাংলা দেশে বিরল! আমার বইগুলো তো সিন্ধুকে বন্ধ হ'য়ে ধুলো হচ্ছিলো; তাদের আপনিই প্রকাশ করে' আমাকে কৃতার্থ করেছেন, আমাদের বঙ্গ-সরস্বতীকে জয়যুক্ত করেছেন! আমি সরস্বতীর অধম সেবক···

পরাণ-বাবু রামযাদুর গৌরবে গৌরবান্বিত অনুভব করে' গর্ব্বিত ভাবে বল্‌লেন—আপনি সরস্বতীর বরপুত্র!

রামযাদু প্রতারণালব্ধ এই স্তুতিবাক্যে সত্য-সত্যই লজ্জিত হ'য়ে মাথা নত কর্‌লে। পরাণ-বাবু দেখে ভাব্‌লেন—আহা! কি বিনয়!

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আপনি তা হলে প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বেন,

কাল থেকেই আমাদের আপিসে আপনি বেরোবেন—আজ একবার বড়ো সাহেবকে বলে'...

রামযাদু বল্‌লে—যে আজ্ঞে। সাহেব-টাহেব ও-সব তে মিথ্যে, আপনি সর্ব্বশক্তিমান্...ইচ্ছাময়...পতিতপাবন...

পরাণ-বাবু তোষামোদে তুষ্ট হ'য়ে বড়ো বড়ো গোঁপের ঝোপের ভিতর থেকে হেসে বল্‌লেন—না না, আপনারা আমার বন্ধুরা আমাকে যা মনে করেন, তা আমি নই। আচ্ছা মুখুজ্জে মশায়...

পরাণ-বাবুর এই আচ্ছা বলে' স্বর টেনে থেমে যাওয়া মানে যে সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিদায় নিয়ে প্রস্থান কর্‌তে বলা তা রামযাদু জেনে নিয়েছিলো। সে উঠে বল্‌লে—আচ্ছা, তবে এখন আসি...

রামযাদু বাইরে চলে' যেতে যেতে মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লো —বেটা কেওট! বোকা নিরেট! আচ্ছা ভোগা দিয়ে মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া যাচ্ছে! বাবা তারকনাথ, আচ্ছা ফন্দি বাংলে দিয়েছো বাবা! বিশ্বাসের পোকে আর কিছুদিন বাঁচিয়ে যদি রাখো তো আমি বেশ দু-পয়সার সঙ্গতি করে' নিতে পারবো!

পরাণ-বাবুর কাছ থেকে বিদায় হ'য়ে রামযাদু নীচে নেমে এসেই দেখ্‌লে, থাকোহরি নীচের দালানে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার

পরণে মিহি দেশী ধুতি, গায়ে জালি গেঞ্জির উপরে আদ্ধির পাঞ্জাবী পিরাণ, পায়ে পেটেন্ট্ লেদারের চটি; অধিকন্তু তার চোখে সোনার চশমা চ'ড়েছে, আর হাতের মণিবন্ধে সোনার বন্ধনীতে সোনার হাতঘড়ি বাঁধা আছে! তাকে দেখেই রামযাদুর মন ঈর্ষায় জ্বলে' বলে' উঠ্লো—ঈস্! ঠিক যেনো জামাই-বাবু! বেশ আছো বাবা!...

রামযাদুকে আস্তে দেখেই থাকোহরি হাসিমুখে তার দিকে এগিয়ে চল্লো।

থাকোহরিকে তার দিকে আস্তে দেখে রামযাদু বল্লে—কি হে থাকোহরি! বলি খবর কি?

থাকোহরি রামযাদুর নিকটস্থ হ'য়ে তাকে প্রণাম করবার জন্য নত হতে হতে বল্লে—আজ্ঞে ভালো।

রামযাদু হেসে বল্লে—ভালো যে তা তোমার চেহারা দেখেই মালুম হচ্ছে। তা এখন করা হচ্ছে কি? পড়াশুনো বেশ হচ্ছে তো?

থাকোহরি বল্লে—কর্ত্তা কলেজ ছাড়িয়ে দিয়েছেন...

রামযাদু আশ্চর্য্য হ'য়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে' বলে' উঠ্লো—কর্ত্তা কলেজ ছাড়িয়ে দিয়েছেন! কেনো?

থাকোহরি একটু কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত ভাবে বল্তে লাগ্লো—কর্ত্তা বল্লেন, আজকাল পাশ-টাস্ করে' তো বিশেষ কিছু হয় না, তার চেয়ে তাড়াতাড়ি আপিসে ঢুকলে কাজ-কর্ম্ম শিখে উন্নতি হতে পারে। তাই তিনি আমাকে তাঁর আপিসে ভর্ত্তি করে' দিয়েছেন;

আর দুজন প্রাইভেট টিউটার রেখে দিয়েছেন, তাঁদের কাছে সকাল-সন্ধ্যায় আমি লেখাপড়াও করি···

রামযাদুর মন ঈর্ষায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো—এ'কেই বলে পাতা-চাপা কপাল! ছোঁড়া এগ্‌জামিনে ফেল্ করে' পথের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছিলো, আর এখন একেবারে এগ্‌জামিনের ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে নবাব বনে' গেছে! আমার আগে হতভাগা আপিসে ঢুকেছে—এইবার আমায় ডিঙিয়ে চল্‌বে দেখ্‌ছি!

রামযাদুকে মৌন ও বিস্ময়াপন্ন দেখে থাকোহরি তার মুখের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্বরে বল্‌লে—আমার এই সুখ-স্বচ্ছন্দের মূল আপনারই দয়া! আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ হ'য়ে······

এতোক্ষণে রামযাদু আত্মসম্বরণ করে' বল্‌লে—না না, আমি আর তোমার কী করেছি! সকলের সকল সুখদুঃখের মূল নিজের নিজের প্রাক্তন কর্ম্ম-ফল আর শ্রীভগবানের দয়া।

থাকোহরি কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ স্বরে বল্‌লে—ভগবানের দয়াই আপনার দয়া রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলো!

রামযাদু একটু বিরক্ত স্বরে বলে' উঠ্‌লো—তোমার জ্যাঠামি রেখে দাও তো ছোক্‌রা!······আপিসে কি কাজ করা হয়?···অ্যাপ্রেন্টিস্ আছো বুঝি?······পেড্, না, আন্‌-পেড্?···

থাকোহরি রামযাদুর তিরস্কারে অপ্রস্তুত হ'য়েও রামযাদুর আত্মপ্রশংসা শ্রবণে অনিচ্ছার পরিচয় পেয়ে তার প্রতি অধিক

ভক্তিমান্ হ'য়ে বল্‌লে—কর্ত্তা আমাকে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কেশিয়ার করে' দিয়েছেন .....

বিস্ময়ের আতিশয্যে রামযাদুর মুখ থেকে নির্গত হতে যাচ্ছিলো —"একেবারে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ কেশিয়ার!" কিন্তু সে তার এই বিস্ময়োক্তি দমন করে' সহজ ভাব অবলম্বন করে' বল্‌লে—কতো মাইনে ?

—দেড়শো টাকা থেকে আড়াইশো টাকা গ্রেড্......

আবার রামযাদুর মনের মধ্যে বিস্ময় উন্মুখ হ'য়ে বলে' উঠ্‌লো—আরে বাস্ রে! একেবারে দেড়-শো টা-আ-কা!

তার পর সে প্রকাশ্যে থাকোহরিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেশিয়ারের কাজে টাকা জমা দিতে হয় না?...কর্ত্তা তোমার জামিন হয়েছেন বুঝি ?

—সাহেবরা কর্ত্তার উপরেই লোক বাহালের সব ভার দিয়ে রেখেছেন; তাই কর্ত্তা নিজের লোককে কেবল জামিন হ'য়ে বাহাল কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌লেন না, তিনি এক লাখ টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট করে দিয়েছেন।

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে থাকোহরির চোখ ছলছল করে' উঠ্‌লো—তার এতোখানি সৌভাগ্য এবং পরাণ-বাবুর এতোখানি দয়া তার হৃদয়কে অভিভূত করে' তুল্‌লে।

রামযাদুর মন আবার বিস্ময়-ভরে বলে' উঠ্‌লো—আরে বাস্ রে! এ-ক লা-খ টা-কা!

কিন্তু সে বিস্ময় বাহিরে প্রকাশ না করে' হর্ষের ভাব

দেখিয়ে বল্‌লে—বেশ! বেশ! বড্ড কষ্ট পেয়েছো, এখন ভগবানের কৃপায় আর কর্ত্তার অনুগ্রহে তোমার ভালো হোক। খুব সাবধানে কর্ত্তার মন জুগিয়ে চোলো, তাঁর সুনজরে যখন পড়েছো তো৲ার আখেরে ভালোই হ্‌ব।

রামযাদুর এই আশীর্ব্বাদে থাকোহরির পূর্ণ চিত্ত উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো; কিন্তু সে রামযাদুর তিরস্কারের ভয়ে তাকে মুখে কিছু ৲া বলে' নীরবে নত হ'য়ে তার পায়ের ধূলো নিলে।

রামযাদু চিন্তিত মনে সেখান থেকে চলে' যেতে যেতে বল্‌লে—আচ্ছা ভাই, আমি এখন তবে আসি· ····

থাকো৲রি মুগ্ধ ও স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে তাকালে। রামযাদু পরাণ-বাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে' গেলো।

রামযাদু রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—বেটা ঘুঁটে-কুড়ুনির ছানা একেবারে হঠাৎ-নবাব! এ যে দেখি রাই কুড়ুতে বেল। পরাণে টা একে এতো তোয়াজ কর্‌ছে কেনো? ······বেওরাখানা কি?······পরাণে থাকো ছোঁড়ার চাঁদপানা মুখ দেখে ভুলে গেছে! সাধে কি বঙ্কিম-বাবু লিখেছিলেন—সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র!··· কিন্তু একটা ছোঁড়ার সুন্দর মুখের দাম কি এ-ক লা-খ টা-আ কা! ছুঁড়ি হলেও বা একটা মানের নাগাল পাওয়া যেতো!······ছোঁড়ার মা-মাগীকেও তো এনে বাড়ী ত ভরেছে! এই ছেলেকে কোলে করে' মাগী বিধবা হয়েছিলো, আর ছেলে হয় নি; আমি আগে মনে করেছিলাম,

মরুঞ্চে পোয়াতির ছেলে বলে' নাম রেখেছিলো থাকোহরি, কিন্তু তা তো নয়, বিধবার ছেলে ব'লে ঐ নাম।

রামযাদু ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে রাস্তায় চল্‌ছিলো। এখন থাকোহরিকে পরাণ বাবুর যত্ন করবার উদ্দেশ্য ও কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পেরেছে মনে করে' সে হন্‌হন্ করে' পথ হাঁট্‌তে লাগ্‌লো।

* * * *

পরদিন সকালে রামযাদু নিয়মিত পরাণ-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো ; এটি তার প্রাত্যহিক কর্ম্ম। সে পরাণ-বাবুর বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই দেখ্‌লে—কৃষ্ণকলি তার ফ্রকের কোঁচড়ে কতকগুলো মটর নিয়ে উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে, আর এক পাল সাদা পেখম-ধরা পায়রা তাকে ঘিরে মটরগুলি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, আর মদ্দা পায়রাগুলো থেকে থেকে গলা ফুলিয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বকম্-বকম্ করে' ডাকতে ডাকতে ঘুরপাক খাচ্ছে। রামযাদু কৃষ্ণকলিকে দেখেই কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম ও স্নেহসিক্ত করে' বল্‌লে—এই যে খুকুমণি ? কি হচ্ছে মা-লক্ষ্মীর ! পায়রাকে খাওয়ানো হচ্ছে ? সর্ব্বজীবে সমান দয়া তোমাদের ! এ যেনো লক্ষ্মীর সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ !

রামযাদু কথাগুলো একটু উঁচু গলাতেই বল্‌লে ; তার কথা কৃষ্ণকলি বুঝ্‌তে পারবে এমন সম্ভাবনা যে নেই তা জেনেও সে ঐ-সব কথা বল্‌লে এই ভেবে, যে, যারা বুঝতে পারলে সাক্ষাতে

খোসামোদ না ক'রেও খোসামোদ করার কাজ হবে তারা যদি কোনো রকমে শুন্‌তে পেয়ে যায়।

রামযাদুর ডাক শুনেই কৃষ্ণকলি একবার তার মুখ ফিরিয়ে রামযাদুকে দেখেই আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো, এবং যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, না ছুটে পালাবে ভাব্‌ছিলো; তার উপর আবার রামযাদুর মুখে দুর্ব্বোধ্য অনেক কথা শুনে তার বুক দুর্‌দুর্‌ ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো—ঐ লোকটা এখনই বুঝি আবার তাকে মুখ ভেংচে ভয় দেখাবে!

রামযাদু কৃষ্ণকলিকে পালিয়ে না গিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে চল্‌লো। কৃষ্ণকলি রামযাদুর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলো, এবং অনেক পায়রা কলরব ক'রে মটর খুঁটে খাচ্ছিলো ও উঠানের শানের উপর পায়রার ঠোঁট ঠোকার ঠক্‌ঠক্‌ শব্দও হচ্ছিলো, তাই সে রামযাদুর নিকটে আসা দেখ্‌তে বা শুন্‌তে পায় নি। রামযাদু পায়রার গণ্ডীর একেবারে কিনারে গিয়ে আবার ডাক্‌লে —খুকুমণি! তোমার পায়রাগুলি তো বেশ!···

কৃষ্ণকলি একেবারে তার পিঠের কাছে রামযাদুর কথা শুন্‌তে পেয়ে হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লো এবং মুখ ফিরিয়েই রামযাদুকে শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখে বড়ো বড়ো সাদা সাদা দাঁত বাহির ক'রে হাস্‌তে দেখ্‌লে। কৃষ্ণকলি তৎক্ষণাৎ কোঁচড়ের সমস্ত মটর পায়রাদের উপরে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখান থেকে দৌড় দিয়ে বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে গেলো।·· আর

সমস্ত পায়রা একসঙ্গে পাখা ফটফট্ ক'রে ধূলো উড়িয়ে রামযাদুকে চকিত ক'রে উড়ে গেলো এবং কতকগুলো উঠানের চারিধারের কার্ণিশের উপরে গিয়ে বস্‌লো, আর কতকগুলো আবার উঠানে নেমে মটর খুঁটতে প্রবৃত্ত হলো।

রামযাদু অপ্রস্তুত হ'য়ে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে মনে মনে বল্‌লে—বেটি রক্ষাকালীর বাচ্চা! তোকে দেখ্‌লেই গা-টা ঘিন্‌ঘিন্ করে! কিন্তু তবু তোর সঙ্গে আমার ভাব কর্‌তেই হবে—বাপ-মার একমাত্র আদুরে মেয়ে—তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট!

রামযাদু উপরে পরাণ-বাবুর ঘরে গিয়ে প্রবেশ কর্‌লে; দেখ্‌লে এক-ঘর লোক।

পরাণ-বাবু রামযাদুকে দেখেই হেসে বল্‌লেন—আস্‌তে আজ্ঞে হোক মুখুজ্জে মশায়! প্রণাম! কার সঙ্গে কথা হচ্ছিলো? কলির সঙ্গে বুঝি?

রামযাদুর মন ব'লে উঠ্‌লো—কলি! কলি-হুঁকো! কালী—কালীর ছানা—বঙ্কিম-বাবুর ইন্দিরার কালীর বোতল—শরৎ-বাবুর পোড়া-কাঠ!

কিন্তু রামযাদুর মুখ হাস্যে বিকশিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—আজ্ঞে হ্যাঁ। মা লক্ষ্মীর জীবে দয়া দেখে বড়ো আনন্দ হলো!

অমনি ঘরে উপবিষ্ট লোকেদের মধ্যে দু-তিনজন সমস্বরে ব'লে উঠ্‌লো—হবে না কেনো? কেমন পিতা-মাতার কন্যা! পিতা সাক্ষাৎ মহাদেব আর মাতা দুর্গা! তাঁদের কন্যা তো লক্ষ্মী হবেনই।

একজন ভট্টাচার্য্য কেবল-মাত্র উত্তরীয় গায়ে দিয়ে ব'সে ছিলো; সে টিকি ছুলিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—হাঁ হাঁ, সঙ্গত কথাই ব'লেছেন—আকরে পদ্মরাগাণাং জন্মঃ কাচমণেঃ কুতঃ!

পরাণ-বাবু তোষামোদে তুষ্ট হ'য়েও যেনো কেউ তাঁর প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করে নি অথবা তিনি তা শুন্‌তে পান নি এমনি ভাবে রামযাদুর কথারই উত্তরে স্মিতমুখে বল্‌লেন—হাঁ কলি জীব-জন্তু খুব ভালোবাসে—তার একটি চিড়িয়াখানা আছে—পায়রা, বেরাল, কুকুর, ময়না .... তাতেও ওর মন ভরে না, মাসে অন্ততঃ একদিন ওকে আলিপুরে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যেতে হয়......

একজন লোক ব'লে উঠ্‌লো—The child is the father of the man!

ভট্টাচার্য্য বল্‌লে—এতদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ সূচনা কর্‌ছে—জীবধাত্রী বসুন্ধরার ন্যায় বহু পোষ্য পালন কর্‌তে হবে তো!

রামযাদু মনে মনে বল্‌লে—রোস্ বেটী রক্ষাকালীর ছানা! তোর মরণ-বাণের সন্ধান পেয়েছি! তোর সঙ্গে ভাব কর্‌তে আর বেগ পেতে হবে না!

পরাণ-বাবু পারিষদ্‌দের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে হাসিমুখে রামযাদুকে বল্‌লেন—তার পর মুখুজ্জে মশায়, সব ঠিক। আজ থেকেই তা হ'লে কাজে লেগে যাবেন।

রামযাদুর মুখ লাভের আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো; তার ইচ্ছা দুর্নিবার হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো যে, সে জিজ্ঞাসা করে তার

কতো বেতন নির্দ্দিষ্ট হয়েছে; কিন্তু এতো লোকের সামনে সে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারলে না; সে উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরাণ-বাবুর মুখের দিকে চেয়ে দন্তবিকাশ করলে।

ঘরে যারা যারা নিজের বা ছেলে ভাই ভাইপো ভাগ্নে শালা ভগ্নীপতি প্রভৃতির চাকরী বা মাইনে বৃদ্ধির বা বৃত্তি প্রভৃতির আশায় উমেদার হ'য়ে ব'সেছিলো তাদের সকলের উৎসুক দৃষ্টি পরাণ-বাবুর মুখের উপর থেকে ঈর্ষাকুল হ'য়ে রামযাদুর মুখের উপর গিয়ে পড়্‌লো; তাদের দৃষ্টি যেনো বল্‌তে চাইছিলো—তুই কে বেটা উড়ে এসে জুড়ে বস্‌ছিস্! আর আমরা এতোকাল থেকে নিষ্ফল উমেদারীতে টানা-হাঁটা করছি! তা'রা সকলেই প্রার্থী; কাজেই, নিজের মনস্কামনা সিদ্ধ হবার পূর্ব্বে অপর কারো সফলতা দেখ্‌লেই তাদের আতঙ্ক হয় সফল ব্যক্তি বোধ হয় তাদেরই স্বার্থসিদ্ধির জায়গাটি অধিকার বা অবরোধ ক'রে বস্‌লো! পরাণ-বাবুর মন দরাজ ও ক্ষমতা অসাধারণ হ'লেও তারও তো একটা সীমা আছে! সীমাবদ্ধ স্থানে বস্তু-সমাবেশ যতো হবে অপর বস্তুর স্থান ততো সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আস্‌বে এবং অবশেষে স্থানাভাবই ঘট্‌বে। তাই উমেদারেরা অপরের সফলতায় কখনো প্রসন্ন হ'তে পারে না।

তাই ভট্টাচার্য্য মনের ক্ষোভ দমন ক'রে রাখ্‌তে না পেরে ব'লে উঠ্‌লো—ধন্যোঽসি কৃতপুণ্যোঽসি!

পরাণ-বাবু সে-কথার দিকে কর্ণপাত না ক'রে রামযাদুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—আপনার মতন

একজন পণ্ডিত আর রোজ্‌গারী উকিলের জাত মার্‌তে যখন বসে'ছি তখন তার উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে হবে তো, তাই ঠিক হয়েছে আপনি মুন্সেফের মাইনে পাবেন।

রামযাতুর একেবারে আশাতীত লাভ! তার মন আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো, তার ইচ্ছা কর্‌তে লাগ্‌লো সে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে পরাণ-বাবুর পায়ের ধূলো নেয়। কিন্তু অনেক লোক ব'সে রয়েছে ব'লে লজ্জায়, আর পরাণ-বাবুর কাছে নিজের বামনাই-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে যাবার ভয়ে, সে আত্মসম্বরণ ক'রে ব'সে রইলো, কিন্তু তার দুই চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রুধারা গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। একটা চাকরী জোটাবার জন্য সে কতোবার কতো চেষ্টা করেছে, কতো লোকের দ্বারে গিয়ে ধন্না পেড়েছে, কিন্তু সুবিধা-মতো চাকরী জোটে নি, জুটেছিলো হতাশ হওয়ার দুঃখ আর ধনী বা পদস্থ লোকেদের কর্কশ বাক্য ও অনাদর উপেক্ষা অবহেলা। আর এ একেবারে আড়াই শো টাকা আয়ের চাকরী এক কথায় পেয়ে যাওয়া! রামযাতুর সমস্ত শরীর-মন আনন্দে বিগলিত হ'য়ে অশ্রুপ্রবাহে পরিণত হ'তে চাচ্ছিলো।

রামযাতুর এইরূপ ভাবাবেশ দেখে পরাণ-বাবু অত্যন্ত পরিতুষ্ট হলেন; একজন অভাবগ্রস্ত যথার্থ গুণী ব্যক্তির অভাব মোচনের উপলক্ষ্য হ'তে পেরেছেন মনে ক'রে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ কর্‌লেন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণও রামযাতুর রকম দেখে নিজেদের কথা ভুলে গেলো এবং তার লাভে সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে বল্‌তে

লাগ্‌লো—বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে! মহতের আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছেন তখন গুণের পুরস্কার লাভ তো হবেই! অগতির গতি, দীনশরণ, আশ্রিতবৎসল মহাপুরুষের কৃপা লাভ, গুণ না থাক্‌লেও হয়, আর আপনি তো বিদ্যার তপস্যায় সিদ্ধপুরুষ!...

উমেদারেরা পরাণ-বাবুকে ও পরাণ-বাবুর প্রিয়পাত্র বিবেচনায় রামযাদুকে একসঙ্গেই স্তুতি কর্‌তে লাগ্‌লো, এই রামযাদুর প্রসন্নতা অপ্রসন্নতা যে তাদের স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে কতোখানি কার্য্যকরী, তা তো ঠিক জানা নেই, অতএব সাবধান থাকাই কর্ত্তব্য।

পরাণ-বাবু প্রশংসায় পরিতুষ্ট হ'লেও যেনো কোনো কথাই কানে তোলেন নি এমনিভাবে বল্‌লেন—আচ্ছা মুখুজ্জে মশায়, বেলা হচ্ছে, আপিসে সাড়ে দশটায় পৌছতে হবে......

রামযাদু নীরবে উঠে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো। তার মন অপ্রত্যাশিত লাভের আনন্দে এমন অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিলো যে, সে অবশ মনে কিছুই ভাবতে পার্‌ছিলো না।

রামযাদু পরাণ-বাবুর আপিসে পরাণ-বাবুর স্বকীয় কর্ম্মচারী পার্‌সোন্যাল্ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ নিযুক্ত হয়েছে। এতে প্রাচীন ও পুরাতন কর্ম্মচারীরা মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হলেও প্রকাশ্যে কিছু বল্‌তে পারে নি, কারণ পরাণ-বাবুর অবিচার সুবিচার বিচার কর্‌বার অধিকার কারো ছিলো না, তাদের অনেকের চাকরী বা পদোন্নতি যে বরাবর নিয়ম-সঙ্গত প্রণালীতেই হয়েছে এমন কথা অতি স্বার্থপর ব্যক্তিও নিজের মনে মনেও বল্‌তে পার্‌তো না;

তাদের সকলের চাকরী ও বেতন-বৃদ্ধি বা পদোন্নতি সবই পরাণ-বাবুর একার খেয়াল ও খুশী অনুসারেই হ'য়ে এসেছে।

চতুর রামযাদু আপিসে এসেই বুঝ্‌লে, তার আগমনটা সেখানে বিশেষ প্রীতির কারণ হয় নি। অমনি সে বৃদ্ধদের সঙ্গে জ্যেঠা-মশায় দাদা-মশায়, এবং সমান-বয়স্ক বা বয়ঃকনিষ্ঠদের সঙ্গে ভাই ভাই-পো ইত্যাদি সম্পর্ক পাতিয়ে ফেল্‌লে। সে অবসর পেলেই অপরের ডেস্কের কাছে গিয়ে হাজির হয় এবং তাকে বলে—দাদা-মশায়, আপনার যদি কিছু বেশী কাজ জমে' থাকে তো দিন্ না, আমি খানিকটা ক'রে দি…এখন আমার হাত খালি আছে।

এমনি ক'রে সে সকলের কাজ ক'রে সকলকে সাহায্য ক'রে অল্পদিনেই তাদের প্রীতিভাজন হ'য়ে উঠ্‌লো। কারো ছুটি নেবার দর্‌কার; পরাণ-বাবু ছুটি দিতে আপত্তি কর্‌লে রামযাদু বিনীতভাবে অনুরোধ ক'রে বলে—ভদ্রলোকের বিশেষ দর্‌কার ব'লেই ছুটি চাচ্ছেন, আপনি ছুটি মঞ্জুর ক'রে দেন, আমি ওঁর কাজ চালিয়ে দেবো।

পরাণ-বাবু রামযাদুর পরচ্ছন্দানুবর্ত্তিতা ও কর্ম্মে আগ্রহ দেখে খুশী হ'য়েও মুখে বলেন—আপনার অসুস্থ শরীর! খেটে খেটে কি শেষকালে মারা পড়্‌বেন!

রামযাদু পরাণ-বাবুর স্নেহ-বাক্যে কৃতার্থ হ'য়ে হেসে বলে—কাজ কর্‌তে না পেলেই আমি মারা পড়্‌বো।

প্রার্থীর ছুটি মঞ্জুর হ'য়ে যায়, সে রামযাদুর উপর খুশী হ'য়ে থাকে।

আপিসের কারো অসুখ-বিসুখ হ'লে রামযাদু নিত্য তার বাড়ীতে গিয়ে দেখে আসে; রোজই সামান্য হ'লেও একটা কিছু পথ্য-সামগ্রী কিনে নিয়ে গিয়ে উপহার দিয়ে আসে।

আপিসের সহকর্ম্মীদের কারো বাড়ীর কোনো লোকের অসুখ হয়েছে শুন্‌লেও রামযাদু ব্যস্ত হ'য়ে বলে—যদি রাত জেগে সেবা-শুশ্রূষা কর্‌বার লোকের দর্‌কার হয়, তবে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে বল্‌বেন।

এইরূপে সকল লোকের বিপদে সম্পদে দুঃখ-সুখের ভাগী রূপে নিজের পরিচয় দিয়ে দিয়ে অতি অল্প দিনের মধ্যেই রামযাদু সকলের বন্ধু ব'লে গণ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। এবং সকলের কাজ ক'রে দেবার সুযোগে সে আপিসের সকল রকম কাজেই অভিজ্ঞ হ'য়ে উঠলো; সমস্ত আপিসের মধ্যে এমন দশকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি আর দ্বিতীয় রইলো না।

রামযাদুর কর্ম্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হ'য়ে সাহেবেরা এবং তার সহৃয়তায় সন্তুষ্ট হ'য়ে তার সহকর্ম্মীরা পরাণ-বাবুর কাছে তার প্রশংসা কর্‌লে পরাণ-বাবুর ঝাঁপালো গোঁপ-জোড়া হাসিতে ছড়িয়ে যায়, আর ছোটো ছোটো চোখ দুটি উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে, তিনি নীরবেই স্পষ্ট বল্‌তে চান—দেখেছো! কেমন লোক এনেছি!

সকলের কাজ ক'রে দিতে দিতে রামযাদু যেমন নিজে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কর্‌ছিলো, তেমনি কোন্ কর্ম্মচারীর কোথায় গলদ ও ত্রুটি আছে তাও তার জানা হ'য়ে যাচ্ছিলো। তাদের

সে মনে মনে শাসিয়ে রাখ্‌তো—রোসো বাছাধন, তুমি কোনো দিন আমার সঙ্গে লেগেছো কি আমি তোমার মরণ-কল টিপেছি!

আপিসের সাহেবেরা রামযাদুর সাম্‌নে তার প্রশংসা কর্‌লে সে বিনয়-নম্র স্বরে বলে—এতে তো তার প্রশংসা পাবার কিছু কারণ নেই, সে কর্ত্তব্য পালন করে মাত্র; সে কর্ত্তব্য পালন না কর্‌লে অপরাধী হ'য়ে নিন্দাভাজন হবে।

সাহেবেরা আর কিছু বলে না; রামযাদু সেলাম ক'রে চ'লে আসে এবং সে বেশ বুঝে আসে যে, সে সাহেবদের খুব খুশী ক'রে দিয়ে এসেছে।

রামযাদুর সুখ্যাতিতে পরাণ-বাবু ছাড়া আর একজন সুখী হচ্ছিলো—সে থাকোহরি। রামযাদুর কাছে কৃতজ্ঞতায় থাকোহরির অন্তর পূর্ণ হ'য়ে ছিলো, তাই রামযাদুর সুখ্যাতিতে তার আনন্দ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছিলো।

রামযাদু কিন্তু সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হ'তে পারে নি; সে প্রায়ই ভাবে —সবাইকে তো ঘায়েল কর্‌লাম, কিন্তু ঐ কালিন্দী ছুঁড়িকে এখনো বশ কর্‌তে পার্‌লাম না! কি কুক্ষণেই তাকে মুখ ভেংচেছিলাম যে সে এমন ঘাব্‌ড়ে গেছে যে, তাকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না। ছুঁড়ি জন্তু-জানোয়ার ভালোবাসে, কিন্তু সে-সব কিন্‌তে তো কম খরচ নয়! কপালে কিছু অপব্যয় লেখা আছে দেখ্‌ছি।

রামযাদু কৃষ্ণকলির সঙ্গে ভাব কর্‌বার চেষ্টায় তার দিকে

অগ্রসর হ'লেই সে ছুটে বাড়ীর ভিতর পালিয়ে যায়। একদিনও কৃষ্ণকলিকে ধরতে না পেরে রামযাদু হতাশ হ'য়েই একদিন একজোড়া সাদা খরগোশ কিনে তারেঁর জালের খাঁচায় ক'রে নিয়ে এলো। তার মনে হচ্ছিলো—কৃষ্ণকলি হয় তো কিছুতেই পোষ মানবে না, মাঝে হ'তে গোটা কতক টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় নাহক খরচ হ'য়ে গেলো।

রামযাদু পরাণ-বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ ক'রেই চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলো কোথায় কৃষ্ণকলি আছে। এই তার পায়রা খাওয়াবার সময়, সে উঠানে থাকবার কথা। রামযাদু উঠানের দিকে অগ্রসর হ'য়ে দেখলে, উঠানে কৃষ্ণকলি নেই; তার পায়রাদের খাবার দেওয়া হ'য়ে গেছে; পায়রাগুলো একটি শুভ্র বৃত্ত ক'রে মটর খুঁটে খাচ্ছে আর কলরব করছে।

রামযাদু হতাশ ও বিপন্ন হ'য়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলো; সে একবার ভাবলো—কোনো চাকরকে দিয়ে কৃষ্ণকলিকে ডেকে পাঠাই। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ'লো—আমি ডাকছি শুনলে তো সে আসবে না। তবে কি চাকরের হাত দিয়ে খাঁচাটা বাড়ীর ভিতর তার কাছে পাঠিয়ে দেবো? কিন্তু তাতে আমার লাভ কি হবে? তার চেয়ে একটা অন্য কিছু ছুতো ক'রে তাকে ডাকিয়ে আনি, তার পর তার চোখে খরগোশের ছানা পড়লে রক্ষাকালীর ছানা জালে ধরা পড়বে।

এই কথা ভেবে সে কোনো একজন চাকরের সন্ধানে দালান দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে চললো। একটু এগিয়ে গিয়েই সে দেখলে,

ঠাকুরদালানের এক কোণে একটা মাটির কৃষ্ণমূর্ত্তি রঙীন পুতুল একটা ছোটো জলচৌকীর উপর বসিয়ে কৃষ্ণকলি কতকগুলি ফুল নিয়ে ঠাকুর-পূজার খেলা কর্‌ছে।

রামযাদু আনন্দিত হ'য়ে প্রফুল্ল মুখে পায়ের শব্দ যথাসম্ভব নিবারণ ক'রে ঠাকুর-দালানে গিয়ে উঠ্‌লো।

রামযাদুকে দালানে উঠ্‌তে দেখেই কৃষ্ণকলি চম্‌কে উঠ্‌লো; তার মুখটা ভয়ে ও অপ্রতিভ ভাবে অন্ধকার হ'য়ে গেলো; সে সেখান থেকে পালাবার ইচ্ছায় উঠে দাঁড়ালো।

রামযাদু কৃষ্ণকলিকে পলায়নোন্মুখ দেখেই ব্যস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—খুকু সোনা, দেখো......তোমার জন্যে কি এনেছি!......

রামযাদু খর্‌গোশের খাঁচাটা সাম্‌নের দিকে এগিয়ে ধর্‌লে। পালাবার উদ্‌যোগে কৃষ্ণকলির পিঠ রামযাদুর দিকে অর্দ্ধেক ফিরেছিলো; রামযাদুর কথা শুনে সে মুখ ফিরিয়ে পিঠের উপর দিয়ে দেখেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলো এবং আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। রামযাদু দেখ্‌লে কৃষ্ণকলির আরক্ত ছোটো ছোটো চোখ দুটো আনন্দে ও কৌতূহলে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

রামযাদু কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্নেহকোমল ক'রে বল্‌লে—খুকু সোনা, এসো...খর্‌গোশ নেবে এসো......কিচ্ছু বল্‌বে না...

এই ব'লে সে খাঁচাটা মাটিতে নামিয়ে খাঁচার দরজাটা খুলে দিলে। আর খর্‌গোশের বাচ্চা দুটি খাঁচার ভিতর থেকে বাহির হ'য়ে লম্বা কান নেড়ে নেড়ে আর শরীরের পশ্চাদর্দ্ধ উৎক্ষিপ্ত

ক'রে নাচিয়ে নাচিয়ে ঘরময় বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলো এবং মাঝে মাঝে তাদের বেঁড়ে লেজটুকু তুড়্ তুড়্ ক'রে কাঁপিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌লো।

কৃষ্ণকলির মুখ আনন্দে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে; তার অদম্য আগ্রহ হচ্ছে ছুটে গিয়ে বাচ্চা দুটির গায়ে হাত দেয়; কিন্তু রামযাদুর উপস্থিতি দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হ'য়ে তা'কে নিরস্ত ক'রে রাখ্‌ছে। সে চকিত স্মিত দৃষ্টিতে একবার বাচ্চা দুটির দিকে, একবার রামযাদুর দিকে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

রামযাদু একটি বাচ্চাকে ধ'রে কোলে তুলে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে—তুমি কোলে নেবে?…নাও না, কিচ্ছু ভয় নেই……দেখো, কেমন নরম!……

রামযাদু কৃষ্ণকলির কাছে এগিয়ে গিয়ে খর্‌গোশটাকে তার দিকে বাড়িয়ে ধর্‌লে। কৃষ্ণকলি একটু লজ্জিত অপ্রতিভ ভাবে স্মিত মুখে ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে খর্‌গোশের অঙ্গ স্পর্শ কর্‌লে এবং তখনই আবার সঙ্কুচিত হ'য়ে হাত সরিয়ে নিলে।

রামযাদু কৃষ্ণকলিকে বল্‌লে—কোলে নাও তুমি……

কৃষ্ণকলির মন কৌতুকে ও ঈষৎ ভয়ের ভাবে আবিষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু যখন সে খর্‌গোশটাকে কোলে নিয়ে দেখ্‌লে সেটা তাকে কাম্‌ড়ালেও না, আঁচ্‌ড়ালেও না, তখন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে তার মন পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো।

ইতিমধ্যে অপর খর্‌গোশটা লাফাতে লাফাতে গিয়ে কৃষ্ণকলির পূজার ফুল নৈবেদ্য খেতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

রামযাদু তা দেখে তাকে তাড়া দিয়ে ব'লে উঠ্লো—ধেৎ……
ধেৎ……

কৃষ্ণকলি কোলের খরগোশটির গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে লজ্জিত কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বল্লে—ও থাক্! ও ফুল নৈবিদ্যি তো খেলা-ঘরের……

কৃষ্ণকলিকে কথা বল্তে শুনে রামযাদু আপনার উদ্দেশ্যের সফলতায় উৎফুল্ল হ'য়ে হাস্তে হাস্তে বল্লে—আমি আবার কাল তোমাকে সাদা ইঁদুর এনে দেবো…আর আমরা দুজনে একসঙ্গে তাদের নিয়ে খেলা কর্বো…কেমন?

কৃষ্ণকলি তার ঘাড় অল্প একটু কাত ক'রে সম্মতি জানালে; এবং কোলের খরগোশটাকে খাঁচার মধ্যে পূরে, অপরটাকে ছুটে ধর্তে গেলো। কৃষ্ণকলিকে ছুটে নিকটে আস্তে দেখে খরগোশটা ভয়-চকিত হ'য়ে তুড়ুক তুড়ুক ক'রে লাফাতে লাফাতে ঘরের অপর দিকে চ'লে গেলো। রামযাদু সেটাকে ধ'রে খাঁচায় পূরে দিলে।

কৃষ্ণকলি দুই হাতে খাঁচাটা টেনে তুল্লে এবং ভারী খাঁচা বহনের প্রযত্নে পিঠের দিকে একটু চিতিয়ে চল্তে চল্তে যেনো জনান্তিকে রামযাদুকে ব'লে গেলো—যাই, মাকে দেখাইগে……

রামযাদু বল্লে—কাল ইঁদুর আন্বো, মনে থাকে যেনো…

কৃষ্ণকলি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। কিন্তু তখন সে পূজার দালান থেকে অন্দর মহলে যাবার পথে বেরিয়ে পড়াতে রামযাদুর দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে গিয়েছিলো; রামযাদু তার ঘাড়

নাড়া যে দেখ্‌তে পেলে না তার সম্বন্ধে তার কোনো উদ্বেগ প্রকাশ পেলো না।

রামযাদু মনে মনে বল্‌লে—টোপ গিলেছে, এইবার খেঁচ মার্‌লেই গেঁথে যাবে; তার পর বাছাধন আর যাবেন কোথা!

এর পরদিন রামযাদু একখাঁচা সাদা ও সাদায়-কালোয় ছিটে-ফোঁটা ইঁদুর নিয়ে পরাণ-বাবুর বাড়ীতে এসে ঢুকেই দেখ্‌লে কৃষ্ণকলি উৎসুক দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই কৃষ্ণকলির চোখ দুটি উজ্জ্বল ও মুখ প্রফুল্ল বিকসিত হ'য়ে ওঠাতে আরো কুৎসিত হ'য়ে উঠ্‌লো। রামযাদু দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, কৃষ্ণকলি তারই আগমন প্রতীক্ষা করছে। রামযাদু ইঁদুরের খাঁচাটা তুলে ধ'রে কৃষ্ণকলিকে দেখিয়ে হাস্‌লে, তার মনে হলো এইবার কৃষ্ণকলি তার কাছে ছুটে আস্‌বে। কিন্তু সে এক পাও অগ্রসর না হ'য়ে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেই-খানেই দাঁড়িয়ে থেকে মুখ ঈষৎ অবনত ক'রে লজ্জিত সুখের হাসি হাস্‌লে। কৃষ্ণকলির মুখ তাতে কদর্য্যতর হ'য়ে উঠ্‌লো। রামযাদুর মনটা কেমন ঘিন্‌ঘিন্ ক'রে উঠ্‌লো, সে মনে মনে বল্‌লে—এঁঃ রামঃ! এক্কেবারে শেওড়া গাছের পেত্নী! ঢের ঢের কুৎসিত কদর্য্য দেখেছি, কিন্তু এমন ফর্‌মাস্-দেওয়া বে-ঢপ ভয়ঙ্কর চেহারা কখনো দেখিনি। ছোটো জাতের মেয়ে আর কতো ভালো হবে!

এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে রামযাদু অগ্রসর হ'য়ে কৃষ্ণকলির

কাছে গেলো এবং চেষ্টা ক'রে হেসে বল্‌লে—খুকু সোনা, এই দেখো কেমন ইঁদুর !

কৃষ্ণকলি দেখ্‌লে খাঁচার মধ্যে লোহার তারের তৈরি একটা ঘুর্ণী চাকায় চ'ড়ে দুটো ইঁদুর সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা দিয়ে চড়্‌বার ক্রমাগত চেষ্টায় চাকাটাকে বন্‌বন্‌ ক'রে ঘোরাচ্ছে। ইঁদুরের এই খেলা দেখেই কৃষ্ণকলি উল্লসিত হ'য়ে হাততালি দিয়ে খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌লো ; কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জা-শঙ্কা-ভরা দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে চেয়েই নিজের চঞ্চলতা দমন ক'রে ফেল্‌লে।

রামযাদু জিজ্ঞাসা করলে—তোমার খরগোশ তোমার পোষ মেনেছে তো ?

কৃষ্ণকলি লজ্জিত স্মিত মুখে একবার রামযাদুর দিকে চেয়ে নীরবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

রামযাদু কৃষ্ণকলিকে কথা কওয়াবার জন্য জিজ্ঞাসা করলে—খুকু সোনা, তোমার আর কি চাই বলো তো, আমি এনে দেবো।

কৃষ্ণকলি অর্দ্ধেক আনন্দ ও অর্দ্ধেক সন্দেহে দোলায়মান-চিত্ত হ'য়ে মৃদু অস্ফুট স্বরে বল্‌লে—একটা কাকাতুয়া।

রামযাদু মনে মনে শিউরে উঠে ব'লে উঠ্‌লো—ঢিপ-কপালীর সখ কম না ! এইবার আমায় সেরেছে ! কাকাতুয়া তো দু-এক টাকার কর্ম্ম নয় !

কিন্তু সে প্রকাশ্যে বল্‌লে—বেশ ! কাল তোমার কাকাতুয়া আস্‌বে।

অসীম আনন্দে অধীর হ'য়ে কৃষ্ণকলি ইঁদুরের খাঁচা তুলে নিয়ে ছুটে বাড়ীর মধ্যে চ'লে গেলো।

রামযাদু খুশী মনে পরাণ-বাবুর সাক্ষাৎ-কক্ষের দিকে প্রস্থান করলো।

পরাণ-বাবু রামযাদুকে আসতে দেখেই হাসিমুখে ব'লে উঠলেন—আসুন মুখুজ্জে মশায়, প্রণাম হই। কলি তো আপনার খবরখোশ পেয়ে মহা খুশী! আপনি আবার সাদা ইঁদুর এনে দেবেন বলেছেন ব'লে সে ভোর বেলা উঠে কেবল ঘর-বার করছে যে কখন আপনি আসবেন। আপনি তাকে আচ্ছা লোভ দেখিয়েছেন!

রামযাদু পরাণ-বাবুর প্রশংসায় ও সমাদরে গদ্‌গদ হ'য়ে দন্ত বিকাশ ক'রে বললে—ছেলেমানুষের খেলনা একটা তো চাই; কিন্তু কৃষ্ণকলি যে কেমন বাপ-মায়ের মেয়ে, তা তার খেলা দেখলেই টের পাওয়া যায়। তার খেলা হয় ঠাকুরপূজা, নয় জীবসেবা। সেই খেলাচ্ছলে পুণ্যসঞ্চয়ের একটু ভাগ আমিও ফাঁকতালে নিয়ে নিলাম।

পরাণ-বাবু রামযাদুর কথায় খুশী হ'য়ে হাসতে লাগলেন; অমনি ঘরে সমাগত সমস্ত লোক রামযাদুর প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠলো; কেউ বললে—সাধু সাধু! কেউ বললে—এ রামযাদু-বাবুর প্রকৃতির অনুরূপ কথাই হয়েছে! এক টিকি-ওয়ালা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বললে—যদ্ যেন যুজ্যতে লোকে বিধিস্ তৎ তেন যোজয়েৎ! এ একেবারে মণি-কাঞ্চন যোগ! ব্রাহ্মণ

রামযাহুকে উপলক্ষ্য ক'রে পরাণ-বাবুরও একটু প্রশংসা ক'রে নিলো দেখে একজন জ্যোতিষী ব'লে উঠ্‌লো—এ একেবারে বুধাদিত্য যোগ, গুরু-শুক্রের রাজযোটক। একজন বল্‌লে—আমাদের কৃষ্ণকলি তার পিতা-মাতার পুণ্যফল মূর্ত্তিমতী!

পরাণ-বাবু পরিতুষ্ট হ'য়ে প্রফুল্লমুখে বল্‌লেন—আপনারা দশ জনে প্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন, আমার ঐ গুঁড়োটুকু বেঁচে-ব'র্ত্তে থাকুক আর ও যেনো জীবনে সুখী হয়।

অমনি সকলে সমস্বরে ব'লে উঠ্‌লো—আমরা তো নিত্য নিরন্তর আশীর্ব্বাদ কর্‌ছিই; আপনার অনুগ্রহ আর কৃপা লাভ করে নি এমন লোক বাংলা দেশে অতি অল্পই আছে; অগণ্য কৃতজ্ঞ হৃদয় হ'তে কল্যাণ-কামনা অহরহই উত্থিত হচ্ছে।

পরাণ-বাবু খুশী হ'য়ে ও বিনয় প্রকাশ করে' বল্‌লেন—আমি আর কি কর্‌ছি, আমার শক্তিই বা কতোটুকু?

রামযাহু ব'লে উঠ্‌লো—আপনি হচ্চেন বাংলা দেশের পরাণ! দেহে প্রাণ যে কতো কাজ করে তা দেহই জান্‌তে পারে, পরাণের কৃপা হ'তে যার দেহ বঞ্চিত হয় সে-ই তখন হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌তে পারে যে, পরাণের কাজ ও শক্তি কতো।

সেখানে একজন ডাক্তার ছিলো, সে মনে-মনে রামযাহুর উপর ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠ্‌লো, তার মনে হ'লো এই physiological খোসামোদটা তারই করা উচিত ছিলো, কিন্তু কর্‌লে কি না ঐ প্রত্নতাত্ত্বিক রামযাহু! একেই বলে কপাল! একেই বলে অদৃষ্টের অনুগ্রহ!

পরাণ-বাবু রামযাদুর বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ হ'য়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি প্রত্নতাত্ত্বিক না হ'য়ে কবি হ'তেও পার্‌তেন!

রামযাদু লম্বা লম্বা সাদা সাদা দাঁত বাহির ক'রে শীর্ণ মুখ হাসিতে ভ'রে বল্‌লে—আপনার কৃপা থাক্‌লে তাও বাকী থাক্‌বে না। আপনার কৃপা—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।......

রামযাদুর কথা শুনেই পণ্ডিতের মন হায় হায় ক'রে উঠ্‌লো —"আহা হা! এই শ্লোকটা তো আমার বলা উচিত ছিলো!" যেই এই কথা তার মনে হওয়া, অমনি সে রামযাদুর মুখের অসমাপ্ত কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌লে—

যৎ কৃপা তম্ অহং বন্দে পরমানন্দ-কারণম্॥

পরাণ-বাবু পরিতুষ্ট হ'য়ে পণ্ডিতের কথা যেনো শুন্‌তে পান নি এমন ভাবে রামযাদুকে বল্‌লেন—তা হ'লে আমাদের আর-একবার আশ্চর্য্য ক'রে দেবার আয়োজন মুখুজ্জে মশায় লুকিয়ে লুকিয়ে কর্‌ছেন! আপনি কবিতা লেখেন তা তো জান্‌তাম না! একেই তো বলে সাধনা! গোপনে শক্তিসঞ্চয় হচ্ছে; যেদিন প্রকাশিত হবে, সেদিন জগৎ স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে!

রামযাদু বিনয় দেখিয়ে মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌লে—না না, সে শক্তি আমার নেই, তবে কখনো-কখনো দু-একটা লিখ্‌তে চেষ্টা করি।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আপনার কবিতা দেখ্‌বার জন্যে উৎসুক

হ'য়ে রইলাম; কিন্তু আপনি গবেষণা ত্যাগ কর্‌বেন না, মুখুজ্জে-মশায়।

রামযাদু দন্তবিকাশ ক'রে বল্‌লে—আপনার চেয়ে বেশী গবেষণা কর্‌বার শক্তি তো কারো নেই।

পরাণ-বাবু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লেন—আমি গবেষণা করি!

রামযাদু পূর্ব্ববৎ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—হ্যাঁ, গো-এষণা ......গোরু-খোঁজা তো আপনার প্রধান কর্ম্ম।

পরাণ-বাবু রামযাদুর শ্লেষ বুঝ্‌তে পেরে—ও হো হো! ব'লে উচ্চ হাস্য ক'রে উঠ্‌লেন।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতটি রামযাদুর কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে না পেরে ব'লে উঠ্‌লো—হাঁ হাঁ, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার! শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখেরই বাণী তো শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উক্ত হয়েছে—

পরিত্রাণায় চ সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এ-রকম তোষামোদ-বৃষ্টি অনন্ত কাল চল্‌তে পার্‌তো, কিন্তু পরাণ-বাবু তোষামোদ শুন্‌তে ভালোবাস্‌লেও কাজের সময় মধ্যপথেই থামিয়েও দিতে পার্‌তেন। তিনি বল্‌লেন—আচ্ছা।

এই আচ্ছার মানে সবাই বুঝ্‌তো। সৈনিকের কানে কমাণ্ডারের সঙ্কেত-ধ্বনি প্রবেশ কর্‌বামাত্র সে যেমন তৎক্ষণাৎ আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করে, তেমনি ঘরে উপবিষ্ট সমস্ত লোক একটি স্প্রিঙের কল-টেপা পুতুলের মতন এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো ও ধীরে ধীরে বিদায় হয়ে চ'লে যেতে লাগলো।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতটি যখন দরজার কাছে গিয়েছে, তখন পরাণ-বাবু বল্‌লেন—বিদ্যারত্ন মশায়, আপনার সম্বন্ধীকে কাল একবার আমার আপিসে পাঠিয়ে দেবেন, দেখ্‌বো যদি কিছু কর্‌তে পারি।

বিদ্যারত্ন আনন্দে গদ্‌গদ হ'য়ে বল্‌লে—যে আজ্ঞে।

পরাণ-বাবুর এই "দেখ্‌বো যদি কিছু কর্‌তে পারি" কথা কয়টির যে কি শক্তি তা অনেকেরই জানা ছিলো। সকলে বিদ্যারত্নের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠ্‌লো, এবং ভাব্‌তে ভাব্‌তে চল্‌লো—কাল হতে তারাও কি রকম ভাবে খোসামোদ ক'রে পরাণ-বাবুর প্রসন্নতা লাভ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে।

রামযাদু সেইদিনই নিজের নাম-ধাম গোপন রেখে ও বক্‌স্‌-নম্বর দিয়ে তিনটি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে—কারও যদি অপ্রকাশিত কবিতার খাতা থাকে, তবে সে সেই খাতা দেখ্‌তে পেলে ও তার কাছে উৎকৃষ্ট বিবেচিত হ'লে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে সে নিজের খরচে প্রকাশ কর্‌বে।

এবং সেই দিন বিকাল বেলা আপিসের ছুটির পর কৃষ্ণকলির জন্য একটা কাকাতুয়া, একটা ময়ূর ও একটা হরিণের ছানা কিনে গাড়ী ক'রে পরাণ-বাবুর বাড়ীতে এসে হাজির হ'লো।

বাড়ীর উপর তলার বারান্দা থেকে কৃষ্ণকলি রামযাদুকে দেখ্‌তে পেয়েই উল্লাসে চীৎকার ক'রে বল্‌লে—বাবা, বাবা,

মুখুজ্জে-কাকা কাকাতুয়া নিয়ে এসেছে……শুধু কাকাতুয়া নয়,……একটা ময়ূর……একটা আবার পুঁচ্‌কে হরিণ !…

কৃষ্ণকলি ছুটে নীচে নেমে গেলো, কিন্তু রামযাদুর সাম্‌নে গিয়েই তার সেই চাঞ্চল্য থেমে গেলো, উল্লাস সংযত হ'য়ে গেলো, সে প্রফুল্ল বিস্ফারিত নয়নে সেই উপহারগুলির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

রামযাদু তাকে দেখে হেসে বল্‌লে—খুকু সোনা, তোমার জন্যে কতো কি এনেছি। এইবার আমার সঙ্গে ভাব কর্‌বে ?…

কৃষ্ণকলি প্রফুল্ল মুখে লজ্জা মাখিয়ে মাথা কাত ক'রে নীরবে সম্মতি জানালে।

রামযাদু আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আর আড়ি নয় তো ?

কৃষ্ণকলি আবার নীরবে মাথা নেড়ে জানালে—না।

রামযাদু মাথা দুলিয়ে ডাক্‌লে—এসো তবে আমার কাছে, কাকাতুয়া নেবে……

কৃষ্ণকলি কুণ্ঠিত মন্থর পদে অগ্রসর হ'য়ে আবার থম্‌কে দাঁড়ালো।

রামযাদু কৃষ্ণকলির দিকে কাকাতুয়ার দাঁড়টা বাড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে—ধরো……গায়ে হাত বুলিয়ে দাও……ঘাড় চুল্‌কে দাও দেখি, ও চুপ ক'রে ঘাড় নীচু ক'রে থাক্‌বে……

কৃষ্ণকলি সঙ্কোচের ও ঈষৎ ভয়ের সহিত কাকাতুয়ার গায়ে হাত দিলে। কাকাতুয়া অম্‌নি গলা নীচু ও কাত ক'রে দিলে। কৃষ্ণকলি কাকাতুয়ার গলায় হাত দিতেই কাকাতুয়া মাথার ঝুঁটি

খাড়া ক'রে তুল্‌লো। কৃষ্ণকলি দেখ্‌লে, সেই দুধের মতন সাদা কাকাতুয়ার ঝুঁটিটার তলার রং হল্‌দে আর গোলাপীতে মেশা। কৃষ্ণকলির উল্লাসে হাততালি দিয়ে নেচে উঠ্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছিলো, কিন্তু সে আড়চোখে একবার রামযাদুকে দেখে নিজেকে সাম্‌লে নিলে এবং একমনে কাকাতুয়ার ঘাড় চুল্‌কে দিতে লাগ্‌লো। কাকাতুয়া তুষ্ট হ'য়ে ডেকে উঠ্‌লো—কাকাতুয়া! কৃষ্ণকলির মন আবার আনন্দে নেচে উঠ্‌লো।

রামযাদুকে গাড়ী থেকে পশু-পক্ষী নিয়ে নাম্‌তে দেখেই দুজন চাকর দৌড়ে এসেছিলো। তারা হরিণ-ছানার গলার শিকল ধ'রে ও ময়ূরের খাঁচা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। রামযাদু তাদের অপেক্ষা কর্‌তে দেখে কৃষ্ণকলিকে বল্‌লে—যাও খুকু সোনা, তুমি মাকে দেখাও গে তোমার পাখী হরিণ।

রামযাদুর কথা শুনে রামযাদুর সম্মুখ থেকে অপসৃত হবার সুযোগ পাওয়ার আগ্রহে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকলি কাকাতুয়ার দাঁড় কষ্টে বহন ক'রে প্রস্থানোদ্যত হলো।

রামযাদু বল্‌লে—কাকাতুয়াটা বোঁচার হাতে দাও।

কৃষ্ণকলি কাকাতুয়ার দাঁড় বোঁচার হাতে দিয়েই একছুটে বাড়ীর ভিতর চ'লে গেলো। সে দৌড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে মাকে বল্‌লে—মা দেখো দেখো, আমার আঙুলে কাকাতুয়ার গলা থেকে কেমন পাউডারের মতন রেণু লেগেছে!……

কৃষ্ণকলি চ'লে গেলে রামযাদু উপরে পরাণ-বাবুর ঘরে এলো।

রামযাদুকে চৌকাঠের কাছে দেখেই হাস্‌তে হাস্‌তে পরাণ-বাবু বল্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি যে আমার বাড়ীটা চিড়িয়াখানা ক'রে তুল্‌লেন!

রামযাদু ঘরের মধ্যে এসে একখানা চেয়ারে বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লে—আপনি নিজেই তো অনেক আগে থেকে চিড়িয়াখানা বানিয়ে রেখেছেন। আপনি তো Greatest menagerie-keeper in the world—হরেক রকম জানোয়ার আপনার চিড়িয়াখানায়!

পরাণ-বাবুর কাছে সমাগত লোকেরা পরাণ-বাবুর সঙ্গে হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো বটে, কিন্তু রামযাদুর কথাটা সকলের গায়ে গিয়ে বিঁধলো। অনেকেই মনে মনে বল্‌লে—তুমি একটি মস্ত জানোয়ার! কিন্তু সেই জানোয়ারটি যে কি, তৎসম্বন্ধে সনাক্ত করাতে মতভেদ হ'লো—কেউ মনে মনে বল্‌লে—তুমি একটি মর্কট! কেউ বল্‌লে—হনুমান্! কেউ বল্‌লে—ধূর্ত্ত শৃগাল! কেউ বল্‌লে—ছিনে জোঁক!

পরাণ-বাবুর হাসির ঝোঁক থাম্‌লে তিনি বল্‌লেন--কিন্তু আপনি এতো পয়সা খরচ কর্‌ছেন, এ ভারি অন্যায়!

রামযাদু তৎক্ষণাৎ বল্‌লে—এ কার পয়সা খরচ কর্‌ছি, এ পয়সাও তো আপনারই……এ আমার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা ……কানে জল দিয়ে কানের জল বের কর্‌বার ফন্দি। আমরা কেউ বিনা স্বার্থে কি আপনার মতন কাজ করি?

পরাণ-বাবু রামযাদুকে এক-ঘর লোকের সাম্‌নে এমন

অকপটে স্পষ্ট কথা বল্‌তে শুনে খুশী হ'য়ে আবার হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন এবং পরে বল্‌লেন—জগতে সবাই স্বার্থ খোঁজে। আমিও কম স্বার্থপর নই, আপনারা কেউ টের পান না, ঐখানেই তো আমার বাহাদুরী!

একজন লোক মনে মনে বল্‌লে—A bit too frank!

ঘরের সকল লোক রামযাদুর কথায় অস্বস্তি অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লো; তারা রামযাদুর কথায় নিজেদের স্বরূপকে অকস্মাৎ উলঙ্গ ভাবে প্রকাশিত হ'য়ে যেতে দেখে যে লজ্জা পেলে, তাতে তারা রামযাদুর উপর অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো, অথচ রামযাদু সত্য কথাই বলেছে ব'লে তার উপর যথেষ্ট বিরক্ত হতেও পার্‌ছিলো না।

পরাণ-বাবু ঘরের লোকদের মুখ অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠেছে দেখে অন্য প্রসঙ্গ অবতারণ ক'রে বল্‌লেন—উঃ! এবার কী গরমই পড়েছে!

তখন বাক্যস্রোত গ্রীষ্ম থেকে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনায় ও ক্রমে লেংড়া-আমের চড়া দর আলোচনায় এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হ'য়ে চল্‌লো। সকলে সহজ কথা আলোচনার অবসর পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লো।

* * * *

পূজার ছুটি আসন্ন। পরাণ-বাবুর আপিসে সাহেব কর্ত্তাদের মঞ্জুরী ছুটি মাত্র চার দিন। পরাণ-বাবু কর্ম্মচারীদের ভাগাভাগি ক'রে আরও বারো দিন ছুটি দিয়ে থাকেন; অর্দ্ধেক লোক দশমীর পরে বারো দিন ছুটি ভোগ করে এবং তারা ফিরে এলে

বাকী অর্দ্ধেক ছুটি পায়। যাদের বাড়ী মফঃস্বলে, দূরে, তা'রা প্রথম বারো দিন ছুটি নিয়ে থাকে।

রামযাদু থাকোহরিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি হে থাকোবাবু, ছুটিতে বাড়ী-টাড়ী যাচ্ছো না কি ?

থাকোহরি একটু বিষাদাচ্ছন্ন কুণ্ঠিত স্বরে লজ্জিত হাসিমুখে বল্‌লে—আমার আবার বাড়ী ! কথায় বলে—

চাল না চুলো
ঢেঁকি না কুলো,
পরের বাড়ী হরিবিগ্নি !

রামযাদুর পরদুঃখ-কাতর চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো, চোখ ছল্‌ছল্ কর্‌তে লাগ্‌লো ; সে ব্যথিত স্বরে বল্‌লে—ঈশ্বর তোমার ভালো কর্‌বেন। যে মহাপুরুষের আশ্রয় পেয়েছো, তাতে তুমি অচিরেই বাড়ী-জুড়ী ক'রে স্বাধীন হতে পার্‌বে। আর এই বাড়ীই তো এখন তোমার বাড়ী !

থাকোহরি কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ স্বরে বল্‌লে—হ্যাঁ, সমস্তই আপনার আশীর্ব্বাদে হয়েছে ; যা হবে তাও আপনার আশীর্ব্বাদেই হবে। কর্ত্তা আর গিন্নি-মা আমাকে নিজের ছেলের মতনই ভালোবাসেন ; আমার কোনো অভাব নেই, আপনার আশীর্ব্বাদে।

রামযাদুর স্বভাবটা একটু জটিল রকমের ; সে লোকের দুঃখে ব্যথিত হয়, আবার কারো ভালো দেখ্‌লেও সে সহ্য কর্‌তে পারে না। থাকোহরির কোনো অভাব নেই শুনে রামযাদু

প্রফুল্ল হ'য়েও একটু ঈর্ষা-বিদ্ধ হ'য়ে বল্‌লে—বেশ্‌ বেশ্‌! ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্‌ ব'য়ে থাকেন। তাহ'লে তুমি এখানেই থাক্‌ছো? তবে তুমি শেষের দিকে ছুটি নেবে?

থাকোহরি বল্‌লে—আজ্ঞে না, কর্ত্তা কাশী যাচ্ছেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন বল্‌ছেন।

—তা হলে তোমার মা-ঠাক্‌রুণও তীর্থ কর্‌তে যাচ্ছেন?

—না। মা তো এখানে নেই। আমরা এ বাড়ীতে আসার দিন পনেরো পরেই দেশে চ'লে গেছেন,...

রামযাদুর সকল আন্দাজ ভণ্ডুল হ'য়ে গেলো; থাকোহরির মা যদি এখানে না থাকে তবে থাকোহরির এমন রাজার হালে থাকার হেতু কি? বিস্ময়ে কৌতূহলে রামযাদুর চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

রামযাদুর চক্ষু কৌতূহলে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌লো দেখে থাকোহরি বল্‌তে লাগ্‌লো—আমার এক মামা আছেন, তাঁর হঠাৎ পক্ষাঘাত হয়েছে, মামীমার ছেলে হয়েছে, তাই মাকে সেখানে যেতে হয়েছে।

রামযাদু চিন্তাসাগরে তলিয়ে যেতে যেতে শুধু বল্‌লে—ও!

সে থাকোহরিকে আর কিছু না ব'লে পরাণ-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে তাঁর বৈঠকখানার দিকে যেতে যেতে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—আমি যা আন্দাজ ক'রেছিলুম তা তো নয় দেখ্‌ছি। তবে? এই ছোঁড়াকে এমন তোয়াজ কর্‌বার হেতু কি?

চতুর রামযাদুর তৎপর বুদ্ধি এইখানে সমস্যায় ঠেকে আট্‌কে

গেলো। সে সমস্যার কোনো কিছু মীমাংসায় উপনীত হবার আগেই পরাণ-বাবুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো। তাকে দেখ্‌বামাত্রই পরাণ-বাবু তাকে সম্ভাষণ ক'রে অভ্যর্থনা কর্‌লেন —এই যে মুখুজ্জে মশায়, আস্‌তে আজ্ঞা হোক। প্রণাম হই!

পরাণ-বাবু মুখে মাত্র প্রণাম শব্দ উচ্চারণ কর্‌লেন, কিন্তু সেই প্রণাম-বোধক মাথা নত করা বা হাত তুলে কপালে ঠেকানো বা আর কোনো রকম অঙ্গ-চেষ্টা কিছুমাত্র প্রকাশ কর্‌লেন না। ব্রাহ্মণকে ভক্তি-বশতঃ তাঁর এই প্রণাম নয়; এই প্রণামের মধ্যে নিম্ন জাতিতে জন্মলাভের লজ্জা, নিজেকে বিনীত ব'লে প্রকাশ কর্‌বার অহঙ্কার এবং নিজের পদমর্য্যাদার ও শ্রেষ্ঠত্বের সম্বন্ধে সচেতনত্ব সম্মিলিত ভাবে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে।

পরাণ-বাবু প্রণাম-বাক্য উচ্চারণ কর্‌তেই রামযাদু বল্‌লে— আপনি প্রণাম কর্‌লেই আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে!...

পরাণ-বাবুর ছোটো ছোটো চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, চাপা হাসির ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে পড়্‌বার চেষ্টায় ঝাঁপালো গোঁপ-জোড়া ফুলে উঠ্‌লো; তিনি রামযাদুর তোষামোদ শোন্‌বার আগ্রহে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঘরের সকল লোকই উৎসুক দৃষ্টি রামযাদুর মুখের উপর স্থাপন করলে।

রামযাদু বল্‌তে লাগ্‌লো—আপনি কলিকালে ভগবান বিষ্ণুর একাদশ অবতার! মহাপুরুষ! পতিতপাবন! অগতির গতি! আপনি কাউকে প্রণাম কর্‌লে তার পাপ হয়। আপনাকে কী

ব'লেই বা আশীর্ব্বাদ করবো ? কিসের অভাব আছে আপনার ? ইহ-পরকাল তো কর্ম্মে ও পুণ্যে জয় ক'রে ব'সে আছেন ! ভগবান বিষ্ণু যেমন ভৃগুর পদাঘাত বক্ষে ধারণ ক'রে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা বাড়িয়েছিলেন, আপনিও তেমনি নিজে পরমপুরুষ হ'য়েও ব্রাহ্মণকে বাড়াচ্ছেন। আপনার যখন লীলা যে আমি বড়ো হই, তখন আমি সাহস ক'রে আশীর্ব্বাদ করি……

পরাণ-বাবু ও সমবেত লোকদের দৃষ্টি আর-একটু আগ্রহান্বিত ও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

রামযাদু বললে—আপনি আরো বেশী ক'রে আমাদের মতন অভাজনদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, আমাদের সকলের মঙ্গল বিধান করুন।

রামযাদুর এই বাক্‌পটুতায় পরাণ-বাবু খুশী হলেন ; উপস্থিত উমেদারেরা খুশী হলো।

পরাণ-বাবু নিজের প্রশংসাটুকু শুনে নেন, কিন্তু তার অধিক আলোচনার অবসর দেন না ; তিনি যে তোষামোদে তুষ্ট হয়েছেন এমন আভাসও প্রকাশ করেন না। চাটুবাদ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অপর কথা পেড়ে সেই প্রশংসার প্রসঙ্গ চাপা দেন। রামযাদুর বক্তৃতা বিরত হতেই পরাণ-বাবু বললেন—ছুটিতে বাড়ী যাবেন নাকি মুখুজ্জে মশায় ?

রামযাদু একটি চেয়ারে উপবেশন ক'রে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ষষ্ঠীর দিন রাত্রের গাড়ীতেই …

—কিন্তু এ সময় তো আপনাদের দেশে বিষম ম্যালেরিয়া ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ম্যালেরিয়ার উৎপত্তিই তো আমাদের যশোরে; দেশ-মাতা কি নিজের সন্তানের মমতা ত্যাগ কর্‌তে পারেন—সে সন্তান এখন যতোই বড়ো আর বিখ্যাত হোক না কেনো।

রামযাদুর বাক্‌চাতুরীতে প্রীত হ'য়ে পরাণ-বাবু বল্‌লেন—কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য ভালো নয়, ম্যালেরিয়াতে ভুগ্‌ছেন, এ অবস্থায়······

—তা বটে, কিন্তু অনেক দিন ছেলে-মেয়েগুলোকে দেখি নি······

পরাণ-বাবু হো হো ক'রে হেসে উঠে বল্‌লেন—ছেলে-মেয়ের মাও মেঘদূত হংসদূত পবনদূত প্রেরণ কর্‌ছেন!

উপস্থিত একজন তিলক-কণ্ঠী-ধারী মুণ্ডিত-মস্তকে স্থূল শিখা-ধারী বৈষ্ণব ব'লে উঠ্‌লো—পদাঙ্ক-দূতটাই বা বাদ যায় কেনো?

রামযাদুর মুখ অপ্রতিভ হ'য়ে উঠ্‌লো, সে অ্যাঁ-ওঁ ক'রে বল্‌লে—আমাদের সে রসের বয়েস ব'য়ে গেছে···এখন অন্ন-চিন্তা চমৎকারা! আধ দর্জ্জন ছেলে-মেয়ের চ্যাঁ-ভ্যাঁ'র মধ্যে কি আর কবিত্ব জমে? তার উপর নিত্য চিন্তা কোন্ ছেলেটা কখন্ বা শিঙে ফোঁকে!······

হাস্যরসটা করুণরসে পরিণত হচ্ছে দেখে পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আপনি বাড়ী গিয়েই বিজয়া-দশমীর দিনই বা কোজাগর-লক্ষ্মীপূজার দিনই সকলকে নিয়ে কল্‌কাতায় চ'লে আসুন। ঐ দিন তো শুভযাত্রা, পাঁজি দেখ্‌বার দর্‌কার হবে না।

রামযাদু হতাশ-ভাবে বললে—এতো বড়ো সংসার নিয়ে

কল্‌কাতায় বাস করা কি মুখের কথা! বাড়ীভাড়া দিতে আর ছেলেদের দুধ কিন্‌তেই তো সব ক'টি টাকা উবে যাবে……

একজন লোক বল্‌লে—আপনি আর ক'টি টাকা বল্‌বেন না রাম-বাবু; কর্ত্তার কৃপায়……

রামযাদু বক্তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌লে—কর্ত্তার কৃপায় আমি আমার যোগ্যতার অতিরিক্ত আশাতীত বেতন পাই সত্য, কিন্তু আমার খরচ অনেক…

তার পর সে পরাণ-বাবুর দিকে ফিরে বল্‌তে লাগ্‌লো—আমার ভগিনীপতির মনিব আর আমার বাল্যের সাহায্যদাতা কিরণ-বাবুর বিধবা নিরাশ্রয় স্ত্রীকে মাসে মাসে মাসহারা দিতে হয়; আমার পিতার আর কিরণ-বাবুর কিছু ঋণ আছে, তাও মাসে মাসে শোধ কর্‌তে হচ্ছে; কিরণ-বাবুর মেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠেছে, কিরণ-বাবুর স্ত্রী চিন্তিত হ'য়ে চিঠি লিখেছেন, তাঁর মেয়ের বিয়ের ভারও আমাকে নিতে হয়েছে……

রামযাদুর কথায় মুগ্ধ হ'য়ে পরাণ-বাবু গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—মুখুজ্জে-মশায়, মহাপুরুষ আমি, না আপনি? আমি পরের ধনে পোদ্দারী করি—পরের আপিসে চাকরী ক'রে দি, নিজের এক কড়া খরচ করি কি? কিন্তু…… যাক্‌ সে কথা, আপনাকে প্রশংসা ক'রে আপনার সাত্ত্বিক দানের অমর্য্যাদা কর্‌বো না!… আপনি আপনার পরিবার নিয়ে কল্‌কাতায় চ'লে আসুন, আপনার কিছু ভাব্‌তে হবে না। আপনি পরের ভাবনা ভাবুন, আপনার নিজের ভাবনার ভার আমার উপরে ছেড়ে দিন্‌……

রামযাদু আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বল্‌লে—থাকোহরির মতন আমিও সপরিবারে আপনার বাড়ী দখল ক'রে বস্‌বো নাকি?

পরাণ-বাবু হাসিমুখে বলতে লাগ্‌লেন—আপনি ব্রাহ্মণ না হ'লে সে ব্যবস্থাও হ'তে পার্‌তো…আমার এতো বড়ো বাড়ী, আর আমরা তিনটি প্রাণী, আমরা বাড়ীর এক টেরে প'ড়ে থাকি, আর একটা পরিবার স্বচ্ছন্দে এই বাড়ীতে আঁটে। কিন্তু আপনাকে তো এমন অনুরোধ করতে পারি নে।……আমার শিকদার-বাগানের বাড়ীর ভাড়াটে উঠে গেছে; আমি আর সে বাড়ী ভাড়া দিই নি; মেরামত চূনকাম করাচ্ছি আপনারই বাসের জন্যে। আপনি পরিবার নিয়ে চ'লে আসুন, ততো দিনে মেরামত হ'য়ে যাবে।……আর আমার একটা গোরুর সম্প্রতি বাচ্চা হয়েছে, সের দশ-বারো দুধ দিচ্ছে; দুধ খাবার লোক আমার বাড়ীতে তো এক কৃষ্ণকলি; কিন্তু সে তো তা'র মার সঙ্গে কালীপূজা পর্য্যন্ত কাশীতেই থাকবে; কিছুদিন গোরুটা আপনার কাছেই রেখে দেবো ভাব্‌ছি।

রামযাদু আশাতীত লাভের আনন্দে অভিভূত হ'য়ে অবাক্ হ'য়ে পরাণ-বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তার দুই চোখ দিয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো।

একজন লোক রামযাদুর সৌভাগ্যোদয় দেখে আর আত্মসম্বরণ করতে না পেরে পরাণ-বাবুকে বল্‌লে—আপনি আমাকে একখানা বাড়ী ক'রে দেবেন আশা দিয়েছিলেন……

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—পরাণ বিশ্বাসকে বিশ্বাস ক'রে অপেক্ষা করো, পরাণ বিশ্বাস কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।

সেই লোকটি মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌লে—মিষ্টার দত্ত-গুপ্তর বাড়ী হলো, দ্বিপেন হাজরার বাড়ী হলো······

পরাণ-বাবু হাসি চেপে গাম্ভীর্য্যের ভাণ ক'রে বল্‌লেন—তুমি আমার কাছে কতো দিন আস্‌ছো ?

—আজ্ঞে ন-অ ব-চ্ছ-র !

—দত্তগুপ্ত আমার কাছে আস্‌ছে চোদ্দ বচ্ছর, আর হাজরা আস্‌ছে তেরো বচ্ছর ! তা হলে তোমার আরও চার বচ্ছর আস্‌তে হবে।

লোকটা এই বিলম্বের কথা শুনে দ'মে গেলো, সে নিতান্ত নির্লজ্জের মতন বল্‌লে—কিন্তু মুখুজ্জে-মশায় তো······

পরাণ-বাবু এবার সত্যিই গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়ের কথা স্বতন্ত্র। তাঁর মতন গুণ তোমাদের কারো নেই ! ······যাক, Comparison is odious. তুমি তিসি আর শোরগোঁজা জোগাবার কন্‌ট্র্যাক্‌টের টেণ্ডার দিয়েছো তো ? তুমিই অর্ডার পাবে, আর তাতেই তোমার বাড়ী হ'য়ে যাবে। কেমন, হবে না ?

—আজ্ঞে, আপনার কৃপা থাক্‌লে তা হবে।

—আচ্ছা, তবে যাও······

পরাণ-বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অমনি ঘরের সকল লোকই এক স্প্রিং-টেপা পুতুলের মতন উঠে দাঁড়ালো

এবং একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে চল্‌লো। রামযাদু আর তিসির কনট্রাকটর আপন আপন সৌভাগ্যে উৎফুল্ল হ'লেও পরস্পরের প্রতি ঈষৎ ঈর্ষা ও বিদ্বেষ অনুভব কর্‌ছিলো, তাদের দুজনেরই মনের ভাবটা যেনো ঐ অপর ব্যক্তিটা কিছু না পেলে তার নিজের পাওনাটা হয়তো বেশী হতো। আর যারা আজ বিফল-মনোরথ হ'য়ে ফির্‌লো তারা ঐ দুজনের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত, নিজেদের নিষ্ফলতায় ক্ষুণ্ণ এবং ভবিষ্যতের আশায় লুব্ধ হ'য়ে বিদায় হলো।

রামযাদু অপ্রত্যাশিত লাভের অতি-আনন্দে থাকোহরির সৌভাগ্য-সমস্যার কথা একদম ভুলেই গেলো।

রামযাদু গ্রামের বাড়ীর দাওয়ায় মাদুর পেতে ব'সে তার বিজ্ঞাপনের আকর্ষণে প্রেরিত কবিতার খাতার স্তূপ থেকে কবি-প্রতিভা আবিষ্কার কর্‌বার সন্ধান কর্‌ছে। সত্যদাস দত্ত নামক একটি লোকের খাতার কবিতাগুলি পড়্‌তে পড়্‌তে রামযাদু বিস্ময়ে আনন্দে পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌ছে—এমন একজন প্রকৃত কবি আজও প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে! এ কেবল রামযাদুকে প্রসিদ্ধ ক'রে তোল্‌বার জন্য ভগবানের লীলা! সত্যদাসের কবিতার ছন্দ যেমন নিখুঁত ও বিচিত্র, ভাষা তেমনি পরিমার্জ্জিত, শব্দবিন্যাস তেমনি যথাযথ, ভাব তেমনি কবিত্বময় ও নূতন, তার অভিমত সাহসী সত্যমূল দৃঢ়। রামযাদু এ'কেই

অর্জ্জুন ক'রে নিজে শিখণ্ডী হ'য়ে এর শাণিত কবিত্ব-বাণে পরাণ-বাবুকে কাবু কর্‌তে হবে সঙ্কল্প স্থির কর্‌ছে, এমন সময় একজন স্থূলকায় শ্যামবর্ণ বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য ধরণের ভদ্রলোক রামযাদুর উঠানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর গায়ে একটা খদ্দরের বেনিয়ান জামা, একপাশে ফিতে দিয়ে বাঁধা; তার খাটো হাতায় হাতের তিন ভাগ ঢেকেছে; সেই বেনিয়ানের উপরে মোটা খদ্দরের একখানি চাদর; পরণে খদ্দরের সাদা ধুতি; পায়ে তালতলার সাদা চটি জুতা; বাঁ হাতে একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ, তার স্থূল উদর বেষ্টন ক'রে একটি আধ-ময়লা লালপাড়-দেওয়া সাদা গড়ার গামছা বাঁধা; তাঁর ডান হাতে একটি ছাতা ও তর্জ্জনীতে সোনার তারের পুঁটে-দেওয়া একটা আংটি; তাঁর দাড়ি-গোঁপ কামানো; তাঁর মাথার চুল হয় খুব খাটো ক'রে ছাঁটা, নয় মাস খানেক আগে একেবারে মুণ্ডনের পর উদ্‌গত হয়েছে, একটি স্থূল শিখা গ্রন্থি-বদ্ধ হ'য়ে মাথার পিছনে গুটিসুটি হ'য়ে আছে, লম্বিত হ'য়ে দুল্‌ছে না।

রামযাদুর মুখ কবিত্ব-খ্যাতি অর্জ্জনের আশু সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌তে যাচ্ছিলো, এমন সময় তার দৃষ্টির সম্মুখে ঐ ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হওয়াতেই তার মনটা দ'মে গেলো, মুখ ম্লান গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে তটস্থ ভাবে দাওয়া থেকে নাম্‌তে নাম্‌তে মুখে অভ্যর্থনা কর্‌লে—আসুন আসুন……

এবং সে সেই বৃদ্ধের নিকটস্থ হ'য়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে

পদধূলি নিতে নিতে বল্‌লে—আপনি এখন কোথা থেকে আস্‌ছেন ?

আগন্তুক রামযাদুর গুরুদেব ; তাঁর নাম রাজচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বিদ্যারত্ন বল্‌লেন—কল্যাণ হোক বাবা, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্, স্বধর্ম্মে মতি হোক।…এখন নলডাঙা থেকে আস্‌ছি।

রামযাদু প্রণাম ক'রে উঠে গুরুর হাত থেকে ব্যাগ ও ছাতা নিয়ে তাঁকে অগ্রসর ক'রে দাওয়ায় এসে উঠ্‌লো এবং ঘরের মধ্যে তাড়াতাড়ি গিয়ে ব্যাগ ছাতা রেখে একটা গালিচার আসন এনে পেতে দিলে।

বিদ্যারত্ন আসনে উপবেশন করলে রামযাদু চীৎকার ক'রে ডাক দিলে—ওরে বিম্‌লী, এক ঘটী পা ধোবার জল নিয়ে আয়, গুরুদেব এসেছেন !

বিদ্যারত্ন রামযাদুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—বাড়ীর সব কুশল তো বাবা ? ছেলেপিলে সব ভালো আছে ?……বৌমার শরীর ভালো ?…

রামযাদু হাত অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে বুকের কাছে তুলে বল্‌লে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে !

বিদ্যারত্ন রামযাদুকে বল্‌লেন—লোক্‌-পরম্পরায় শুন্‌লাম যে, কল্‌কাতায় তোমার উত্তম চাকরী হয়েছে…

রামযাদু বিষ্ণুর সম্মুখে গরুড়ের মতন, রামচন্দ্রের সাক্ষাতে হনুমানের মতন, গুরুর সম্মুখে জোড় হাত বুকের কাছে তুলে ভক্তি-গদ্‌গদ স্বরে বল্‌লে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার শ্রীচরণের

আশীর্ব্বাদে একটা জুটেছে একরকম, কায়-ক্লেশে সংসার চ'লে যাচ্ছে।

বিদ্যারত্ন একটা জার্মান-রূপার কৌটা থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে নাকে দিতে দিতে বল্‌লেন—তা বাবা, তুমি তো এমন শুভ সংবাদটা আমাকে জানাও নি! আমি কিন্তু তোমার কল্যাণ-কামনায় নিত্য স্বস্ত্যয়ন করেছি, নারায়ণকে তুলসী দিয়েছি···

রামযাদু যে গুরুকে চাকরী হওয়ার সংবাদ দেয় নি, এই অনুযোগে সে একটু লজ্জিত হ'তে যাচ্ছিলো, কিন্তু গুরু নিত্য স্বস্ত্যয়ন করেছেন আর নারায়ণকে তুলসী দিয়েছেন শুনেই রামযাদুর মন বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো—তার মনে হ'লো এমন নির্জ্জলা মিথ্যা কথাটা গুরুর না বল্‌লেও হ'তো। রামযাদু একটু শুষ্ক স্বরেই বল্‌লে—আমি সংবাদ দিই নি এই ভেবে যে বার্ষিক নেবার জন্যে তো আপনি আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবেন, তখনই জান্‌তে পার্‌বেন···তা এবার যে পূজোর সময়েই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন?

বিদ্যারত্ন ক্ষুণ্ণ স্বরে বল্‌লেন—আর বাবা, বাড়ী কি আছে? অগ্নিদেব সমস্তই গ্রহণ করেছেন। ছেলে-পিলেদের পরের বাড়ীতে রেখে কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় বেরিয়েছি; তোমরা পাঁচ জনে সাহায্য কর্‌লে তবে মাথা গুঁজ্‌বার একটু আচ্ছাদন তুল্‌তে পার্‌বো।

রামযাদু ব্যথিত স্বরে বল্‌লে—আহা! আপনার মতন পুণ্যাত্মা লোকেরও এমন বিপদ হয়। কিছু টাকা কি সংগ্রহ হ'লো?

বিদ্যারত্ন নস্যের কৌটাটা বেনিয়ানের পকেটে রেখে বল্‌লেন —যৎকিঞ্চিৎ পেয়েছি। তুমি লক্ষ্মীমন্ত আর ভক্তিমান্ শিষ্য, তোমার ভরসাই আমি অধিক করি।

এই সময় বিম্‌লী নামে পরিচিতা একটি নয়-দশ বৎসরের মেয়ে এক ঘটী জল এনে রামযাদু ও বিদ্যারত্নের মাঝখানে রেখে দিয়ে গেলো, এবং তার পিছনে পিছনে রামযাদুর স্ত্রী মনমোহিনী মাথায় ঘোম্‌টা দিয়ে একটা পিতলের গাম্‌লা এনে সেই ঘটীর কাছে রাখ্‌লে এবং কাপড়ের আঁচল গলায় জড়িয়ে গুরুর সাম্‌নে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর্‌লে।

বিদ্যারত্ন নিজের দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ মনমোহিনীর মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—সাবিত্রী সমা ভব, পতি-দেবতাকা ভব।

মনমোহিনী প্রণাম ক'রে উঠে ব'সে গাম্‌লার ভিতর থেকে এক জোড়া খড়ম ও একখানা গাম্‌ছা বাহির ক'রে মাটিতে রাখ্‌লে। অম্‌নি গুরু দুই হাতের আঙুল হাঁটুর সাম্‌নে শৃঙ্খলিত ক'রে ডান পা শূন্যে বাড়িয়ে গাম্‌লার উপর তুলে দিলেন। রামযাদু ঘটী থেকে জল পায়ে ঢেলে দিতে লাগ্‌লো এবং মনমোহিনী দুই হাতে গুরুর পা ধুইয়ে গাম্‌ছা দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

পাছে গুরুর পা-ধোয়ানি জল কোথাও পড়ে ও কেউ মাড়িয়ে পাপগ্রস্ত হয়, তাই এই সাবধানতা; এবং গুরু বার্ষিক আদায় কর্‌তে এলে পায়ে দেবেন বা ব্যবহার কর্‌বেন ব'লে রামযাদু খড়ম গাম্‌ছা আসন শয্যা প্রভৃতি সব সামগ্রী এক প্রস্থ

স্বতন্ত্র ও পৃথক্ ক'রে রেখে দিয়েছে। রামযাদুর এই গুরুভক্তি গ্রামের আদর্শ, তার গুরুভক্তিতে গুরুও প্রসন্ন।

গুরুর পা ধোয়া হ'লে সেই জল একটু হাতে নিয়ে রামযাদু মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে উর্দ্ধমুখে হাঁ ক'রে আল্‌গোছে মুখে কয়েক ফোঁটা ঢেলে দিলে এবং তার পরে মাথা সোজা ক'রে জলসিক্ত হাতটা মাথার চুলের উপর বুলিয়ে মুছে ফেল্‌লে।

মনমোহিনী গাম্‌লা-সুদ্ধ জল ও গাম্‌ছা নিয়ে জড়োসড়ো ভাবে বাড়ীর ভিতরে চ'লে গেলো।

গুরুদেব জলের ঘটীটি নিয়ে উঠানের এক পাশে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসে আবার আসনে বস্‌লেন।

বিম্‌লী এসে খবর দিলে—বাবা, মা বল্‌লে—গুরুঠাকুরের জলখাবার দেওয়া হয়েছে।

রামযাদু হাত জোড় ক'রে বল্‌লে—তা হ'লে কৃপা ক'রে একবার গা তুলুন।

বিদ্যারত্ন খড়ম পায়ে দিয়ে বাড়ীর ভিতরে চল্‌লেন, রামযাদু গুরুর আসনখানি তুলে নিয়ে অগ্রে অগ্রে পথ দেখিয়ে চল্‌লো।

গুরু গিয়ে দেখ্‌লেন—একখানি শ্বেতপাথরের রেকাবির উপর পেঁপে বাতাবী-নেবু শশা কলা নারিকেল-কোরা ও একটু গুড় সাজানো আছে; পাশে আছে শ্বেতপাথরের গেলাসে কর্পূর-দেওয়া জল।

গুরু খেতে বস্‌লে রামযাদু স্ত্রীকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লে—

গুরুদেবের জন্যে রাত্রে একটু ছানা কি ক্ষীর তৈরী কোরো, আর চারটি কাঁচা মুগের ডাল ভিজিয়ে দিয়ো।

গুরু শিষ্যবাড়ী এসে রাত্রে আচমনী কিছু খান না, যদিও নিজের বাড়ীতে অনেকেই এই নিষ্ঠা পালন করেন না।

রাত্রে আহারাদির পর বাহিরের ঘরে গুরুর শয্যা রচনা করা হ'লো। গুরুকে শয্যায় বসিয়ে রামযাদু বল্‌লে—ব্যাগটা বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে রাখি?

গুরু ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন—না বাবা, ওটা আমার কাছেই থাক্‌......

এই ব'লেই গুরু গায়ের চাদরখানা লম্বা ক'রে তার এক প্রান্ত দিয়ে ব্যাগটাকে বাঁধ্‌তে প্রবৃত্ত হ'লেন।

রামযাদু এই দেখে বল্‌লে—গ্রামে বড়ো চোরের উপদ্রব হয়েছে......তা হ'লে আমিও এই ঘরে শোবো......

—তাই শুয়ো বাবা তাই শুয়ো...বল্‌তে বল্‌তে গুরু চাদরের অপর প্রান্তটা নিজের বালিশের সঙ্গে বেঁধে ফেল্‌লেন। বালিশে-ব্যাগে গাঁট-ছড়া বেঁধে গুরু 'পদ্মনাভ! পদ্মনাভ!' ব'লে শুয়ে পড়্‌লেন।

গভীর রাত্রি। গুরুর নাসিকা-গর্জ্জনে ঘরের বাতাস আলোড়িত হচ্ছে। রামযাদু শয্যা ছেড়ে উঠ্‌লো এবং পাছে গুরুর নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এজন্য অত্যন্ত সন্তর্পণে বাহিরে যাবার দরজার শিকল খুল্‌তে লাগ্‌লো। শিকলে একটু খুট ক'রে শব্দ হ'তেই গুরু নাসাপথে নির্গমোৎসুক নিঃশ্বাস-প্রবাহটা মুখের মধ্যে

হড়াৎ ক'রে টেনে নিয়ে শ্বাস-লালা-নিদ্রালস্যে জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—ক্যা ?

রামযাদু ধীরে উত্তর দিলো—আজ্ঞে আমি রামযাদু।

গুরু নিদ্রাজড়িত স্বরে দুবার "রাম! রাম!" ব'লে পাশ ফিরে শুলেন।

রামযাদু গাড়ু হাতে নিয়ে ঘর থেকে বাহির হ'য়ে গেলো।

বিদ্যারত্নের আবার ঘুম এসে গেছে; রামযাদু ঘরে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে শুন্‌লে গুরুদেবের দুর্জ্জয় নাসিকা-গর্জ্জন হচ্ছে।

বিদ্যারত্নের মাথার তলা থেকে বালিশটা হঠাৎ হ্যাঁচ্‌কা টানে স'রে যেতেই তাঁর মাথাটা হ'ড়্‌কে বিছানার উপর প'ড়ে গেলো এবং তিনি থতোমতো খেয়ে ঘুমের ঘোরে জড়িত স্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—আ-া া···মা া-া···ব্যা-া া···গ···

গুরুর সেই অস্পষ্ট কাতরোক্তি ডুবিয়ে দিয়ে রামযাদু চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—চোর! চোর! ধর! ··

এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রামযাদু ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ীর ভিতর দিকে দৌড়ে গেলো। চোর···চোর···ধর···ধর··· যায়···ইত্যাদি চীৎকারে সে সমস্ত গ্রামকে উচ্চকিত ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এ-বাগানের ভিতর দিয়ে সে-বাড়ীর উঠান দিয়ে, ও-বাড়ীর পাঁদাড় দিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগ্‌লো।

বিদ্যারত্ন রামযাদুর চীৎকারে আচম্‌কা প্রবুদ্ধ হ'য়ে ও ছুটে তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে তিনিও তার সঙ্গে সঙ্গে চোর ধর্‌বার চেষ্টায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌লেন। কিন্তু

স্থূল উদরের উপর খদ্দরের মোটা কাপড়ের পরিবেষ্টনী শিথিল হ'য়ে গিয়েছিলো, কাছা খুলে গিয়েছিলো ; তিনি কাপড়ের কষি গুঁজ্‌তে গুঁজ্‌তে ছুটে যাবার চেষ্টায় দাওয়ায় গিয়ে উপস্থিত হতেই মুক্ত কাছাটা তাঁর পায়ে জড়িয়ে গেলো এবং আচম্‌কা ঘুম ভেঙে ওঠাতে ও ব্যাগ চুরি যাওয়ার আশঙ্কায় ব্যস্ত হওয়াতে অচেনা দাওয়া থেকে নাম্‌তে গিয়ে তিনি তালগোল পাকিয়ে দাওয়ার নীচে ছাঁচ-তলায় প'ড়ে গেলেন এবং আঘাতের বেদনায় ও ব্যাগের শোকে গোঁ গোঁ ক'রে কাত্‌রাতে লাগ্‌লেন—ব্যা···ব্যা······

রামযাদুর চীৎকারে গ্রামের ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, অনেকেই লণ্ঠন জ্বেলে লাঠি নিয়ে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়্‌লো। ঝোপ ঝাড় জঙ্গল বাগান তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হ'লো, কিন্তু চোরের পাত্তা পাওয়া গেলো না, ব্যাগেরও দর্শন মিল্‌লো না।

যখন গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে রামযাদু বাড়ীতে ফিরে এলো, তখন দেখ্‌লে গুরুদেব সেই ছাঁচ্‌তলাতে ব'সে দুই হাতে মাথা ধ'রে কেবল বল্‌ছেন—মধুসূদন ! মধুসূদন !··· মধুসূদন ! মধুসূদন !··· আর তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌ছে।

রামযাদু তাড়াতাড়ি এসে গুরুদেবকে ধ'রে তুল্‌তে তুল্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ব্যাগের মধ্যে বেশী কিছু ছিলো কি ?

বিদ্যারত্ন নাক ঝেড়ে আঙুলের কফ কাপড়ে মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লে—ছিলো বৈ কি বাবা, আমার সর্ব্বস্ব ছিলো···গৃহদাহের

দায় জানিয়ে শিষ্য-বাড়ী থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ শো টাকা সংগ্রহ ক'রেছিলাম···আমার সব গেলো!

বৃদ্ধ এবার প্রকাশ্যে কেঁদে ফেল্‌লেন।

রামযাদু বল্‌লে—আপনি জ্ঞানী, আপনি অধীর হ'লে আমরা কা'কে দেখে হৃদয়ে বল সঞ্চয় কর্‌বো। স্থির হোন। কাল সকালেই পুলিশে খবর···

বিদ্যারত্ন কপালে করাঘাত ক'রে বল্‌লেন—আর পুলিশ! আমার গ্রহ-বৈগুণ্য উপস্থিত হয়েছে!

গ্রামের নানা লোকে নানা রকম আন্দাজ ক'র্‌তে লাগ্‌লো, নানা উপায় নির্দ্দেশ কর্‌তে লাগ্‌লো।

রামযাদু তাদের বল্‌লে—আর রাত ভোর হ'য়ে এলো··· তোমরা সব এখন বাড়ী যাও···সকালে যা হয় পরামর্শ করা যাবে······

সকল লোকে একে একে চ'লে গেলো। রামযাদু ও বিদ্যারত্ন বাকী রাত্রিটুকু জেগে ব'সেই কাটিয়ে দিলে।

রামযাদু ভোরবেলা শৌচে নদীর ধারে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠ্‌লো —গুরুদেবের ব্যাগ পাওয়া গেছে! গুরুদেবের ব্যাগ পাওয়া গেছে!

এই চীৎকারে পাড়ার দু চারজন লোক আবার ছুটে বেরিয়ে এলো। লোকেরা সমাগত হ'লে রামযাদু গিয়ে ব্যাগটাকে তুল্‌লে ···চোর ব্যাগ খুল্‌তে না পেরে ছুরি দিয়ে ব্যাগের পেট ফাঁশিয়ে ফেলেছে, কিন্তু ব্যাগের উদর স্ফীত হ'য়েই আছে। রামযাদু তা

দেখে উৎফুল্ল হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—চোর বেটা ব্যাগটা কেটেও কিছু নিতে পারে নি ; আমাদের তাড়াহুড়ো পেয়ে ব্যাগ ফেলেই পালিয়েছে।

সকলে বিজয়োল্লাস করতে করতে গুরুর কাছে এনে ব্যাগ দিলে। রামযাদু প্রফুল্লমুখে বললে—ব্যাগের জিনিস কিছু নিতে পারে নি।

এই সুসংবাদ শোন্‌বামাত্র বিদ্যারত্নের মৃতদেহে যেনো প্রাণ এলো ; তিনি যেনো মৃতমন্ত পুত্রকে ফিরে পাচ্ছেন এমনি আগ্রহে হাত বাড়িয়ে বল্‌লেন—কই বাবা কই, দেখি ?

রামযাদু গুরুর সাম্‌নে ব্যাগটি স্থাপন করলে।

বিদ্যারত্ন চাবি দিয়ে ব্যাগ খোলার বিলম্ব স্বীকার না ক'রে ব্যাগের বিদীর্ণ উদর থেকেই অভ্যন্তরের সমস্ত দ্রব্যাদি টেনে টেনে বাহির ক'রে চারিদিকে ছড়িয়ে ফেল্‌তে লাগ্‌লেন।… কাপড়, উড়ানি, নামাবলী, রুদ্রাক্ষের মালা, পুরোহিত-দর্পণ, কোশা-কুশি, এমনি কতো কি।

জিনিস যতোই বেরিয়ে আসতে লাগ্‌লো বিদ্যারত্নের মুখ ততোই বিশুষ্ক ম্লান হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! সব জিনিস বাহির করা হ'লো, ব্যাগের ছিন্ন উদর চিপ্‌সে ঝলঝল করতে লাগ্‌লো, তবু বিদ্যারত্নের যেনো প্রত্যয় হয় না, তিনি ছেঁড়ার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ব্যাগের উদরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, কোথাও কোনো কোণে কিছু আট্‌কে লুকিয়ে আছে কি না। এই রকম অনুসন্ধানে সন্তুষ্ট না হ'য়ে তিনি আবার পৈতাতে

আট্‌কানো চাবি দিয়ে ব্যাগের তালা খুলে ফেল্‌লেন এবং ব্যাগের মুখ বিস্তার ক'রে দু-মুখ খোলা থলের মতন ব্যাগটাকে ঝেড়ে ঝেড়ে এবং তার মধ্যে উঁকি মেরে মেরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

রামযাদু বিষণ্ণ কাতর মুখে জিজ্ঞাসা করলে—আর কি খুঁজ্‌ছেন ?

বিদ্যারত্ন হতাশ স্বরে বল্‌লেন—আমার টাকা! টাকার পুঁটুলিটা নেই......

রামযাদু বল্‌লে—আর একবার সব জিনিসগুলো মিলিয়ে উল্টে পাল্টে দেখুন তো......কোনো কাপড়ের মধ্যে ঢুকে থাকৃতে পারে......

বিদ্যারত্ন তন্ন তন্ন ক'রে দেখে বল্‌লেন—টাকার পুঁট্‌লিটা আর একটা নতুন গরদের জোড় নেই...আর সব আছে।

রামযাদু ব্যথিত স্বরে "তাই তো" ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে।

প্রভাতে রামযাদুর অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে বিদ্যারত্ন স্নানাহার করলেন। মাত্র ভাতে-ভাত রান্না করলেন, কিন্তু হাতে-ভাতে ক'রেই উঠে পড়্‌লেন, মুখে অন্ন রুচ্‌লো না।

রামযাদু কাতর স্বরে বল্‌লে—আপনার যে কেবল রন্ধনের ক্লেশ স্বীকার করাই হ'লো!

বিদ্যারত্ন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—আর বাবা!

বিদ্যারত্ন আচমন ক'রে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লেন—আমি এখনই যাবো বাবা,......

রামযাদু ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে—এখনই ?

—হ্যাঁ, এখনই। মনটা বড়ো উতলা হ'য়ে উঠেছে। একবার সিঙ্গেতে একটি শিষ্যের বাড়ী হ'য়ে আজকের ট্রেনেই বাড়ী চ'লে যাবো।

রামযাদু ক্ষুণ্ণ স্বরে বল্‌লে—যেমন আজ্ঞা কর্‌বেন তাই হবে। আমরা মনে ক'রেছিলাম দু-দিন প্রসাদ পাবো, পদ-সেবা কর্‌তে পার্‌বো……

—তোমরা কল্‌কাতায় গিয়ে স্থির হ'য়ে বস্‌লে আমাকে সংবাদ দিয়ো, আমি তোমাদের নূতন আবাসে গিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌বো।

বিদ্যারত্ন ব্যাগের সামগ্রীগুলি একটি পোঁট্‌লায় বাঁধ্‌বার উদ্‌যোগ কর্‌ছেন। রামযাদু বাড়ীর ভিতর থেকে একটা ভালো কার্পেটের ব্যাগ এনে গুরুর সাম্‌নে রাখ্‌লে, এবং দশটাকার দশখানি নোট গুরুর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম কর্‌লে।

বিদ্যারত্ন রামযাদুর গুরুভক্তি দেখে আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লেন না, কেবল রামযাদুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

রামযাদু কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে—আমাকে সপরিবারে কল্‌কাতায় গিয়ে নতুন বাসা পত্তন কর্‌তে হবে, নইলে আরো কিছু আপনাকে দিতাম। আমারই বাড়ী থেকে যে টাকা চুরি হ'য়ে গেলো তার ক্ষতিপূরণ আমারই করা উচিত ছিলো। কিন্তু এখন এই সামান্য কিছু দিতে পার্‌ছি ব'লে অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছি।

বিদ্যারত্ন নূতন ব্যাগে জিনিসগুলি ভর্‌তে ভর্‌তে বল্‌লেন—এই আমার লক্ষ টাকা! শিষ্যে পুত্রে ভেদ নেই; তোমাদের উন্নতি হোক্, আমরা তো তোমাদেরই প্রতিপাল্য।......

গুরু ছলছল চোখে বিদায় হলেন। রামযাদু সপরিবারে গুরুর পদধূলি মাথায় দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়্‌লে।

শীঘ্রই গ্রামে রাষ্ট্র হ'য়ে গেলো যে রামযাদু গুরুকে একশত টাকা প্রণামী দিয়েছে!

দুষ্ট লোকে চোখ টেপাটিপি ক'রে চাপা গলায় বল্‌লে—গোরু মেরে জুতো দান!

দুষ্ট লোকে কাণাঘুষা ক'র্‌তে লাগ্‌লো—ব্যাগ-চুরির ব্যাপারটা ধড়িবাজ রামযাদুরই কারসাজি! বেটা কী সয়তান! গুরুস্ব অপহরণ কর্‌তেও ওর বুক কাঁপে না!

রামযাদু এই দুর্নাম রটনা শুনে চীৎকার ক'রে বল্‌লে—পরের ভালো কেউ দেখ্‌তে পারে না! আমার একটু উন্নতি হচ্ছে অমনি লোকের চোখ টাটাচ্ছে—কিসে আমাকে খাটো কর্‌বে অপদস্থ কর্‌বে তার ছুতো খুঁজ্‌ছে! এমন ঈর্ষাকাতর গাঁয়ে মানুষ বাস করে! এই গাঁ জন্মের মতন ছেড়ে চল্‌লাম, জীবনে যদি কখনো ফিরে আসি তো......

শপথটা রামযাদুর ক্রোধস্খলিত বাক্যে ভালো বোঝা গেলো না।

রামযাদু সপরিবারে কল্‌কাতায় এসে পরাণবাবুর শিকদার-

বাগানের বাড়ীতে আস্তানা গেড়েছে; বাড়ীর ভাড়া লাগে না, দুধালো গরু দুবেলায় আট দশ সের দুধ ঢাল্‌ছে, রামযাদু সপরিবারে দিব্য আরামেই আছে। কর্ত্তা কাশী গেছেন, আপিসে তাঁর এখনও ছুটি, কাজেই রামযাদুর অখণ্ড অবসর। সে সেই অবসরটি কবি-খ্যাতি অর্জ্জনের আয়োজনে নিযুক্ত কর্‌লে। সে কল্‌কাতায় এসেই সত্যদাসকে চিঠি লিখ্‌লে যে সত্যদাস এসে তার সঙ্গে দেখা কর্‌লে সত্যদাসের কবিতা প্রকাশ করার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হতে পারে।

সত্যদাস রামযাদুর বাড়ীতে এলো। রামযাদু দেখ্‌লে, সত্যদাস বুদ্ধির প্রভায় সুশ্রী যুবক, কিন্তু সে দরিদ্র। রামযাদুর মন আশায় প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো। রামযাদু সত্যদাসকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তুমি এমন সুন্দর কবিতা লিখ্‌তে পারো, এ পর্য্যন্ত কোনো মাসিক-পত্রে ছাপ্‌তে দাওনি কেনো? কোনো কাগজে তোমার কবিতা দেখেছি ব'লে তো মনে হচ্ছে না?

সত্যদাস কুণ্ঠিত ভাবে বল্‌লে—আমার ইচ্ছা ছিলো যে, সাধনার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় ক'রে তার পর আত্মপ্রকাশ কর্‌বো। এই বইখানি যদি কোনো রকমে ছাপ্‌তে পারি, আর লোকে আমার কবিতার প্রশংসা করে, আর সম্পাদকেরা নিজে থেকে আমার কবিতা চেয়ে নেন, তবেই মাসিকপত্রে কবিতা দেবো।

রামযাদু সত্যদাসের গর্ব্বিত মনের পরিচয় পেয়ে চিন্তিতও হ'লো, আবার সত্যদাসের এমন সু-রচনার শক্তি যে বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে এখনও একেবারে অপরিচিত আছে, তাতে সে আনন্দিত

ও আশান্বিতও হ'লো। সে সত্যদাসকে বল্‌লে,—বেশ! বেশ! আমি খরচ দিয়ে তোমার এই বই ছেপে প্রকাশ ক'রে দেবো।... তুমি এখন কি করো?

—কিছুই করি না। অনেক দিন থেকে একটা চাকরী খুঁজ্‌ছি, কিন্তু আমার কেউ মুরুব্বিও নেই, কারো বেশী খোসামোদও কর্‌তে পারি না, আমার কোনো ডিগ্রি-ফিগ্রিও নেই......

—তোমার লেখার মধ্যে তো গভীর জ্ঞান ও চিন্তার পরিচয় পেয়েছি—সমস্ত শাস্ত্র আর ইতিহাসে তো তোমার অসাধারণ জ্ঞান! তুমি স্কুল-কলেজে কতোদূর পড়েছিলে?...

সত্যদাস রামযাদুর প্রশংসায় প্রফুল্ল এবং তার প্রশ্নে লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে—আমি আই-এ পাস কর্‌তে পারি নি......

—তুমি আমাদের আপিসে চাকরী কর্‌বে? প্রথমে একশো টাকা পাবে, পরে দুশো আড়াইশো টাকা পর্য্যন্ত যাতে পাও তার আমি চেষ্টা কর্‌বো......

রামযাদু উত্তরের আশায় সত্যদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ কর্‌লে, কিন্তু সত্যদাস আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হ'য়ে তখনই কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লে না।

সত্যদাসের মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পেরে খুশী হ'য়ে রামযাদু বল্‌তে লাগ্‌লো—কল্‌কাতায় তোমার মেসে-টেসে থাক্‌বারও দর্‌কার হবে না, আমার বাড়ীতেই স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পার্‌বে... নিজের বাড়ীর মতন থাক্‌বে, তোমার কোনো কষ্ট হবে না...

সত্যদাস বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হ'য়ে একেবারে অবাক্ হ'য়ে গিয়েছে, সে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না যে, তার উপর রামযাদুর এই অনুগ্রহের কারণ কি হ'তে পারে ?

রামযাদু সত্যদাসকে বল্‌লে—তা হ'লে আপিস খুল্‌লেই তোমাকে কাজে বাহাল ক'রে দেবো। আর তুমি ইচ্ছা কর্‌লে আজ থেকেই আমার বাড়ীতে থাক্‌তে পারো।

সত্যদাস সন্তুষ্ট হ'য়ে বল্‌লে—আমি আপনার চিঠি পেয়ে দেশ থেকে তাড়াতাড়ি চ'লে এসেছি, একবার দেশে গিয়ে কাপড়-চোপড় নিয়ে আস্‌তে হবে······

রামযাদু হেসে বল্‌লে—কল্‌কাতায় তো কাপড়-চোপড়ের কিছুমাত্র অভাব নেই; যা দর্‌কার হবে কিনে নিলেই হবে। তুমি আজ থেকেই আমার কাছে থেকে যাও, তোমার সঙ্গে একটু সাহিত্য-আলোচনা করা যাবে।

সত্যদাস আনন্দে অভিভূত হ'য়ে মৌন হ'য়ে রইলো। রামযাদু সত্যদাসের মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ জেনে উচ্চ চীৎকার ক'রে ডাক্‌লে—ওরে বুনো,······বুনো······

নেপথ্য থেকে বালক-কণ্ঠের সূক্ষ্ম স্বরে জবাব এলো—কি বাবা ?

রামযাদু আবার চেঁচিয়ে ডাক্‌লে—শুনে যা······

একটি এগারো-বারো বছর বয়সের ফর্সা রোগা ছেলে গলার উপর কোঁচার কাপড় জড়িয়ে ছুটে এসে ঘরে ঢুক্‌লো। তার নাম বনমালী, সে রামযাদুর মেজো ছেলে।

রামযাদু বনমালীকে দেখেই বল্‌লে—এই সত্যদাসবাবু আজ থেকে আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বেন। তোমার মাকে গিয়ে বলো গে। তোমাদের পড়্‌বার ঘরের পাশের ঘরে ইনি থাক্‌বেন; এঁর বিছানা-টিছানা সেখানে ঠিক ক'রে দিয়ো। আর এখন তোমার সত্যদাদাকে জলখাবার এনে দাও, আর আমাকে ত্রিশটে টাকা এনে দাও ·····

বনমালী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো।

রামযাদু তখন সত্যদাসের দিকে ফিরে বল্‌লে—জল খেয়ে একবার বাজার ঘুরে এসো—ধোয়া জামা-কাপড় জুতো ছাতা যা যা দর্‌কার কিনে নিয়ে এসো···একটা ষ্টীল্‌-ট্রাঙ্কও কিনে এনো, জামা-কাপড় রাখ্‌তে হবে······

সত্যদাস কুণ্ঠিত ভাবে বল্‌লে—এ-সবের কিছু দর্‌কার ছিলো না, আমি বাড়ী গিয়ে······

রামযাদু হেসে বল্‌লে—তুমি মনে কোরো না যে, আমি charity কর্‌ছি; তোমার কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই। আমি অল্প-স্বল্প Research work ক'রে থাকি···

সত্যদাস সঙ্কুচিত ভাবে বল্‌লে—তা আমি জানি; আপনার নাম ভারতবর্ষে কে না জানে?

রামযাদু সত্যদাসের প্রশংসায় তুষ্ট হ'য়ে বল্‌তে লাগ্‌লো, সেই রিসার্চ্চের কাজে আমাকে সাহায্য কর্‌বার জন্যে একজন বুদ্ধিমান চতুর সাহিত্যানুরাগী যুবককে আমি খুঁজ্‌ছিলাম। ভগবান তোমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন; তোমাকে আমি অল্পে অব্যাহতি

দেবো না। তোমাকে আমার কাছে রাখ্‌ছি কেনো জানো? তোমাকে আচ্ছা ক'রে খাটিয়ে নেবো···আমার যখন যা দর্‌কার হবে তোমাকে দিয়ে খুঁজিয়ে নেবো; লেখা নকল করিয়ে নেবো; কখনো বা আমি মুখে ব'লে যাবো তুমি লিখে দেবে; তার পর ছেলেমেয়েগুলোর লেখাপড়াটাও তুমি দেখ্‌তে পার্‌বে। বাড়ীতে যখন বাড়ীর লোকের মতন থাক্‌বে তখন কোন্ না মাঝে মাঝে হাট-বাজারটাও ক'রে দেবে?

এই ব'লে রামযাদু হাস্‌তে লাগ্‌লো এবং রামযাদুর কথা শুনে সত্যদাসের মন থেকে অপরের কাছে দান গ্রহণের গ্লানি দূর হ'য়ে গেলো। সে নিজের মনে মনে বল্‌লে—এমন সদাশয় সরল লোকের সাহায্যে সে তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ক'রে দিতে প্রস্তুত থাক্‌বে।

বনমালী এক থালা জলখাবার ও এক গেলাস জল দুই হাতে নিয়ে ঘরে এলো এবং সত্যদাসের সাম্‌নে নামিয়ে রেখে দিলে; তার পর ট্যাক থেকে ভাঁজ-করা নোট বা'র ক'রে বাবার হাতে দিলে।

সত্যদাসের জল-খাওয়া শেষ হ'লে রামযাদু নোটের ভাঁজ খুলে তিন খানা দশটাকার নোট তার হাতে দিলে। সত্যদাস আবশ্যক সামগ্রী কিন্‌তে বাজারে বেরিয়ে গেলো।

* * *

আপিসের ছুটি ফুরিয়ে গেছে। পরাণ-বাবু কাশী থেকে আজ ফিরে আস্‌বেন। রামযাদু বর্দ্ধমান ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়ে

অপেক্ষা করছে ; পরাণ-বাবুকে আগ-বাড়িয়ে নিয়ে সে কাশীর ট্রেনে কল্‌কাতায় ফিরবে। কাশীর ট্রেন ষ্টেশনে এসে প্রবেশ করতেই পরাণ-বাবু দেখ্‌লেন, প্লাট্‌ফর্মের উপর রামযাদু দাঁড়িয়ে আছে। পরাণ-বাবু রামযাদুকে দেখেই হাস্‌লেন এবং রামযাদুও হাসিমুখে পরাণ-বাবুর কাম্‌রার সাম্‌নে পৌঁছাবার চেষ্টায় ক্রমশঃ-মন্থর-গতি চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে ছুট্‌তে লাগ্‌লো। ট্রেন একেবারে থেমে গেলে রামযাদু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পরাণ-বাবুর গাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়ালো।

পরাণ-বাবু প্রফুল্ল মুখে বল্‌লেন—প্রণাম হই মুখুজ্জে মশায়। এখানে কি করতে এসেছিলেন ?

রামযাদু দন্তবিকাশ ক'রে বল্‌লে—তীর্থ-প্রত্যাগত পুণ্যাত্মা-দের দর্শন ক'রে একটু পুণ্যসঞ্চয় ক'রে নিতে।

পরাণ-বাবু রামযাদুর তোষামোদে তুষ্ট হ'য়ে বল্‌লেন—সে কর্ম্মটা তো হাবড়া ষ্টেশনেও হ'তে পারতো ?

—কষ্ট স্বীকার ক'রে আগ্রহের পরিচয় না দিলে অনায়াসে পুণ্য হয় না।

—আসুন, গাড়ীতে উঠে পড়ুন।

—আমরা কি ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাসে যাবার যোগ্য লোক। আমরা সামান্য ব্যক্তি সর্ব্বনিম্ন ক্লাসে যাবো।

—না না, এ আমাদের রিজার্ভ্‌ গাড়ী, আপনি আসুন, একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

রামযাদু আর আপত্তি না ক'রে বল্‌লে—আচ্ছা আমি আস্‌ছি।

এই ব'লেই সে ছুটে চ'লে গেলো এবং দু-টাকার সীতাভোগ মিহিদানা কিনে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে পরাণ বাবুর কাম্‌রায় উঠ্‌লো।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন, ও আবার কি আন্‌লেন মুখুজ্জে মশায়।

পরাণ-বাবু মাতঙ্গিনী ও কৃষ্ণকলি ষ্টেশনেব প্ল্যাট্‌ফর্‌মের দিকের বেঞ্চিতে ব'সে ছিলেন। আর থাকোহরি ছিলো অপর প্রান্তের বেঞ্চিতে। মাতঙ্গিনী রামযাদুকে দেখেই ঘোম্‌টা টেনে কৃষ্ণকলিকে নিয়ে গাড়ীর অপর দিকে গিয়ে ব'সেছিলেন। থাকোহরি উঠে এসে মাঝের বেঞ্চিতে ব'সেছিলো। রামযাদু গাড়ীতে উঠে মাঝের বেঞ্চির উপর থাকোহরির পাশে সীতাভোগের খাঞ্চাটা রেখে পরাণ-বাবুর দিকে মুখ ও মাতঙ্গিনীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লে—কৃষ্ণকলির জন্যে একটু সীতাভোগ মিহিদানা কিনে নিয়ে এলাম।

থাকোহরি রামযাদুকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলে। রামযাদু নীরবে তার মাথায় হাত দিলে।

পরাণ-বাবু হাসিমুখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আপনার ছেলে-মেয়েদের জন্যে কিছু নিলেন না?

রামযাদু বল্‌লে—মা-ষষ্ঠীর পরম অনুগ্রহে আমার বাড়ীতে তো একটি পল্টন; তাদের মুখে একটি ক'রেও দিতে পারি এমন সঙ্গতি আমার নেই। আমার গো-ভাগ্যি নেই, এঁঠুলি-ভাগ্যি আছে!

এই সময় গাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে একজন ফেরিওয়ালা মিষ্টান্নের

গাড়ী ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলো ; পরাণবাবু তাকে ডেকে বল্‌লেন— এই, পাঁচ টাকার সীতাভোগ মিহিদানা দাও তো।

রামযাদু একবারও একটু আপত্তি প্রকাশ না ক'রে দন্তবিকাশ ক'রে ব'সে রইলো।

পরাণ-বাবু মিষ্টান্নের মূল্য চুকিয়ে দিয়ে মিষ্টান্নের ঝুড়িটা রামযাদুর পাশে রেখে হাসিমুখে বল্‌লেন—ছেলেদের বল্‌বেন আমি তাদের খেতে দিয়েছি।

রামযাদু বল্‌লে—আপনিই তো তাদের খেতে পর্‌তে দিচ্ছেন —আপনি বিশ্ববাংলার অন্নদাতা ভয়ত্রাতা !

পরাণ-বাবু তুষ্ট হ'য়ে বল্‌লেন—আমরা কাশী থেকে মিষ্টান্ন চমচম গুপচুপ আকের মোরব্বা প্রভৃতি আর বেনারসী শাড়ী জোড় এনেছি। কালকে উনি নিজে গিয়ে বৌমাকে দিয়ে আস্‌বেন, আর নতুন বাড়ীতে এসে তাঁরা কেমন আছেন তাও দেখে আস্‌বেন।

রামযাদু একবার মুখ অৰ্দ্ধেক ফিরিয়ে মাতঙ্গিনীর দিকে নত চক্ষুর দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে—আপনাদের অসীম অনুগ্রহে আমরা ত চিরকালের জন্য কেনা হ'য়ে রয়েছি।

পরাণ-বাবু প্রফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—এই ছুটিতে কি লিখ্‌লেন মুখুজ্জে মশায় ?

—কতকগুলো কবিতা বাছাই ক'রে একখানা বইএর মতন ক'রে রেখেছি। মনে কর্‌ছি ছাপাবো।

পরাণ-বাবু বিস্ময়পূর্ণ আনন্দ প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন—

আপনি কবিতা লিখ্‌তেও পারেন? পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দুইয়ের সমাবেশ আপনাতে হয়েছে! এমন অসামান্য প্রতিভা আপনার!

রামযাদু যেনো আত্মপ্রশংসায় লজ্জিত হ'য়ে বিনয়ে সঙ্কুচিত হাস্য করলে।

পরাণ-বাবু বল্‌তে লাগ্‌লেন—চট্‌পট ছাপিয়ে ফেলুন। ছাপাখানার বিলটা আমার নামে কর্‌তে বল্‌বেন।

রামযাদু পুনঃপুনঃ লাভে প্রফুল্ল হ'য়ে বল্‌লে—আমি কিছু কিছু রিসার্চ্‌ও কর্‌ছি। কিন্তু আজকাল আপিসে যেতে হয়, বেশী তো সময় পাই না, তাই আমাকে সন্ধানে সাহায্য করবার জন্যে একজন লোক রেখেছি।

—বেশ করেছেন। তাকে কতো দিতে হবে?

—কিছু দিতে হবে না। আমার বাড়ীতে থাক্‌বে খাবে, আর আপিসে একটা কিছু কাজ ক'রে দেবো বলেছি···ছেলেটি বড়ো গরিব, কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান্।

গরিব অথচ বুদ্ধিমান্ শুনেই পরাণ-বাবুর মন গ'লে গেলো। তিনি বল্‌লেন—তা হলে Export Departmentএ বিল্‌ক্লার্কের খালি কাজটা ঐ ছেলেটিকে দিলে ত হয়···

রামযাদু খুশী হ'য়ে বল্‌লে—কিন্তু সে কাজের মাইনে তো বেশী, একশো থেকে আড়াইশো···

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—তা একটু বেশী মাইনে না দিলে ছেলেটি মন দিয়ে কাজ কর্‌বে কেনো, আর বেশী দিন টিকেই বা থাক্‌বে কেনো?

রামযাত্ন অভীষ্টসিদ্ধির আনন্দে অভিভূত হ'য়ে কেবল হাস্‌লে এবং তার পরে কাশীতে এখন কেমন ভিড়, শীত পড়েছে কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন করতে আরম্ভ কর্‌লে।

সত্যদাসের চাকরী হ'য়ে গেছে। সে অপ্রত্যাশিত অধিক বেতনের চাকরী পেয়ে রামযাত্নর কাছে কৃতজ্ঞতায় একেবারে তার অনুরক্ত আজ্ঞাধীন হ'য়ে পড়েছে।

রামযাত্ন একদিন সত্যদাসকে বল্‌লে—সত্যদাস, এইবার তোমার বইখানা প্রেসে দেবো। খুব ভালো ক'রে ছাপাতে হবে।

সত্যদাসের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো।

রামযাত্ন বল্‌তে লাগ্‌লো—কিন্তু একটা মুস্কিল আছে। আপিসের সাহেবেরা ইচ্ছা করে না যে, তাদের কর্ম্মচারীরা আপিসের কাজ ছাড়া আর কিছু করে। বিশেষতঃ লেখকদেরকে ওরা দেখ্‌তে পারে না। তবে যদি আমার কথা বলো সে স্বতন্ত্র; আমি লেখক ব'লে খ্যাতি লাভ করার পর ওদের আপিসে ঢুকেছি।

সত্যদাস শঙ্কাকুল হতাশ নিরুপায় দৃষ্টিতে রামযাত্নর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

রামযাত্ন বল্‌তে লাগ্‌লো—কিন্তু আমি ভেবে চিন্তে একটা উপায় স্থির করেছি······

সত্যদাসের মুখ আবার আশার আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

রামযাদু বল্‌তে লাগ্‌লো—তুমি একটা ছদ্মনাম নিলেই তো চুকে যায়। শেষে সেই ছদ্মনামেই লেখকের খ্যাতি জড়িয়ে থাকে। জর্জ্ ইলিয়ট, মার্ক্ টোয়েন, জর্জ স্যাণ্ড্ তাঁদের ছদ্মনামেই প্রসিদ্ধ। বাংলাতেও স্থরেশ্বর শর্ম্মা, বীরেশ্বর গোস্বামী এক সময়ে বেশ খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছিলেন, কিন্তু ঐ দুটিই ছদ্মনাম। বীরবল তো স্বনামপ্রসিদ্ধ। এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমবাবুও কমলাকান্ত আর রাম শর্ম্মা নাম নিয়ে লিখে ছদ্মনাম দুটিকেও অমর ক'রে রেখে গেছেন। তাই আমি বলি কি, তুমি বঙ্কিমবাবুর ছদ্মনাম রাম শর্ম্মা নামেই বই ছাপো, কাগজে লেখো। বঙ্কিমবাবুর ঐ ছদ্মনামটির কথা বেশী লোকে জানে না, অথচ অমর বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তোমার সাহিত্যক্ষেত্রে বিজয়-অভিযান হবে। কি বলো?

সত্যদাস বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আত্মার আশীর্ব্বাদ লাভের সৌভাগ্যে ও আনন্দে কৃতার্থ হ'য়ে বল্‌লে—আজ্ঞে, সে খুব ভালো হবে।

সত্যদাস মনে মনে ভাব্‌লে, পরম ভাগ্যবলে সে রামযাদুর ন্যায় একজন পরমহিতৈষী বন্ধু মুরুব্বি পেয়ে গেছে। তার মন ভক্তিতে শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় গদগদ হ'য়ে উঠ্‌লো।

এই ব্যবস্থা অনুসারে সত্যদাসের কবিতার বই ছাপা হলো; তার পরিচয়-পত্রে ছাপা হলো শ্রীরাম শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত,

শ্রীরামযাদু মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক শিকদারবাগান লেন হইতে প্রকাশিত, এবং ভূমিকায় লেখা হলো, এই গ্রন্থ প্রকাশে শ্রীযুক্ত রামযাদু মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও আমার পরমস্নেহভাজন বন্ধু শ্রীমান্ সত্যদাস দত্ত আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি উভয়ের নিকটেই বিশেষ কৃতজ্ঞ। ইতি শ্রীরাম শর্ম্মা, শিকদার-বাগান লেন, কলিকাতা, শ্যামাপূজা, কার্ত্তিক ১৩···।

এই ভূমিকা দেখে সত্যদাস খুব কৌতুক অনুভব করলে যে, রামযাদু-বাবু বেশ কৌশল ক'রে তার নামটাও বইয়ের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তার মুখের ভাব দেখে চতুর রামযাদু তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বল্লে—তোমার নামটাও এর ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম, রাম শর্ম্মা যে কে, তা লোকে শীঘ্রই সনাক্ত করতে পারবে।

সত্যদাসের কৃতজ্ঞতা উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হ'য়ে রামযাদুর প্রতি অন্ধ ভক্তিতে পরিণত হ'তে চল্লো।

কিন্তু লোকে রাম শর্ম্মা নামটিকে রামযাদুরই নাম-সংক্ষেপ ব'লেই সহজেই বুঝে নিলে। রামযাদু ব্রাহ্মণ, সুতরাং রাম শর্ম্মা সে তো বটেই; তার উপর আবার সে-ই প্রকাশক, রাম শর্ম্মা পুস্তকের ভূমিকায় নিজের যে ঠিকানা দিয়েছে, তা রামযাদুরই বাড়ীর ঠিকানা; অতএব রামযাদুই যে রাম শর্ম্মা এ সম্বন্ধে কারও একটুও সন্দেহ রইলো না।

খবরের কাগজে পুস্তকের প্রশংসা বিঘোষিত হ'তে লাগলো। এক কাগজে লিখলে—এই রাম শর্ম্মা যে কে তা বুঝতে কোনো

পাঠকেরই একটুও কষ্ট হবে না; লেখক যে ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন সেটি যেনো মাকড়সার জালের পর্দ্দার আড়ালে জালি কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে আত্মগোপন করার চেষ্টা। অন্য এক কাগজে লিখ্‌লে—যিনি অকস্মাৎ পুরাতত্ত্বের গবেষণায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে ঐতিহাসিকদের চকৎকৃত ক'রেছিলেন, তিনিই আবার অকস্মাৎ কবিরূপে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। এরূপ বিভিন্নমুখী প্রতিভা সচরাচর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না; রবীন্দ্রনাথের যুগে এমন স্বতন্ত্র কবিত্বপ্রতিভাসম্পন্ন কবির আবির্ভাব বঙ্গবাসীর পরম সৌভাগ্যই সূচনা করছে। এই কবিতাগুলি অক্ষম শিক্ষানবিসের প্রথম উদ্যম নয়, এ একেবারে পাকা হাতের লেখা; ছন্দ অনবদ্য, ভাষা ললিত মার্জ্জিত, ভাব পাণ্ডিত্যলব্ধ গভীর ও নূতন। এতো বিচিত্র গুণের একত্র সমাবেশ খুব অল্প রচনাতেই দেখা যায়। কবি একটি নূতন বাণী, নিজস্ব মেসেজ্‌ শোনাতে আবির্ভূত হয়েছেন।

রামযাদু দাঁত বা'র ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে সত্যদাসকে বল্‌লে—খবরের কাগজওয়ালারা কী মূর্খ! তারা মনে করছে, এ বইখানাও আমারই লেখা! যেনো বাংলা দেশে ভালো রচনা আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। তা এতে তোমার ভালোই হলো! আমার লেখা মনে ক'রে সকলেই খুব প্রশংসা করছে, সহজেই তোমার যশ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এর পরে যা লিখ্‌বে তা-ই সমাদর লাভ করবে।

সত্যদাস আনন্দোৎফুল্ল লজ্জিত মুখ নত ক'রে চুপ ক'রে রইলো।

পরাণ-বাবুর বাড়ীতে রামযাদু যাওয়া মাত্রই পরাণ-বাবু এক ঘর লোকের সাম্‌নে ব'লে উঠ্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি এতো উঁচু দরের কবি, তা তো আমরা জান্‌তাম না!

একজন উমেদার ব'লে উঠ্‌লো—কোনো কোনো বিষয়ে ইনি রবি-ঠাকুরকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

অপর একজন বল্‌লে—রামযাদু-বাবু হচ্ছেন বিস্ময় মূর্ত্তিমান্! ইতিহাস লিখে তাক্ লাগিয়ে দিলেন; লোকে বিস্ময়ভাব সাম্‌লাতে না সাম্‌লাতে আর এক বিস্ময় এসে উপস্থিত! এর পরে আবার যদি অঙ্কশাস্ত্রে নূতন কিছু আবিষ্কার ক'রে ফেলেন, তাতেও আর আশ্চর্য্য হবার কিছু থাকবে না!

রামযাদু হাসিভরা মুখে বিনয় মাখিয়ে বল্‌লে—হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ, আমি আর এমন কি লিখ্‌তে পেরেছি! গবেষণার পরিশ্রমে ক্লান্ত মস্তিষ্ককে একটু অন্যমনস্ক করবার জন্য মাঝে মাঝে যে কবিতা রচনা ক'রে থাকি, তারই গোটা কয়েক এক জায়গায় ক'রে বা'র করেছি।

—এবার আপনাকে আমরা আর দীর্ঘকাল নীরব হ'য়ে থাক্‌তে দিচ্ছি নে। আপনাকে মাঝে মাঝে মাসিক পত্রিকায় কবিতা দিতে হবে।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আর আমাদের অনুরোধের অপেক্ষা

থাকবে না। সম্পাদকেরা বাড়ীতে চড়াও হ'য়ে আদায় ক'রে নিয়ে যাবে!

রামযাদুর মুখ কৃতার্থতার হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

বাস্তবিক পরাণ-বাবুর কথাই সত্য হ'লো। রামযাদু সম্পাদকদের লিখিত ও বাচনিক তাগাদায় উদ্বাস্ত হ'য়ে ওঠ্‌বার উপক্রম হ'লো। এবং সে সত্যদাসের নূতন নূতন কবিতা তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের নাম-ঠিকানা ছাপা কাগজে চিঠি লিখে সেই চিঠির সঙ্গে বিভিন্ন কাগজে পাঠাতে লাগ্‌লো। সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে উঠ্‌লো যে রামযাদুই রাম শর্ম্মা, এবং রামযাদুর সম্মুখে এই কথা উত্থাপিত হ'লে সে প্রতিবাদ তো করেই না, বরং এমন ভাব দেখায় যে, সে যে-কথা লুকাতে চেয়েছিলো সেটা বড়োই স্পষ্ট রকমে ধরা প'ড়ে গেছে।

রামযাদুর সাহিত্য-সাধনার কৃতিত্ব যতো সুখ্যাতি অর্জ্জন করতে লাগ্‌লো, ততোই রামযাদুর কাছে নবীন ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারপ্রার্থী বহু সাহিত্যিক নিজেদের রচনা যাচাই করবার জন্য, রচনা কোনো সম্পাদকের নিকট সুপারিশ ক'রে দেবার জন্য, রচনার পরিচয় স্বরূপ পুস্তকের ভূমিকা লিখে দেবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ নিয়ে আসা-যাওয়া করতে লাগ্‌লো। রামযাদুর বাড়ী সাহিত্যসেবীদের তীর্থস্থান হ'য়ে উঠ্‌লো; কবি ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক সমালোচক সকল

প্রকারের সাহিত্যিক সকাল বিকাল রামযাদুর বৈঠকখানায় সমবেত হ'য়ে সাহিত্যের সকল বিভাগের আলোচনা করে, রামযাদুর অভিমত উৎসুক হ'য়ে শোনে। রামযাদুর কাছে যে-সব সাহিত্য-যশঃ-প্রার্থী নিজেদের রচনা দেখ্‌তে দিয়ে যায়, রামযাদু সেইগুলি প'ড়ে তার মধ্যে কোনো নূতন ভাব, সুন্দর আখ্যান বা নূতন তত্ত্ব পেলে সেগুলিকে লিখে রাখে এবং সেইগুলি সত্যদাসকে ব'লে কবিতায় বা নিজে গদ্যে লিখে নিজের নামে চটপট প্রকাশ করে।

একদিন একজন প্রৌঢ় বয়সের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রামযাদুর কাছে এসে বিনীতভাবে বল্‌লে—আমি তেরো বৎসর নিরন্তর অনুসন্ধান ক'রে প্রাচীন বঙ্গের রীতিনীতি সম্বন্ধে এই বইখানি লিখেছি; ইতিহাস সাহিত্য ছড়া ব্রতকথা রূপকথা কিম্বদন্তী এ-পর্যান্ত যেখানে যা-কিছু লিখিত সংগৃহীত হয়েছে তা তো আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করেছি, আবার নিজেও জেলায় জেলায় ঘুরে অনেক নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করেছি। আমার অল্প কয়েক ঘর শিষ্য আছে; মাঝে মাঝে আমাকে বিভিন্ন জেলায় যেতে হয়; কাজেই, আমার অনেক সুযোগ জুটেছে। বইখানি অনেক দিন থেকে লিখে রেখেছি কিন্তু অর্থাভাবে ছাপাতে পারি নি। কোনো পুস্তক প্রকাশকই এই বই পয়সা খরচ ক'রে ছাপ্‌তে চায় না, বলে—উপন্যাস ছাড়া বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা আর কিছু পড়ে না। এখন আপনি যদি একটু সুপারিশ ক'রে ব'লে দেন, তা হলে আমাব এতো দিনের

পরিশ্রম সার্থক হয়, আর আমি আপনার কাছে চিরক্রীত হ'য়ে থাকি।

রামযাদু ব্রাহ্মণের সকল কথা মন দিয়ে শুন্‌তে শুন্‌তে তার খাতার পাতা উল্টে উল্টে দেখছিলো যে, পুস্তকখানিতে কি আছে ও তার মূল্যই বা কি। সমস্ত কথা ব'লে ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হ'য়ে রামযাদুর অভিমত জান্‌বার জন্য রামযাদুর মুখের দিকে উৎসুক আশান্বিত অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকালো।

রামযাদু ব্রাহ্মণকে নিরস্ত হ'তে দেখে খাতা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে—মশায়ের নাম?

—আজ্ঞে আমার নাম শ্রীবনমালী বিদ্যাবাগীশ, আমরা মুখোপাধ্যায়।

—আপনার নিবাস?

—এই ঝাঁপড়দা-মাকড়দা।

রামযাদু বিদ্যাবাগীশের পুস্তকের হস্তলিপির পাতা পাল্টাতে পাল্টাতে বল্‌লে—আমি ঠিক এমনি একখানি বই লিখে ছাপ্‌তে দিয়েছি। ছাপা প্রায় হ'য়ে এসেছে, আর দিন দশ পনেরোর মধ্যে বই বাজারে বেরিয়ে যাবে। তবে আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তবে খাতা রেখে যেতে পারেন, আমি একবার প'ড়ে দেখ্‌বো; যদি কিছু নতুন বিবরণ থাকে তবে নিশ্চয় সুপারিশ ক'রে দেবো।

বিদ্যাবাগীশ আনন্দিত হ'য়ে বল্‌লে—তেরো বৎসরের কঠিন পরিশ্রম যে বিষয়ে করেছি, তা'তে কিছু হয়তো নূতন তত্ত্ব থাকৃতে পারে।

রামযাদু পরম গম্ভীরভাবে বিজ্ঞের মতন মুখ ক'রে বল্‌লে —হ্যাঁ, দেখ্‌ছি তো, আপনি যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রেছেন। নিশ্চয় আপনার কিছু নূতনত্ব আছেই। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌বো যাতে আপনার এই বই প্রকাশিত হয়। কোনো প্রকাশক প্রকাশের ভার না নিতে চাইলে আমি নিজে খরচ দিয়ে ছাপিয়ে দেবো।

বিদ্যাবাগীশ খুশী হ'য়ে বল্‌লে—ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ। তাতে আবার আমরা সাহিত্যের একই ক্ষেত্রের সমকর্ম্মী। আপনার সহৃদয় সাহায্য যে পাবোই, তা আমি জান্‌তাম।

রামযাদু বল্‌লে—আপনি দিন পনেরো পরে আস্‌বেন, আমি এর মধ্যে প'ড়ে রাখ্‌বো। আমার হাতে এতো কাজ যে অবকাশ পাই না ; একটু বিলম্ব হবে ; ক্ষমা কর্‌বেন।

বিদ্যাবাগীশ রামযাদুর সৌজন্যে ও বিনয়ে তুষ্ট হ'য়ে বল্‌লে —যে বই প্রকাশের জন্য তেরো বৎসর অপেক্ষা ক'রে আছি তার কাছে পনেরো দিন তো কিছুই নয়। তবে আপনার শেষ অভিমত জান্‌বার আগ্রহে আমার কাছে এক পক্ষ এক কল্পের তুল্যই দীর্ঘ মনে হবে। আচ্ছা, আজ তবে আসি, আপনার বহুমূল্য সময়ের আর অপব্যয় কর্‌বো না।

বিদ্যাবাগীশ রামযাদুকে নমস্কার ক'রে চ'লে গেলো।

রামযাদু তৎক্ষণাৎ খাতার উপরের পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে, সেখানে বনমালী বিদ্যাবাগীশের নাম লেখা ছিলো। তার পর একবার খাতার আদ্যোপান্ত তাড়াতাড়ি উল্টে দেখে

নিলে আর কোথাও বিদ্যাবাগীশের নাম লেখা আছে কি না। যখন দেখ্‌লে যে আর কোথাও নেই, তখন সে চারজন লোক ভাড়া করে' নিয়ে এলো এবং তাদের বল্‌লে—এই বইখানা আমি তেরো বচ্ছর পরিশ্রম করে' উপাদান সংগ্রহের পর লিখে শেষ করেছি। এখন ছাপ্‌তে দেবো। প্রেসে যদি কপি হারিয়ে ফেলে তবেই সর্ব্বনাশ! একটা নকল করে' দিতে হবে। খাতাখানা চার পাঁচ ভাগ করে' চার পাঁচ জনে নকল কর্‌লেই চট্‌ করে' হ'য়ে যাবে।

এই ব'লে রামযাদু খাতাখানা ছ-খণ্ড করে' ফেল্‌লে এবং ভাড়া-করা চারজন লেখক, সত্যদাস ও নিজে মিলে এক দিনেই বইখানা নকল করে' নিলে। তার পর দপ্তরীকে দিয়ে খাতাখানা বাঁধিয়ে আবার সম্পূর্ণ করে' রেখে দিলে।

রামযাদু কুড়িটা প্রেসে পুস্তকের কুড়িটা পরিচ্ছেদ ভাগ করে' ছাপ্‌তে দিলে এবং প্রেসের নির্দ্দিষ্ট মজুরীর দ্বিগুণ দিয়ে ১০ দিনেই বই ছেপে দপ্তরীকে দিয়ে বাঁধিয়ে বাহির ক'রে ফেল্‌লে এবং বিদ্যাবাগীশের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লো।

পনেরো দিন পরে বিদ্যাবাগীশ ফিরে এলে রামযাদু বল্‌লে —আমার বইএর সঙ্গে আপনার বইয়ের বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখ্‌লাম না। কাজেই, আমি দুঃখিত হচ্ছি আপনাকে কিছু সাহায্য কর্‌তে পার্‌ছি না। এই আমার বই বেরিয়েছে। একখানা আপনি নিয়ে যান। আপনার খাতাখানা আমার

ছেলে ছিঁড়ে ফেলেছিলো। আমি বাঁধিয়ে দিয়েছি; কিছু মনে করবেন না।

বিদ্যাবাগীশ ক্ষুণ্ণমনে চ'লে গেলো, এবং সে কৌতূহলী হ'য়ে রামযাদুর বই পড়্তে আরম্ভ করে' দেখ্লে, রামযাদুর বই হুবহু তার খাতার নকল এবং রামযাদুর বইয়ে পত্রাঙ্ক নেই।

খবরের কাগজে রামযাদুর নূতন বইয়ের যশ বিঘোষিত হ'তে লাগ্লো।

রামযাদু কয়েক দিন পরে খবর পেলে যে, সেই বনমালী বিদ্যাবাগীশ পাগল হ'য়ে গেছে। এতে রামযাদুর আনন্দটা একটু বিষাদে ও ভয়ে দ'মে গেলো।

ভাই-ফোঁটার দিন। রামযাদু সকাল-বেলা পরাণ-বাবুর বাড়ীতে এসে ঢুকৃতেই দেখ্লে, কৃষ্ণকলি থাকোহরির হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখেই রামযাদু হাসিমুখে কৃষ্ণকলিকে বল্লে—কি গো কৃষ্ণকলি, তোমার থাকো-দাদাকে ভাই-ফোঁটা দিয়েছো?

কৃষ্ণকলি লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে চোখ বাঁকিয়ে বল্লে—ধ্যেৎ! বরকে কি কেউ ভাই-ফোঁটা দেয়?

রামযাদুর দৃষ্টির সাম্নে থেকে যেনো একটা পর্দ্দা উঠে গেলো, অনেক অনির্ণীত সমস্যার মীমাংসা এক নিমিষে হ'য়ে গেলো; সে এখন স্পষ্ট বুঝ্তে পার্লে যে, পরাণ-বাবু কেনো থাকোহরিকে এমন জামাই-আদরে প্রতিপালন কর্ছেন। কৃষ্ণকলি অতি

কদর্য্য রকমের কুৎসিত মেয়ে; তার ভাগ্যে সৎপাত্র জোটানো কুবেরেরও অসাধ্য; অর্থলোলুপ কোনো যুবা কাঞ্চন-কল্প-লতিকার পুষ্প-বৃষ্টির লোভে এই কালো ভোম্‌রার সঙ্গ সহ্য কর্‌বে কেবল ততোক্ষণই, যতোক্ষণ পুষ্প সঞ্চয়ে তার নিজের কোঁচড় পরিপূর্ণ হ'য়ে না উঠ্‌ছে। রামযাদুর মনে পড়্‌লো রবিবাবুর শেষরক্ষা নাটকের বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনীর কথা; আহা বেচারী রূপহীনা ব'লে সে এমনই ভাগ্যহীনা যে, তাকে নিয়ে অপর সবার প্রতি দরদী কবিও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের নিষ্ঠুর কৌতুক কর্‌তে দ্বিধা বোধ করেন নি; যে কবি কাব্যে উপেক্ষিতা ব'লে উর্ম্মিলার দুঃখের প্রতি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তিনিও সেই কাদম্বিনীর প্রতি একটু সহানুভূতি কোথাও দেখান নি: অর্থ-গৃধ্নু ললিত যে কাদম্বিনীকে বিয়ে করে' তাকে ফেলে রেখে' তার টাকা নিয়ে বিলাতে পলায়ন কর্‌লে, এতোবড়ো নির্ম্মম ব্যবহারটা কবি পরম কৌতুকের মধ্যে ডুবিয়ে লোক-চক্ষুর অগোচরেই রেখে দিয়েছেন। এই রকম কোনো একটা দুর্ঘটনা পাছে ঘটে, এই ভয়েই বোধ হয় পরাণ-বাবু থাকোহরির সঙ্গেই নিজের একমাত্র কন্যার বিবাহ দেবার সঙ্কল্প করেছেন; থাকোহরি দেখ্‌তে সুশ্রী, স্বভাব-চরিত্রও ভালো; থাকোহরি দুনিয়ায় নিরাশ্রয় হ'য়ে যখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখ্‌ছিলো তখন পরাণ-বাবু কেবল তাকে আশ্রয়ই দেন নি, ধনীর আত্মীয়তা দিয়ে তাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রেখেছেন; থাকোহরি এই উপকার লাভের কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হ'য়ে উপকারকের কন্যা কৃষ্ণকলিকেও যত্ন-মমতা দেখাবে

এবং বহুকাল এইভাবে একত্র থাকার ফলে থাকোহরির মনের থেকে কৃষ্ণকলির কদর্য্যতার প্রতি ঘৃণা অনেকখানি লোপ পেয়ে যাবে; অবশেষে থাকোহরির সঙ্গে কৃষ্ণকলির বিবাহের প্রস্তাব করলে থাকোহরি আপত্তি করতে পারবে না, এবং বিবাহ হ'য়ে গেলেও তার অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন ঘটবে না ব'লে সে নিজের কুৎসিত স্ত্রী-লাভের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধেও সচেতন হবে না; সে দিব্য আরামে ঘর-জামাই হ'য়ে কৃষ্ণকলিকে নিয়েই ঘর-কন্না করবে।

এই-সব কথা মনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে যেতেই রামযাদু মনে মনে ব'লে উঠলো—উঃ! বেটা কেওটের কী কূটবুদ্ধি! পাকা ধড়িবাজ! চাণক্য পণ্ডিতের চেলা। আমার চোখেও এতোদিন ধূলো দিয়ে রেখেছে, ঘুণাক্ষরে মৎলবটা ফাঁস করে নি! আচ্ছা, এইবার দেখা যাবে।

রামযাদু এই রকম ভাবতে ভাবতে পরাণ-বাবুর ঘরে গিয়ে উপনীত হ'লো। পরাণ-বাবু ঘরে তখন একলা ব'সে ছিলেন।

পরাণ-বাবু রামযাদুকে ঘরে আসতে দেখেই বললেন—এই যে মুখুজ্জে মশায়! প্রণাম হই। আপনার নতুন বইখানার তো খুব সুখ্যাতি হয়েছে। ওটাকে এবার ইংরেজী ক'রে ডক্টরেটের থিসিস্ সাবমিট করুন।

রামযাদু উপবেশন করতে করতে বললে—হ্যাঁ, আমিও ঐ কথাই ভাবছিলাম। তা আপনি যদি অনুমতি করেন তো চেষ্টা করে' দেখি।

পরাণ-বাবু খুশী হ'য়ে বল্‌লেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এতে আবার আমার অনুমতি কি ?

রামযাদু এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে—আপনাকে আমি অনেকদিন থেকে একটা কথা বল্‌বো বল্‌বো মনে কর্‌ছি, বল্‌বার সুযোগ আর পাই নি ; আজ আপনাকে একলা পেয়েছি, যদি অনুমতি করেন তো ব'লে ফেলি···

রামযাদু হাস্যমুখে অপেক্ষমাণ দৃষ্টিতে পরাণ-বাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

পরাণ-বাবু কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে বল্‌লেন—কি বল্‌বেন স্বচ্ছন্দে বলুন।

রামযাদু যেনো পরের উপকারের জন্য অনুবোধ কর্‌ছে এম্‌নি ভাবে বল্‌তে লাগ্‌লো—আমি আপনাকে থাকোহরির কথা বল্‌ছিলাম······

রামযাদু যে নিজের জন্য কিছু বল্‌ছে না, এবং থাকোহরির কোনো কথা বল্‌তে যাচ্ছে, এতে পরাণ-বাবু বিস্মিত ও উৎসুক হ'য়ে বল্‌লেন—হ্যাঁ, কি বল্‌বেন বলুন···

রামযাদু বল্‌লে—ছেলেটি বড়ো খাসা···

পরাণ-বাবুর মনের মধ্যে একটু আশঙ্কা উঁকি মার্‌ছিলো, হয়তো রামযাদু থাকোহরির কোনো দোষের কথাই বা উত্থাপন কর্‌তে যাচ্ছে ; কিন্তু তাঁর আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হ'য়ে যাওয়া মাত্র তিনি উৎফুল্ল হ'য়ে বল্‌লেন—হ্যাঁ, ছেলেটি সত্যিই খাসা !

রামযাদু ব'লে যেতে লাগ্‌লো—আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য কর্‌ছি থাকোহরি আমাদের কৃষ্ণকলিকে খুব ভালোবাসে, আর কৃষ্ণকলিও থাকোহরির খুব নেওটো হয়েছে !···

পরাণ-বাবুর ক্ষুদ্র চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো, মুখ আনন্দে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

রামযাদু বল্‌তে লাগ্‌লো—কৃষ্ণকলির সঙ্গে থাকোর বিয়ে হ'লে বেশ হয়; থাকো ঘর-জামাই হ'য়েই যদি থাকে, তা হ'লে আমাদের মা-লক্ষ্মীকে আর আমাদের কাছছাড়া কর্‌তে হয় না···

পরাণ-বাবু উৎফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আপনি কি মনে করেন মুখুজ্জে মশায়, যে, এই ব্যবস্থা কর্‌লে উত্তম হবে?

রামযাদু গম্ভীরভাবে বল্‌লে—আমার তো মনে হয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না।

পরাণ-বাবু খুশী হ'য়ে বল্‌লেন—তবে আপনাকে আমাদের মনের কথাটাও খুলে বলি মুখুজ্জে মশায়,—আমরাও এই রকম সঙ্কল্প মনে মনে এঁচে রেখেছি। এবার কাশীতে গিয়ে বড়ো বড়ো জ্যোতিষীদের দিয়ে ওদের দুজনের কোষ্ঠী বিচার ও গণনা করিয়ে দেখেছি; সবাই বলেছেন এ বিবাহ হ'লে রাজযোটক হবে। কেবল একজন জ্যোতিষী বলেছেন যে, এ বিবাহ হ'লে ভালোই হবে বটে, কিন্তু কৃষ্ণকলির পতিযোগ এতোই উৎকৃষ্ট যে, থাকোহরির চেয়েও গুণান্বিত কোনো পাত্রের সঙ্গেই কৃষ্ণ-কলির বিবাহ হওয়া সম্ভব। সেইজন্যে আমরা আর বছর কতক অপেক্ষা ক'রে দেখ্‌বো, ভবিতব্য কি হয়। ওরা দুজনেই

এখন তো ছেলেমানুষ। তিন চার বছর অপেক্ষা করা স্বচ্ছন্দেই চল্‌বে। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে যে সঙ্কল্প উদয় হয়েছিলো, আপনার মনেও যখন সেইটিরই সমর্থন হচ্ছে, তখন আমাদের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে বুঝ্‌তে পার্‌ছি। এখন প্রজাপতি আর ভবিতব্যতার আশীর্ব্বাদ।

রামযাদু বল্‌লে—যার সঙ্গেই বিয়ে হোক, কৃষ্ণকলি যে সৎ পতি লাভ কর্‌বে, তাতে আর সন্দেহ নেই। আমরা কোষ্ঠী দেখতে না জান্‌লেও এ তো জানি, যে, পিতৃমাতৃপুণ্যের জোরে সন্তান সর্ব্বথা মঙ্গলাস্পদ হয়।

পরাণ-বাবু পরিতুষ্ট হ'য়ে বল্‌লেন—সে আপনাদের দশ জনের আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভর কর্‌ছে।

এমন সময় ঘরের পাশের কাঠের সিঁড়িতে মানুষ ওঠার ধপ্‌ধপ্ পদশব্দ শোনা গেলো। রামযাদু লোক-সমাগমের সম্ভাবনা দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—আমি এখন আসি। আমাদের দশজনের জ্বালায় আপনার আর আরাম বিশ্রাম কর্‌বার জো নেই।

পরাণ-বাবু সন্তুষ্ট হ'য়ে প্রফুল্লমুখে বল্‌লেন—আপনাদের অনুগ্রহে এই আমার পরম সৌভাগ্য।

পরাণ-বাবুর ঘরে কয়েকজন লোক এসে প্রবেশ কর্‌তে লাগ্‌লো। রামযাদু সমাগতদের সমবেত ভাবে একটি নমস্কারে অভিনন্দিত ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো। সমাগত লোকেদের দৃষ্টি তখন পরাণ-বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তে উৎসুক

ও হস্ত দুটি তাঁর দর্শন লাভ করা মাত্র নমস্কার কর্‌বার উদ্‌যোগে যুক্ত হয়ে ছিলো, তাই রামযাদুর প্রস্থান ও নমস্কার কেউ-বা লক্ষ্য কর্‌লে আর কেউ-বা লক্ষ্য কর্‌বার অবকাশ পেলে না। যদিও তারা জানে যে, রামযাদু পরাণ-বাবুর প্রধান কৃপাপাত্র, সুতরাং তাকে তুষ্ট রাখাতেও তাদের স্বার্থ আছে, তথাপি প্রধান দেবতা ও তাঁর বাহনের মধ্যে কার পূজা আগে কর্‌বে স্থির কর্‌তে পার্‌বার আগেই রামযাদু ঘর থেকে বাহির হ'য়ে গেলো।

রামযাদু নীচে নেমে গিয়েই দেখ্‌লে যে, থাকোহরি কৃষ্ণকলির হরিণ-ছানাকে ঘাস খাওয়াচ্ছে, কিন্তু এখন আর তার কাছে কৃষ্ণকলি নেই। থাকোহরিকে দেখেই রামযাদু হাসিমুখে ব'লে উঠ্‌লো—বেশ্‌ বাবাজী বেশ্‌, লাভ মি অ্যাণ্ড্‌ লাভ্‌ মাই ডগ!

থাকোহরি মুখ ফিরিয়ে রামযাদুকে দেখেই লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে হাস্‌লে এবং হাতের ঘাস ফেলে দিয়ে সোজা হ'য়ে রামযাদুর দিকে ফিরে দাঁড়ালো।

রামযাদু থাকোহরির কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে কণ্ঠস্বরে আদর মাখিয়ে বল্‌লে—তোমাকে বল্‌বো না মনে ক'রেছিলাম বাবাজী। কিন্তু দেখ্‌ছি কৃষ্ণকলি পর্য্যন্ত যখন জান্‌তে পেরেছে, তখন তোমারও জান্‌তে বাকী নেই…আর আজ কৃষ্ণকলি তো তোমার সাম্‌নেই তোমাকে বর ব'লে পরিচয় দিয়ে গেলো, যদি-বা কথাটা তোমার অগোচর ছিলো তবে

তো আজই তা জানা হ'য়ে গেলো। এখন তোমাকে বল্‌তে আর বাধা নেই......আমিই কর্ত্তাকে প্রথমে এই কথা বলি যে, "থাকোহরি তো আপনাদের স্বজাত আর ছেলেটিও দেখ্‌তে শুন্‌তে স্বভাব-চরিত্রে খুব ভালো, ওর সঙ্গে আমাদের কৃষ্ণকলির বিয়ে দিলে বেশ হয়।" তাতে কর্ত্তা বল্‌লেন—"থাকোহরির অবস্থা তেমন ভালো নয়, বংশ-পরিচয়ও ....." তাতে আমি তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লাম—"থাকোহরির যেমন রূপ-গুণ, তাতে সে সদ্‌বংশজাত না হ'য়ে যায় না; আর তা যদি না-ই হয়, তাতেই বা কি? কয়লার খনিতে হীরক পাওয়া গেলে সেই হীরকের সমাদর তো কয়লার দরে হয় না? দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তন্তু পৌরুষম্—কর্ণের এই বাক্য একটি মহৎবাক্য! আর থাকোহরির অবস্থা ভালো না-ই বা হলো? আপনার অগাধ সম্পত্তি থেকে আপনার কন্যাকে তো আপনি বঞ্চিত কর্‌তে যাচ্ছেন না? আর থাকোহরি যখন আপনার কৃপা লাভ করেছে, তখন সে নিজেও যথেষ্ট রোজ্‌গার কর্‌তে পার্‌বে।" এই-সব কথা শুনে কর্ত্তা একটু চুপ ক'রে থেকে ভেবে চিন্তে বল্‌লেন—"হ্যাঁ তা বটে, কিন্তু আমার মেয়ে কালো কুচ্ছিত, তাকে যদি থাকোহরির পছন্দ না হয়..." এতে আমি বল্‌লাম—"মানুষের বাহিরটাই কি সব? অমর বঙ্কিমচন্দ্র কি দেখিয়ে যান নি যে ভ্রমরের কাছে শত রোহিণী তুচ্ছ! তা ছাড়া থাকোহরির মনের কৃতজ্ঞতা তার চোখে যে প্রীতির অঞ্জন মাখিয়ে দেবে, তাতে জগতের সকল সুন্দরী কৃষ্ণকলির মাধুর্য্যের

কাছে পরাজিত হ'য়ে যাবে!" আমার এই কথা শুনে কর্ত্তা অনেকক্ষণ ভেবে শেষে নিম্‌রাজী হ'য়ে বল্‌লেন—"আচ্ছা, কিছু দিন ভেবে-চিন্তে দেখি আর থাকোহরি আর কৃষ্ণকলির মনের ভাবটাও কিছুকাল লক্ষ্য ক'রে দেখি, তার পর আপনার পরামর্শ-মতো যা-হয় কিছু করা যাবে।" আজকে কৃষ্ণকলির কথা শুনে এই কথাটা আমার মনে প'ড়ে গেলো; আজ আবার কর্ত্তার কাছে কথাটা তুলেছিলাম; তিনি বল্‌লেন,—"আরও দু-চার বছর লক্ষ্য ক'রে দেখি।" তা দেখো বাবাজী, এই অতুল সম্পত্তি যদি লাভ কর্‌তে চাও, তবে কৃষ্ণকলিকে খুব ভালো বাস্‌বে আর খুব শান্ত শিষ্ট হ'য়ে কর্ত্তা-গিন্নির মন জুগিয়ে চল্‌বে। আমি তোমার জন্যে কুবেরের ভাণ্ডারের দরজা খুলে দিয়েছি, এখন তুমি দখল কর্‌তে পার্‌লেই হয়।

থাকোহরি রামযাদুর বানানো উপন্যাস সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'রে রামযাদুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় অবনত হ'য়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে বল্‌লে—আমার সমস্ত শুভাদৃষ্টের মূল আপনি। আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদ থাক্‌লে আমার কর্ত্তব্যের কিছু ত্রুটি হবে না।

রামযাদু নিজের বুদ্ধির কৌশল ও থাকোহরির ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে খুশী হ'য়ে বল্‌লে—বেশ বাবাজী বেশ! আমি তোমাকে সদা-সর্ব্বদাই সৎপরামর্শ দেবো।

* * *

রামযাদু কল্‌কাতায় এসে অবধি পরাণ-বাবুর বাড়ীতেই পরাণ-বাবুর গোরুর খাঁটি দুধ দই ক্ষীর মাখন ছানা শর খেয়ে

সপরিবারে দিব্য আরামে আছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'য়ে নেই। রামযাদুর সদাই মনের মধ্যে ভয়-ভয় করে, কখন্ বুঝি বা পরাণ-বাবু বাড়ীটা ছেড়ে দিতে বলেন বা ভাড়াই চেয়ে বসেন, আর কখন্ বা গোরুটাই ফিরে চান। এই জন্য সে আজ-কাল পরাণ-বাবুকে পরিতুষ্ট রাখ্বার জন্য বিধিমতো চেষ্টা করে।

এক দিন গভীর রাত্রে রামযাদু সপরিবারে থিয়েটার দেখে বাসায় ফির্ছিলো। পরাণ-বাবুর বাড়ীর কাছাকাছি এসে তার উর্ব্বর মস্তিষ্কে হঠাৎ একটা সুবুদ্ধি গজিয়ে উঠ্লো; সে গাড়োয়ানকে বল্লে—দেখ্, তোকে আট আনা পয়সা বেশী দেবো, তুই এই গলির ভিতর দিয়ে একটু ঘুরে চল্‌······ এক জায়গায় একজনের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো······

গাড়োয়ানদের স্বভাবসিদ্ধ আপত্তি অমনি রুক্ষ স্বরে বিঘোষিত হলো—না বাবু, কতো দেরী কর্বেন, আট আনায় হবে না······

রামযাদু মোলায়েম সুরেই বল্লে—না রে বাপু, বেশী দেরী হবে না, বড়ো জোর পনেরো মিনিট। বেশী দেরী হয় তো বেশীই দেবো, তার আর কথা কি?

গাড়ী গলির মধ্যে দিয়ে পরাণ-বাবুর বাড়ীর সাম্নে গিয়ে দাঁড়ালো।

রামযাদুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা কর্লে—এতো রাত্রে কর্ত্তার বাড়ীতে কি কর্তে এলে?

রামযাদু বল্‌লে—বাড়ীখানা যাতে ফিরিয়ে না চায় তার একটা চেষ্টা করা উচিত তো ?

এ-সম্বন্ধে রামযাদুর সহধর্ম্মিণীর কিছুমাত্র মতানৈক্য ছিলো না। তবে সে বুঝ্‌তে পার্‌লে না যে রাত তিনটের সময় তার স্বামীর সেই সাধু চেষ্টা কি উপায়ে সম্পন্ন হবে। সে 'ফলেন পরিচীয়তে' নীতি অবলম্বন করে' মৌন হ'য়ে রইলো। তাদের ছেলেমেয়েগুলো সব গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রামযাদু গাড়ী থেকে নেমে পরাণ-বাবুর বাড়ীর দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে মহাচীৎকার করে' ডাকা-ডাকি সুরু করে' দিলে—দরোয়ানজী, এ দরোয়ানজী ! ওরে বোঁচা ! রাইচরণ !······থাকোহরি !······সরকার মশায় !······

তার শোরগোলে বাড়ীশুদ্ধ লোক সচকিত হ'য়ে জেগে উঠ্‌লো। ঘরে ঘরে ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট জ্ব'লে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা-বিজড়িত বিভিন্ন স্বরে প্রশ্ন হতে লাগ্‌লো—কৌন হ্যায় ? ······কে ?······কি চাই ?······

রামযাদু প্রশ্নের উত্তরে ব্যস্তসমস্ত ভাবে ডাকলে—দরোয়ানজী জল্‌দি দর্‌ওয়াজা খোলো—হাম রামযাদু মুখুজ্জা মশা হ্যায়······

প্রকাণ্ড দরজার প্রকাণ্ড হুড়্‌কা হড়াত ক'রে খুলে গেলো এবং দরোয়ান চাকর সরকার প্রভৃতি চার পাঁচ জনে উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—ক্যা মুখুজ্জা মশা ? ক্যা হুয়া ?···কি হয়েছে ?······

রামযাদু ব্যগ্র স্বরে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কর্ত্তা ভালো আছেন তো ?

সকলে রামযাদুর প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে—হ্যাঁ, তিনি তো ভালোই আছেন !

রামযাদু পরম স্বস্তি অনুভবের ভাণ করে' নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—আঃ ! বাঁচা গেলো ! এতোক্ষণে ধড়ে প্রাণ এলো !······

সকলে রামযাদুর কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে না পেরে অবাক্ হ'য়ে রামযাদুর মুখের দিকে চেয়ে যখন আশা কর্‌ছে যে, রামযাদু হয় তো রহস্যটা আর একটু পরিষ্কার করে' তুল্‌বে, তখন দোতলা থেকে পরাণ-বাবুর গম্ভীর গলার প্রশ্ন শোনা গেলো—বেচা, কী হয়েছে রে ? মুখুজ্জে মশায়ের গলা শুন্‌ছি যেনো ?

রামযাদুর ডাক-হাঁক শুনে থাকোহরিও ঘুম থেকে জেগে উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো ; সে পরাণ-বাবুর প্রশ্ন শুনে বল্‌লে—হ্যাঁ, মুখুজ্জে মশায়ই এসেছেন ।

পরাণ-বাবু আবার প্রশ্ন কর্‌লেন—কেনো ? বাড়ীতে কারো অসুখ-বিসুখ হয় নি তো ?

রামযাদু পরাণ-বাবুর কথা শুনেই ব'লে উঠ্‌লো—আঃ ! প্রাণটা জুড়োলো !···কী দুর্ভাবনাই হয়েছিলো !······

পরাণ-বাবু প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে থাকোহরির উত্তর না পেয়ে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে নীচে নেমে এলেন ; থাকোহরি অনুক্ষণ অপেক্ষা কর্‌ছিলো যে, এইবার হয় তো রামযাদু তার অসাময়িক আগমনের

কারণ ব্যক্ত করে' বল্‌বে ; তাই সে অবাক্ হ'য়ে রামযাদুর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলো, সে পরাণ-বাবুকে কিছুই জবাব দিতে পার্‌ছিলো না।

পরাণ-বাবু নীচে এসেই ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কী হয়েছে মুখুজ্জে মশায় ? বাড়ীর সব ভালো তো ?

রামযাদু আবার আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—যাক্, দুর্ভাবনা ঘুচ্‌লো। বাঁচা গেলো ! ধড়ে প্রাণ এলো !...

সমবেত লোকেরা রামযাদুর মুখে কেবল এই একই কথার পুনরাবৃত্তি শুন্‌তে শুন্‌তে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিলো, এবং রামযাদুর দুর্ভাবনাটা যে কিসের, তা জান্‌বার জন্যে সকলেই ব্যস্ত ও ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলো।

পরাণ-বাবুও উৎসুক স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—কিসের দুর্ভাবনা মুখুজ্জে মশায় ? ব্যাপার কি ?

রামযাদু বল্‌লে—আমার স্ত্রী ঘুমের ঘোরে হঠাৎ কেঁদে উঠ্‌লেন। আমি তাঁকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"কি স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠ্‌লে ?" জেগে উঠেও তিনি হাপুস-নয়নে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, কান্না আর থামে না, কথাও বল্‌তে পারেন না। অনেক সান্ত্বনা দেওয়ার পর তিনি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্‌লেন—"আমি স্বপ্নে কর্ত্তার অমঙ্গল দেখেছি।" আমি তাঁকে অনেক করে' বোঝালাম যে, আমি তো রাত্তিরে কর্ত্তার বাড়ী থেকে এসেছি, তাঁকে ভালো দেখে এসেছি ; কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মান্‌তে চান না। তখন আমি অগত্যা বল্‌লাম, আচ্ছা,

তুমি স্থির হ'য়ে থাকো, আমি গিয়ে কর্ত্তার খবর নিয়ে আস্‌ছি। কিন্তু তিনি এ কথাতেও ধৈর্য্য মান্‌লেন না, বল্‌লেন—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো; তুমি যাবে, ফিরে আস্‌বে, অতোক্ষণ দেরী আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। তখন গাড়ী ডেকে তাঁকে শুদ্ধ নিয়ে এলাম, ছেলে-মেয়েগুলোও সঙ্গ ছাড়্‌লে না!

পরাণ-বাবু খুশীর হাসিতে প্রকাণ্ড বাড়ী ভরিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—আচ্ছা পাগল তো আপনারা! এতো রাত্রে বৌমাও বুঝি কচি-কাচা কাচ্চা-বাচ্চা সবাইকে নিয়ে এসেছেন? তিনি গাড়ীতে ব'সে আছেন! যান যান, বাড়ী যান, ছেলেগুলোর রাত জাগ্‌লে হিম-টিম লেগে অসুখ-বিসুখ কর্‌তে পারে।

রামযাদু বল্‌লে—না না, আমাদের তো ঘুম ভেঙেই ছিলো; না এলে তো দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি ঘুমই হ'তো না। তবে অসময়ে এসে যে আপনাদের জ্বালাতন করে' গেলাম এই এখন আমার মনস্তাপ হচ্ছে।

পরাণ-বাবু খুশী হ'য়ে বল্‌লেন—না না, আমার ওঠ্‌বার তো সময় হ'য়েই এসেছিলো।...যান্, আর বিলম্ব কর্‌বেন না।

রামযাদু বল্‌লে—হ্যাঁ যাই, গিন্নি আবার সত্যনারাণের শিন্নি, সুবচনীর পূজো, কালীঘাটের কালীর কাছে কালো-ধলো পাঁঠা, আর মা-কালীর জিব সমান উঁচু চিনির নৈবিদ্যি দিয়ে পূজো মানত করেছেন, তার আয়োজন কর্‌তে হবে...

পরাণ-বাবু পরম পরিতুষ্ট হ'য়ে বল্‌লেন—দুজনেই আপনারা সমান ক্ষ্যাপা দেখ্‌ছি। থাকো, তোমার মা'র কাছ থেকে

একশো টাকা এনে মুখুজ্জে মশায়কে দাও তো···আমার জন্যে ওঁর সুখ-দণ্ড হয় কেনো ?

রামযাদু দন্ত বিকশিত করে' বল্‌লে—তা টাকা দেবেন দিন্, আপনার দৌলতেই তো আমরা খেয়ে-প'রে বেঁচে-ব'র্ত্তে আছি···অতো বড়ো একটা বাড়ীই অম্‌নি পেয়ে গেছি··· গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা হবে···

থাকোহরি ছুটে মাতঙ্গিনীর কাছে গিয়ে এক-শো টাকা এনে রামযাদুকে দিলে। রামযাদু খুশী হ'য়ে বল্‌লে—তবে এখন আসি।

পরাণ-বাবু হাসিমুখে বল্‌লেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আর বিলম্ব কর্‌বেন না। কাল আপনার বাড়ীর সঙ্গে টেলিফোন্ কনেক্‌সন্ করিয়ে দেবো, তা হলে আর রাত দুপুরে গাড়ীভাড়া ক'রে ছেলেপুলেদের শুদ্ধ টেনে নিয়ে আস্‌তে হবে না।

পরাণ-বাবুর কথাটা রামযাদুর কানে ব্যঙ্গের মতন শোনালো; সে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হ'য়ে হ্যা-হ্যা ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে এসে গাড়ীতে উঠ্‌লো।

গাড়ী চ'লে কিছুদূর এলে রামযাদু নিজের সহধর্ম্মিণীকে বল্‌লে—শুনেছো তো সব? ক্যায়সা বুদ্ধির কৌশল খাটিয়ে বেটা কেওটকে বোকা বানিয়ে দিয়ে এসেছি! বাড়ীটা আর ফিরে চাইতে পার্‌বে না।

মনমোহিনী স্বামীর কথা শুনে কেবল বল্‌লে—"হুঁ!" সে স্বামীর সহধর্ম্মিণী হ'লেও স্বামীর এই মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনার

কৌশলে সুখী হবে বা দুঃখিত হবে স্থির ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছিলো না।

পরদিন হ'তে রামযাদুর বাড়ীতে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ধুম লেগে গেলো—অবশ্য পরাণ-বাবুর টাকায়, কিন্তু পরাণ-বাবুর মঙ্গল-কামনায় নয়, পরাণ-বাবুর বাড়ীটি যাতে নির্ব্বিঘ্নে করায়ত্ত হয় এই কামনায়। আর রামযাদুর বাড়ী থেকে পরাণ-বাবুর বাড়ীতে রোজই পূজার প্রসাদ আসে—আজ সত্য-নারায়ণের শিন্নি, কাল সুবচনীর আটভাজা আর কলা, পরশু কালীর প্রসাদ কবন্ধ কালো পাঁঠা আর সের-খানেক চিনি! যদিও কালী লোল রসনা পর্য্যন্ত উঁচু চিনির পাহাড়ের নৈবেদ্য পান নি—কারণ রামযাদু মিষ্ট বাক্য যতোটা বাজেখরচ কর্‌তে প্রস্তুত, রজতমুদ্রা বাজেখরচ কর্‌তে তার সিকি পরিমাণও প্রস্তুত ছিলো না।

এর কয়েক দিন পরে পরাণ-বাবুর আপিসের সমস্ত ভারত-বাসী কর্ম্মচারী—বাঙালী উড়িয়া পশ্চিমা মহারাষ্ট্রী মাদ্রাজী গুজরাটী—সকালবেলা একসঙ্গে পরাণ-বাবুর বাড়ীতে এসে উপস্থিত। তাদের কারো হাতে ফুল, কারো হাতে চন্দন, কারো হাতে ধূপ, কারো হাতে ধুনা, কারো হাতে শঙ্খ, কারো হাতে ঘণ্টা, আর রামযাদুর হাতে চামর! তাদের দেখেই পরাণ-বাবু চমৎকৃত হ'য়ে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্‌লেন—এ কি? ব্যাপার কি?

রামযাদু হাস্যমুখে বল্‌লে—আজ আপনার জন্মদিন।

পরাণ-বাবু পরম পরিতুষ্ট হ'য়ে উচ্চহাস্যে ঘর ভ'রে তুলে ব'লে উঠ্‌লেন—ওহো! তা এখন আমাকে কি কর্‌তে হবে?

রামযাদু বল্‌লে—এখন আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করতে হবে।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—এ সমস্তই মুখুজ্জে মশায়ের অদ্ভুত খেয়াল বোধ হচ্ছে?

রামযাদু বল্‌লে—আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাপুরুষ-পূজার প্রধান পুরোহিত আমিই বটে।

পরাণ-বাবু হাসিভরা প্রসন্ন মুখে মিষ্ট স্বরে বল্‌লেন—আপনার ভারী অন্যায় মুখুজ্জে মশায়! এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি।

রামযাদু পূজার আয়োজন কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে,—ভক্তের অত্যাচার ভগবান্‌কে নিত্য কালই সহ্য কর্‌তে হয়।

পরাণ-বাবু আবার সন্তোষের হাসি হাস্‌লেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘরের মাঝখানকার চেয়ার টেবিল স'রে জায়গা সাফ্ হ'য়ে গেলো। সেখানে পাতা হলো নূতন আসন ও সম্মুখে সজ্জিত হলো পূজোপকরণ। একজোড়া নূতন গরদের জোড়ও বাহির হ'লো এবং পরাণ-বাবুকে সেই জোড় পরিয়ে চন্দনচর্চ্চিত ও মাল্যভূষিত ক'রে শঙ্খ-ঘণ্টা নিনাদিত হ'তে লাগ্‌লো। তারপর ভারতবর্ষের সকল ভাষায় রচিত প্রশস্তি পাঠের ধুম্ লেগে গেলো। পরাণ-বাবু সেই-সব অবোধ্য বন্দনা হাস্যমুখেই শুন্‌তে লাগ্‌লেন।

অনুষ্ঠান শেষ হ'লে সকলকেই পরাণ-বাবুর বাড়ীতে প্রচুর রূপে মিষ্টমুখ ক'রে যেতে হ'লো।

দেবতারা এইবার রামযাদুর ঘুষ সত্য সত্যই খেলেন। একদিন বিকাল-বেলা পরাণ-বাবুর মোটর-গাড়ী এসে রামযাদুর বাড়ীর সাম্‌নে থাম্‌লো, আর অম্‌নি রামযাদুর ছেলে বনমালী বোঁ ক'রে ছুটে এসে পিতার দৃষ্টান্তে শিক্ষা পেয়ে হাত জোড় ক'রে পরাণ-বাবুকে বিনীত স্বরে বল্‌লে—বাবা তো বাড়ী নেই।

পরাণ-বাবু হাসিমুখে গাড়ী থেকে নাম্‌তে নাম্‌তে বল্‌লেন—তা জানি রে জানি, সেইজন্যেই তো এখন এসেছি। যা তোর মাকে বল্ গে যে জেঠা মশায় এসেছে……

পরাণ-বাবু বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন; মনমোহিনী এসে দরজার আড়ালে দাঁড়ালো; বনমালী এসে বল্‌লে—মা এসেছেন……

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—দেখো বৌমা, আমি এই বাড়ীটার দান-পত্র রেজেষ্টারী ক'রে দিতে এসেছি; মুখুজ্জে মশায়কে দিতে গেলে তিনি হয়তো শূদ্রের দান নিতে আপত্তি কর্‌তেন, তাই আমি দলিলখানা তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, এ বাড়ী আমি ছেলেদের দিলাম; আর গোরুটাও তোমার বাড়ীতেই থাক্, খোকারা দুধ খাবে।

মনমোহিনী চাপা গলায় পরাণ-বাবুর শ্রুতিগম্য স্বরে বল্‌লে—বুনো, তুই কর্ত্তাকে বল্, আমরা তো তাঁরই আশ্রিত, আমাদের যা অভাব হবে তা তাঁকেই পূর্ণ কর্‌তে হবে।

পরাণ-বাবু হো হো ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মোটরে উঠ্‌লেন।

রামযাদু বাড়ীতে এসে পত্নীর কাছ থেকে দলিল পেয়ে খুশীতে এক-মুখ হেসে বল্‌লে—বেটা কেওটকে আচ্ছা ভোগা দিয়েছি।

কিন্তু মহাব্রাহ্মণ রামযাদুর মনে কেওটের দান গ্রহণে এতোটুকু আপত্তিও উদয় হ'লো না।

রামযাদুর আপিসের সকল কর্ম্মচারী রামযাদুর লাভের সংবাদে মুখে হর্ষ প্রকাশ কর্‌লেও মনে মনে ও পরস্পরে চুপি চুপি বল্‌তে লাগ্‌লো—পূজো কর্‌লাম আমরা সকলে, আর দেবতার বর মিল্‌লো একা রামযাদুর ভাগ্যে! আমরা শুধু লেংড়া আম আর মিষ্টান্ন খেয়েই বিদায়!

কিন্তু সকলের মনেই আশা জেগে রইলো যে, এই পূজার ফল তারাও কোনো না কোনো আকারে কিছু না কিছু পাবে। কিন্তু রামযাদুর লাভের সমতুল্য যে হবে না, এটা নিশ্চিত জেনে তারা রামযাদুর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে রইলো।

* * *

রামযাদু বাড়ীটি কায়েমি ভাবে লাভ ক'রেই, আরও অধিক লাভ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে স্থির কর্‌লে, শহরের বাইরে কোথাও অল্প ভাড়ায় একটা বাড়ী নিয়ে পরাণ্-বাবুর-দেওয়া বাড়ীটা বেশী টাকায় ভাড়া দিয়ে কিছু আয়ের উপায় ক'রে নেবে। কিন্তু তার চিন্তা হ'লো কোন্ ছলে সে এই বাড়ী ছেড়ে শহরের বাইরে যাবে; পরাণ-বাবু তাকে বাড়ী দান করেছেন সপরিবারে বাস কর্‌বার জন্য; এখন যদি সে সেই বাড়ী ভাড়া দিয়ে অন্যত্র যেতে চায়, তবে তিনি কি মনে কর্‌বেন?

পরাণ-বাবুর কাছে চক্ষুলজ্জা রামযাদুকে একটু বিব্রত ক'রে তুল্‌লো। কিন্তু তার উর্ব্বর মস্তিষ্ক অল্প ক্ষণেই একটা ফিকির অ'বিষ্কার কর্‌লে—সে যদি পরাণ-বাবুকে বলে যে শহরের গোলমালের মধ্যে তার গবেষণা আর সাহিত্য রচনা যথোপযুক্ত রকমে হ'তে পার্‌ছে না, তা হ'লে তিনিই হয় তো শহরতলীর কোথাও তার বাসের সুবন্দোবস্ত ক'রে দেবেন। কিন্তু অন্যত্র যাওয়ার জন্য কেবল এই ওজরটি তার যথেষ্ট মনে হ'লো না। সে আবার উন্মনা হ'য়ে বলবত্তর কোনো কারণ অনুসন্ধানে নিজের চিন্তা ও চিত্তকে নিযুক্ত কর্‌লে।

একদিন আপিস থেকে বাড়ী ফির্‌বার পথে সে দেখ্‌লে একটি ছোটো ছেলে কেঁদে কেঁদে পথে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ছোটো ছেলেটির উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আর ব্যাকুল ক্রন্দন দেখে রামযাদুর চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো, সে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে স্নেহভরা কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোমার কি হয়েছে বাবা?

ছোটো ছেলেটি কান্নার ফাঁকে ফাঁকে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে যা বল্‌লে, তা জোড়া-তাড়া দিয়ে যামযাদু এই বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, ছেলেটির মা গঙ্গাসাগরে তীর্থ কর্‌তে গিয়েছিলো, সেইখানেই তার মৃত্যু হয়েছে, তীর্থযাত্রী লোকেরা দয়া ক'রে তাকে কল্‌কাতায় ফিরিয়ে এনে পথে ছেড়ে দিয়ে বলেছে যাও ভিক্ষে ক'রে খাও। বালক ভিক্ষা কর্‌তেও জানে না, আর নিরাশ্রয় হ'য়ে লোকারণ্যে হারিয়ে গিয়েছে ব'লে ভয় পেয়ে কাঁদ্‌ছে।

তাদের বাড়ী নিশ্চিন্তপুর, তারা সেখান থেকে অনেকখানি পথ হেঁটে রেলে উঠে কল্‌কাতায় এসেছিলো ; এর বেশী খবর আর সে কিছু দিতে পার্‌লে না ; সেই নিশ্চিন্তপুর যে কোন্‌ জেলায় বা কোন্‌ থানা বা পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত তা সেই বালক জানে না। রামযাদু ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে জান্‌লে—তার মা আর সে একখানা কুঁড়ে ঘরে থাক্‌তো, তার মা ধান ভান্‌তো, তাদের আর কেউ নেই ; তারা কি জাত সে তা জানে না।

রামযাদুর পরদুঃখকাতর চিত্ত বালকের কাহিনী শুনে ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌লো, তার চোখ ছল্‌ছল্‌ কর্‌তে লাগ্‌লো, সে করুণার্দ্র স্বরে বল্‌লে—চলো বাবা তুমি আমার সঙ্গে ; কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখ্‌বো কেউ যদি তোমার আপনার লোক সাড়া দেয় তার কাছে পাঠিয়ে দেবো নইলে·· ··

—"অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দেবেন।"—রোরুদ্যমান বালক ও রামযাদুকে ঘিরে যে জনতা জমেছিলো সেই জনতার মধ্যে থেকে একজন পরামর্শ দিলে।

রামযাদুর মনের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ-চমকের মতন এই কথাটা ঝলক মেরে গেলো, তার মনের অনেকখানি স্থান এক মুহূর্ত্তে আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো ; রামযাদু মনে মনে বল্‌লে—অনাথ-আশ্রম আমিই খুল্‌বো আর এই উপলক্ষ্য ক'রেই আমি শহর ছেড়ে বাইরে যেতে পার্‌বো।

রামযাদুর অশ্রুপূর্ণ চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো, সে

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ছেলেটির হাত ধ'রে স্নিগ্ধ স্বরে বল্‌লে—এসো বাবা, আমার সঙ্গে এসো……

রামযাদু সন্ধ্যার পর পরাণ-বাবুর বাড়ীতে গেলো এবং কথায় কথায় অনাথ নিরাশ্রয় বালককে আশ্রয় দেওয়ার কথা জানিয়ে অবশেষে বল্‌লে—আমি যখন ছেলেটিকে বল্‌লাম যে, চলো বাবা এখন আপাততঃ আমার বাড়ীতেই থাক্‌বে, তার পর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তোমার আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ ক'রে তোমাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো, তখন কোথা থেকে এই আকাশ-ভাষণ ভেসে এলো—এই বালককে নিয়ে তুমি একটি অনাথ-আশ্রম খোলো! আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম; কে এ কথা বল্‌লে দেখ্‌বো মনে কর্‌লাম, কিন্তু স্থির কর্‌তে পার্‌লাম না সেই কথা কোন্ দিক্ থেকে উচ্চারিত হয়েছে; মনে হ'তে লাগ্‌লো যেনো সমস্ত আকাশ ভ'রে চারিদিক্ থেকেই সেই কথার ধ্বনি ভেসে আস্‌ছে; তখন আমার মনে হ'লো—এ দৈববাণী! এই সম্ভাবনা মনে উদয় হবা মাত্র দেখ্‌লাম, কারা পূজা কর্‌বে ব'লে অন্নপূর্ণার প্রতিমা কিনে নিয়ে আস্‌ছে—মাতা জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা ভিখারী শিবকে অন্ন দান কর্‌ছেন। আমার গায়ে রোমাঞ্চ হ'লো…এখনও ঐ কথা স্মরণ কর্‌তে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে…

পরাণ-বাবু ভাব-বিহ্বল কণ্ঠে বল্‌লেন—

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়া-রূপেণ সংস্থিতা॥

সেই মহামায়া জগদম্বা দয়া রূপে আপনার হৃদয়ে নিত্য বসতি করছেন; আপনি দেবানুগৃহীত মহৎ ব্যক্তি এর পরিচয় আমি বার বার পেয়ে আস্‌ছি। শিবানীর যে দৈববাণী আপনি শুনেছেন সেই আদেশ আপনি পালন করুন, জগতের কল্যাণ-ব্রতে প্রবৃত্ত হ'লে আপনার কোনো অভাব হবে না।

রামযাদু পরাণ-বাবুর ভাবোচ্ছ্বাস শুনে সুযোগ পেয়ে বল্‌লে—তাই আমি মনে করেছি কল্‌কাতার বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে শহরের বাইরে একটা পুকুর-বাগান-ওয়ালা বাড়ী ভাড়া নেবো; তাতে কিছু টাকা লাভ হবে, আর তাই দিয়ে এখনকার মতন অনাথ-আশ্রমের খরচ চ'লে যাবে; আর পুকুরের মাছ আর বাগানের ফল-ফুলুরী তরী-তরকারী পেলে অনাথদের ভরণ-পোষণেরও অনেকটা আনুকূল্য হবে।

পরাণ-বাবু রামযাদুর প্রস্তাব শুনে আনন্দিত হ'য়ে বল্‌লেন—সাধু সঙ্কল্প! আপনি সেই রকম একটা বাড়ী খোঁজ করুন, আমিও লোক লাগিয়ে খোঁজ করবো। সব ঠিক হ'য়ে যাবে মুখুজ্জে মশায়, আপনি কিছু ভাব্‌বেন না; মা অন্নপূর্ণা সব অভাব পূর্ণ ক'রে দেবেন।

রামযাদু বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, পরাণ-বাবুর ঐ কথার অর্থ কি; তাই সে হাসিমুখে বল্‌লে—আপনি যখন আশ্বাস দিচ্ছেন, তখন আর আমার ভাবনা কি? জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ!

অতি শীঘ্রই কলিকাতার উপকণ্ঠ বালিগঞ্জে রেলওয়ে-ষ্টেশনের নিকটেই একটি বাগান-পুষ্করিণী-সংলগ্ন দ্বিতল বাড়ী অল্প ভাড়ায় পাওয়া গেলো। রামযাদু কল্‌কাতার বাড়ী ভাড়া দিয়ে সেই নূতন ভাড়াটে বাড়ীতে বাস কর্‌তে গেলো; এতে মাসে তার পঞ্চাশ টাকা আয় বৃদ্ধি হ'লো।

রামযাদু একখানা এনামেল-করা লোহার পাটায় বড়ো বড়ো অক্ষরে বাড়ীর নাম লেখালে অন্নপূর্ণা অনাথ-আশ্রম, এবং সেখানাকে সাইন-বোর্ডের মতন বাড়ীর সাম্‌নে লট্‌কে দিলে।

তার পর সে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে কেউ কোথাও কোনো অনাথ ছেলে-মেয়ের সন্ধান পেলে যেনো অনুগ্রহ ক'রে তার আশ্রমে পাঠিয়ে দেন।

রামযাদুর এই আত্মত্যাগমূলক পরোপকার-ব্রতের সংবাদ সত্বর সারা বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়্‌লো; সংবাদপত্রে তার প্রশংসা বিঘোষিত হ'তে লাগ্‌লো।

আপিসের সাহেবেরা এই সংবাদ পাঠ ক'রে রামযাদুকে ডেকে খুব আনন্দ প্রকাশ কর্‌লেন এবং রামযাদুর সৎ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা কর্‌লেন। তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে বল্‌লেন—আপনি সাধারণের কাছে অর্থ-সাহায্যের জন্যে একটা বিজ্ঞাপন দেন, আমরা আপিস থেকে সকলে কিছু কিছু দিয়ে চাঁদা আদায়ের সূত্রপাত ক'রে দেবো।

এই কথা ব'লে বড়ো সাহেব বল্‌লেন—আমাদের আপিস

আপনার আশ্রমকে হাজার টাকা দেবে, আর আমি নিজে দেবো পাঁচ শো টাকা।

ছোটো সাহেব বল্‌লেন—আমি দেবো আড়াই শো টাকা।

পরাণ-বাবু সেখানে উৎফুল্ল-মুখে ব'সে সাহেবদের কথা শুন্‌ছিলেন; তিনিও বল্‌লেন—আমি দেবো দু শো টাকা; আর থাকোহরি দেবে পঞ্চাশ টাকা।

রামযাদুর মুখ অপ্রত্যাশিত লাভে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো—একেবারে থোক দু হাজার টাকা হাতে লাভ! এর টানে আবার কতো হাজার এসে পড়্‌বে তার নির্ণয় কে কর্‌বে?

রামযাদু সাহেবদের বিনীত ধন্যবাদ জানিয়ে বল্‌লে—সে তার মুনিবদের সাহায্য ও পরামর্শ বরাবর পাবার আশাতেই এই দুরূহ ব্রত গ্রহণ করেছে।

রামযাদু ও পরাণ-বাবু সাহেবদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে পরাণ-বাবু হাসিমুখে রামযাদুকে বল্‌লেন—আমার এই চাঁদাটা প্রথম কিস্তি; ছোটো সাহেবের চেয়ে আমি তো বেশী দিতে পারি না, তাই ঐ অল্প পরিমাণই বল্‌তে হ'লো……

রামযাদুও খুশীতে হেসে বল্‌লে—তা আমি জানি…আপনার ভরসাতেই তো আমার এতোবড়ো কাজে হাত দিতে সাহস হয়েছে।

পরাণ-বাবু আপিসের সকলকে ডেকে সাহেবদের চাঁদা দেওয়ার কথা বল্‌লেন এবং সকলকে যথেচ্ছা দান কর্‌তে সাহেবদের অনুরোধ জানালেন।

সাহেবদের অনুরোধ পরাণ-বাবুর মুখে ব্যক্ত ও সমর্থিত হওয়ার মানেই হুকুম। সকলে বিনা বাক্য ব্যয়ে চাঁদার তালিকায় নিজেদের দেয় অর্থের অঙ্কপাত কর্‌তে লাগ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আপিস থেকে আরও সহস্রাধিক টাকা উঠে গেলো।

এই চাঁদা আদায়ের তালিকা সমেত সাহায্যের আবেদন যখন কাগজে কাগজে বাহির হ'লো তখন চারিদিক থেকে অনাথ বালক-বালিকা ও অজস্র অর্থ অন্ন বস্ত্র আম্‌দানী হ'তে লাগ্‌লো।

রামযাদু দেখ্‌লে এ এক মন্দ ব্যবসায় নয়। অনাথদের দৌলতে তার নিজের ছেলেদেরও জামা-কাপড় কিন্‌তে হয় না; বদান্য দাতারা অনাথদের খাদ্য-সামগ্রী উপহার দিলে সেই ভোজ থেকে তারাও বঞ্চিত হয় না; রামযাদুর বাড়ীতে নূতন কম্বল বিছানা চাদর এতো জ'মে যায় যে, সে তাও মাঝে মাঝে বেচে ফেলে বেশ দু পয়সা আয় ক'রে নেয়। তাই এখন তার মুখে অনাথদের অপার দুঃখ ও তা মোচনের জন্য প্রার্থনা ছাড়া আর অন্য কথা বড়ো একটা শোনা যায় না। এতে অনাথদের সুবিধা যতো হোক না হোক, তার নিজের সুবিধা বিলক্ষণ হচ্ছিলো। তবে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত কোনো কোনো লোক অপ্রকাশ্যে তাকে 'অর্ফ্যান্ দি গ্রেট্' ব'লে বিদ্রূপ কর্‌তেও ত্রুটি কর্‌তো না। রামযাদু সে-সব বিদ্রূপ শুনেও শোনে না।

রামযাদুর হাতে অনাথ-আশ্রমের আকর্ষণে এতো টাকা এসে জম্‌লো যে, সে যে-বাড়ীটাতে অনাথ-আশ্রম করেছিলো সেই

বাড়ীটা কিনে ফেল্‌লে; কিন্তু অনাথ-আশ্রমের নামে নয়, নিজেরই নামে।

রামযাদুর এই পরোপকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য সকল সমাজে তার বিশেষ প্রতিষ্ঠা। গভর্মেণ্ট্ কর্ম্মচারীরা, আপিসের সাহেবেরা ও সাধারণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সকলেই তাকে বিশেষ খাতির করে। এক বৎসর পরেই সম্রাটের জন্মদিনে রামযাদু রায় বাহাদুর খেতাবে সম্মানিত হ'লো। রামযাদু এখন সকল সভা-সমিতিতে গণ্য-মান্য অভ্যাগতের আসন সহজেই অধিকার ক'রে বসে।

একদিন সকাল বেলা রামযাদু ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে পাড়ার সকলকে খবর দিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো, যে, কাল রাত্রে মা অন্নপূর্ণা আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন যে, তিনি অষ্টধাতুর প্রতিমা রূপে আমার বাড়ীর পুষ্করিণীর ঈশান কোণে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁকে উদ্ধার ক'রে বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে। আপনারা সকলে আসুন··· যদি স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র না হয় তা হলে মায়ের আবির্ভাব স্বচক্ষে দেখ্‌বেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই সংবাদ বহু দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে গেলো; কাতারে কাতারে লোক এসে রামযাদুর বাগানে মেলা জমিয়ে তুললে।

পুষ্করিণীর ঈশান কোণে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিয়ে রামযাদুকে অন্নপূর্ণার পূজা হোম পুরশ্চরণ করালে। তার পর বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় পূজা সাঙ্গ ক'রে রামযাদু প্রতিমা উদ্ধার কর্‌তে জলে নামলো। অনাথ বালক-বালিকারা কাঁসী ঘণ্টা শঙ্খ বাজিয়ে

লোকের কানে তালা লাগিয়ে দিতে লাগ্‌লো। অন্নপূর্ণা-পূজার উপলক্ষে ঢাক ঢোল কাঁশী বাজনাও আনানো হয়েছিলো, তার বাজনদারেরাও উন্মত্তের মতন ঢাক ঢোল কাঁশী পিটিয়ে পিটিয়ে যেনো ভেঙে ফেল্‌বার উপক্রম করেছে।

রামযাদু ডুবের পর ডুব পাড়্‌ছে; সে একবার ডুব দিচ্ছে, আর যতক্ষণ দম জলের তলে ডুবে থেকে মাটি হাৎড়ে হাৎড়ে জল ঘুলিয়ে ফেল্‌ছে, তার পর নিষ্ফল হ'য়ে উঠে করুণ কাতর স্বরে চীৎকার কর্‌ছে—মা! মা! করুণাময়ী! দয়া করো মা!···

রামযাদু এক-একবার উঠ্‌ছে আর তার চোখে-মুখে নিরাশার ভাব ফুটে উঠ্‌ছে। সমবেত লোকেরা প্রত্যেক বারই আশা কর্‌ছে এইবার হয় তো দেবীর আবির্ভাব হবে। রামযাদু দু-দুবার ডুবেও যখন কিছু তুল্‌তে পার্‌লে না, তখন সবাই বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো বার বার তিন বার! তিনবার না চেষ্টা কর্‌লে কি ত্র্যম্বক-গৃহিণী ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিনয়না মহামায়ার দর্শন মিল্‌বে? কিন্তু তৃতীয় বারেও যখন রামযাদু শূন্য হাতে উঠলো তখন সকলে বল্‌লে—পাঁচবারের বার পঞ্চানন-পত্নীর আবির্ভাব হতে পারে। পাঁচবার ডুবেও যখন রামযাদু কিছু তুল্‌তে পার্‌লে না, তখন অর্দ্ধেক লোক হতাশ হ'য়ে পড়্‌লো, সিকি ভাগ লোক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কর্‌তে লাগ্‌লো—মা অন্নপূর্ণা ওঁকে স্বপ্ন দিয়েছেন! এমন কী সুকৃতি করেছেন উনি যে জগদম্বা যেচে ওঁর ঘরে আস্‌বেন?···

কেউ কেউ বল্‌লে—কিছু বলা যায় না রে ভাই, লোকটার যে রকম পাতা-চাপা কপাল, মায়ের কৃপা না হ'লে কি এতো অল্প দিনে এমন বাড়বাড়ন্ত হয়!

একজন বিজ্ঞ বল্‌লে—ষড়ানন-জননী ষষ্ঠ বারে নিশ্চয় উঠ্‌বেন।

রামযাদুর ষষ্ঠ ডুবও নিষ্ফল হলো।

তখন সকলের মনই হতাশ হ'য়ে গেলো। কিন্তু রামযাদু তার-স্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—জগদম্বা, আমি ডুবে ডুবে ম'রে যাবো তাও স্বীকার, কিন্তু তোকে না নিয়ে আমি উঠ্‌বো না… স্বপ্নে যখন দেখা দিয়ে আদেশ করেছিস্ তখন তোকে ধরাও দিতে হবে পাষাণী!

রামযাদুর বক্তৃতায় বিশ্বাসী ভক্তদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো, কারো কারো চোখে জলও দেখা দিলো।

সাত বারের বার। রামযাদু মা মা ক'রে ডাকৃতে ডাকৃতে ডুব মার্‌লে। অনেকক্ষণ জল নিস্তব্ধ অচঞ্চল হ'য়ে রইলো; সকলে নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে রামযাদুর উত্থানের অপেক্ষায় জলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রইলো। খানিক পরে জলের উপর ভুড়ভুড়ি উঠ্‌তে লাগ্‌লো, ক্রমে সেই ভুড়ভুড়ি কলসীতে জল ভরার সময় কলসীর অভ্যন্তরের বাতাস নির্গমনের মতন জলের উপর ভড়াক্ ভড়াক্ শব্দ ক'রে উথ্‌লে উথ্‌লে উঠ্‌লো; তার পরই রামযাদু জল ছেড়ে কাৎলা মাছের আফাল দেওয়ার মতন লাফিয়ে উঠ্‌লো এবং হাত উঁচু ক'রে তুলে মুখ বেয়ে

জলধারা পতনের বাধা ঠেলে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—পেয়েছি! পেয়েছি! মা ধরা দিয়েছেন! মা জগদম্বা করুণাময়ী!......

রামযাদুর কথা ঢাক ঢোল কাঁশী, কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ ও সহস্র কণ্ঠের মা মা শব্দের মহা কলরোলের মধ্যে ডুবে গেলো। সমস্ত জনতা যেনো উন্মত্ত হ'য়ে তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে চীৎকার করতে লাগ্‌লো। রামযাদুও এক ছুটে জল থেকে ডাঙায় উঠে অন্নপূর্ণা-প্রতিমা দুই হাতে ধ'রে মাথায় রেখে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে সুরু ক'রে দিলে! সকল লোকে সবিস্ময়ে দেখ্‌লে একখানি ক্ষুদ্র সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তি! সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতে আরম্ভ করলে!

রামযাদু যখন শ্রান্ত হ'য়ে হাঁপিয়ে পড়্‌লো তখন সে নৃত্য থেকে নিবৃত্ত হ'য়ে চীৎকার ক'রে বল্‌লে—এইবার মা জগদম্বার প্রতিষ্ঠা অভিষেক পূজা হবে; তার পর বলি আর ভোগ হবে। যাঁরা দয়া ক'রে আমার সামান্য কুটীরে পদার্পণ ক'রেছেন তাঁরা সকলে রাত্রে এসে মায়ের প্রসাদ পেয়ে যাবেন, আমি সকলকে নিমন্ত্রণ করছি।

সকল লোকে রামযাদুর ভক্তির জোর ও কপালের জোর সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগ্‌লো। কেবল দু চার জন কলেজের ছেলে অবিশ্বাসের হাসি হেসে বল্‌লে—আগে থাক্‌তে একটা প্রতিমা জলে ডুবিয়ে রেখে তুল্‌তে আমরাও পারি। বেটার আগাগোড়া সব ভড়ং আর বুজ্‌রুগী!

রামযাদুর দেবী-লাভের সংবাদ শীঘ্রই সারা কল্‌কাতায়

ছড়িয়ে পড়্লো। শত শত লোক গাড়ীতে মোটরে হেঁটে দেবী-দর্শন কর্‌তে আস্‌তে লাগ্‌লো। প্রণামী দক্ষিণা পড়্‌তে পড়্‌তে প্রতিমার সাম্‌নে টাকা আর মোহরের পাহাড় হ'য়ে উঠ্‌লো। ওঙ্কারমল জেঠিয়া এক গাড়ী ঘি ময়দা চিনি দেবীর ভোগের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে; রামভজ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা এক গাড়ী অত্যুত্তম আতপ্‌ চাল পাঠিয়েছে। পাঁঠা তরী-তর্‌কারী মাছ ডাল কোথা থেকে কে যে পাঠাচ্ছে তার আর হিসাবই রাখা গেলো না। শিউবখ্‌শ্‌ হালওয়াই এক গাড়ী মিষ্টান্ন পাঠিয়েছে।

রামযাদু এই-সব সামগ্রী সমাগত দেখেই পঞ্চাশ জন হালুইকর ব্রাহ্মণ আনিয়ে নিলে এবং বাগানের মধ্যে বড়ো বড়ো জোল কেটে পাচকদের ভোগ রাঁধ্‌তে লাগিয়ে দিলে। রাত আটটার মধ্যে ভোগ হ'য়ে গেলো এবং পাড়াপড়শী সকলে মিলে সাহায্য ক'রে হাজার হাজার লোককে পরিতোষ ক'রে আহার করিয়ে বিদায় দিতে লাগ্‌লো। রাত একটার পর সকলকে বিদায় দিয়ে রামযাদু একটু বিশ্রামের অবসর পেলে; তখন সে মুচ্‌কি হেসে সহধর্ম্মিণীকে বল্‌লে—যদি জোটে রোজ এমনি বিনি পয়সার ভোজ!

মনমোহিনী স্বামীর আহারের ঠাঁই কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—আজ সমস্ত দিন তো পেটে অন্ন জুট্‌লো না, এখন খেতে বোসো।

রামযাদু খেতে বস্‌তে বস্‌তে হেসে বল্‌লে, এক দিন উপোষ ক'রে চিরদিনের খোরাকের জোগাড় ক'রে নিলাম রে পাগলী!

স্বামিভক্তিতে মনমোহিনীর মন পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো।

এর পর দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কাউকে কিছু বল্‌তে হলেই রামযাদু বলে—"আমি তো কিছু জানি না, সে মা অন্নপূর্ণা জানেন!" দিতে হ'লে অন্নপূর্ণা কম দিতে বলেন এবং পেতে হলে অন্নপূর্ণা বেশী নিতে বলেন।

রামযাদুর কল্‌কাতার বাড়ীর ভাড়াটে উঠে গেছে; আবার বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। একজন ভদ্রলোক সেই বাড়ীর ভাড়া ঠিক কর্‌তে এসে রামযাদুকে বল্‌লে—মশায়, আপনার বাড়ীটি···

রামযাদু অমনি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বল্‌লে—আমার বাড়ী নয়, মা অন্নদার বাড়ী···

ভদ্রলোক মনে মনে বল্‌লে—মা অন্নদা কেবল অন্নই দেন না, তিনি বাড়ীদাও বটে!

তার পর সে প্রকাশ্যে বল্‌লে—তা যাঁরই বাড়ী হোক, ভাড়ার কথা-বার্ত্তা তো আপনার সঙ্গেই কইতে হবে? আমরা পাপী লোক, মা অন্নদার দেখা তো আমরা পাবো না যে তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌বো?

রামযাদু হেসে বিনয় প্রকাশ ক'রে বল্‌লে—হেঁ হেঁঃ হেঁ, আমি মায়ের সেবক হুকুম-বর্‌দার মাত্র!

—তা যাই হোন্, ঐ বাড়ীটির ভাড়া কতো?

—হেঁ হেঁঃ হেঁ, আজ্ঞে মা বলেছেন—একশো এক টাকা নিতে।

—আমি ঐ বাড়ীতে পঁচিশ ত্রিশ বছর থাক্‌বো, যতো দিন

না ম'রে যাই ; স্থায়ী ভাড়াটের কাছে কিছু কম নেওয়া উচিত, আমি আশি টাকা ক'রে দেবো…

—ভাড়ার কথা আমি তো কিছু জানি না, সে মা অন্নপূর্ণা জানেন। তিনি আমার মনে এই চিন্তা উদয় ক'রে দিয়েছিলেন যে, একশো এক টাকা হ'লেই আমার পূজা ভোগ বেশ সুশৃঙ্খলায় হবে ; তাই আমি সেই পরিমাণ ভাড়ার কথাই বল্‌লাম। তা আপনি যদি কিছু কম দিতে চান দিন্, তাতে আমার কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, মায়ের পূজা ভোগ একটু কম হবে।

রামযাদুর এ কথার পর সে ভদ্রলোক আর ভাড়া কম কর্‌বার কথা মুখেও আন্‌তে পার্‌লে না ; সে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বাস কর্‌বে, দেব-পূজার বিঘ্ন ঘটিয়ে সে দেবতার বিরাগ-ভাজন হ'তে যাবে এতো বড়ো সাহস তার নেই ; সে তাই তৎক্ষণাৎ বল্‌লে—না না, আমি মায়ের পূজার ত্রুটি ঘটাতে চাই না ; বাড়ীখানি আমাদের পছন্দ হয়েছে, আমরা মায়ের পূজার জন্য একশো এক টাকা ক'রেই মাসে মাসে দেবো।

রামযাদু নিজের স্থির-করা ভাড়াতেই একজন স্থায়ী ভাড়াটে পেয়ে খুশী হ'য়ে বল্‌লে—মায়ের বরে আপনার খুব বাড়-বাড়ন্ত হবে, ধুলোমুঠো ধর্‌তে সোনামুঠো হবে। আর একটি কথা আছে, মায়ের আর একটি আদেশ আছে, প্রত্যেক মাসের ভাড়া সেই মাসের পয়লা আগাম দিয়ে দিতে হবে, নইলে তাঁর ভোগ পূজা চলা দুষ্কর হবে, আমি তো ছাঁ-পোষা মানুষ, সামান্য মাইনে পাই…

ভদ্রলোক বল্‌লে—সে আর বেশী কথা কি ? মাসের শেষে দেওয়াও যা, আর মাসের গোড়ায় দেওয়াও তাই। আমি সঙ্গে টাকা এনেছি। এ মাসের টাকাটা দিয়ে যাচ্ছি। একটা রসিদ দেবেন কি ?

রামযাদু আরো খুশী হ'য়ে বল্‌লে—অবিশ্যি, রসিদ দেবো বৈ কি।

রামযাদু কাগজ কলম নিয়ে যখন বাড়ীর ভাড়ার রসিদ লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হ'লো, তখন সেই ভদ্রলোক পকেট থেকে মনিব্যাগ বাহির ক'রে ও তার ভিতর থেকে এক গোছা নোট বাহির ক'রে দশখানি নোট গুণে দিতে লাগলো। রামযাদু রসিদ লিখে দিলে—

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাতা সহায়

কস্য রসিদপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—

আমার বলিয়া লোক-সমাজে পরিচিত রামরতন পালিত ষ্ট্রীটস্থ ১৭ বি নম্বর বাটী আমি মাতা অন্নপূর্ণা দেবীর সেবানু-কূল্যের জন্য শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে মাসিক একশত এক (১০১৲) টাকা হারে ভাড়া দিয়া তাহার এপ্রেল মাসের ভাড়া অগ্রিম বুঝিয়া পাইয়া এই রসিদ লিখিয়া দিলাম।

ইতি—

* * *

এই সময় বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক্ ফেল হ'লো, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল অচল হ'লো, মেডিক্যাল-কলেজের তহবিল-তছরুপাত

ধরা পড়্লো, আর এমনি আরও কয়েকটা প্রবঞ্চনার ব্যাপার আদালতে পর্য্যন্ত গড়ালো। যখন সমস্ত বাংলা দেশ এই-সব ব্যাপার আলোচনায় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, তখন একদিন রামযাদু অতি ধীর ভাবে থাকোহরিকে নির্জ্জনে ডেকে নিয়ে বল্লে— দেখো বাপু থাকোহরি. ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল আর মেডিক্যাল কলেজের মকদ্দমার বিবরণ কাগজে পড়ছো তো? তুমি কিন্তু খুব হুঁশিয়ার! তোমার হাত দিয়ে অনেক টাকার লেনা-দেনা হয়; তুমি ইচ্ছে কর্‌লে এই রকম ক'রে কিছু টাকা মেরে নিয়ে স্বচ্ছন্দেই য়ুরোপে কি আমেরিকায় বা জাপানে স'রে পড়্তে পারো; পুলিশ হাত বাড়াতে না বাড়াতে পগার পার হ'য়ে যাওয়া কঠিন নয়। তাই তোমায় বল্ছি বাপু, তৃতীয় রিপুটিকে বশে রেখো।

থাকোহরি হেসে বল্লে—আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কোনো অভাব নেই; আমি কর্ত্তার কাছে নেমকহারামী কর্‌তে পার্‌বো না।

রামযাদু খুশী প্রকাশ ক'রে থাকোহরির কাঁধ চাপড়ে বল্লে —এই তো চাই ভায়া! বেশ, বেশ!...

রামযাদু থাকোহরিকে কখনো ভাই, কখনো বাপু, বাবাজী বলে, তার সম্পর্কের ও সম্বোধনের স্থিরতা নেই। সে বল্‌তে লাগ্‌লো—কিন্তু এও তো তোমার মনে হ'তে পারে—আপিসের টাকা তো আর কর্ত্তার নয়, ইংরেজের; ইংরেজেরা আমাদের দেশ শুষে লুটে খাচ্ছে, তাদের লুটের ধনে থাবল মার্‌লে চোরের

উপর বাটপাড়ি হ'তে পারে কিন্তু পাপ হয় না। আরো, তা ছাড়া, এও তো তোমার মনে হয় কখনো কখনো···আমার কাছে লুকিয়ো না ভায়া ··যে, ঐ কালো কুচ্ছিত বিদিকিচ্ছি রক্ষাকালীর বাচ্ছা মেয়েটাকে বিয়ে না ক'রে একটি দিব্যি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে বিয়ে করতে পারলে বেশ হ'তো! ঐ কালীর বোতল মেয়েটাকে বিয়ে করবার কল্পনা করতে তোমার গা ঘিন্-ঘিন্ করে কি না, একবার স্পষ্ট ক'রে বলো তো?

থাকোহরি লজ্জিত মুখ নত ক'রে নিরুত্তর হ'য়ে রইলো।

রামযাদু বল্‌তে লাগ্‌লো—তবেই বাবাজী, ভেবে দেখো, এ প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব কি না, যে, কর্ত্তা তো কিছুই দেখেন না, তহবিল আমার হাতে সঁপে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন, এই অবসরে আমি যদি বেশী নয়, লাখ খানেক টাকা হাতিয়ে জাপানে কি চীনে স'রে পড়ি, তা হ'লে সেখানে একটি মেয়ে বিয়ে ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারি। চীনে মেয়ে খেঁদা বোঁচা কোটর-চোখী হলেও কৃষ্ণকলির চেয়ে তো লক্ষগুণে সুন্দরী!···

থাকোহরি গম্ভীর নতমুখে নিরুত্তর। রামযাদু তার মনে ভাবনার আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, তার মন পুড়্‌তে শুরু করেছে।

রামযাদু থাকোহরির চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে খুশী হ'য়ে আবার তার কাঁধ চাপ্‌ড়ে বল্‌লে—অতএব সাবধান বাবাজী! নাস্তি লোভাৎ পরো রিপু! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন!

থাকোহরি মুখ তুলে একবার রামযাদুর মুখের দিকে চাইলে, কিন্তু তার দৃষ্টি লক্ষ্য-হারা, মুখ বচনবিহীন। সে দুর্ভাবনায় ক্রমশঃ তলিয়ে চলেছে। সে কৃষ্ণকলিকে কোনো দিন সচেতন ভাবে ভাবী স্ত্রীরূপে ভেবে দেখে নি; নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা হিতৈষী উপকারকের কন্যা ব'লে তাকে সে আদর-যত্ন করেছে, অনেকটা খোসামোদের খাতিরে; দু-একবার যখন তার মনে হয়েছে যে কৃষ্ণকলি তার স্ত্রী হবে, তখন সে সেটা নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট অনিবার্য্য অপ্রতিকার্য্য ভবিতব্য ব'লেই মেনে নিয়েছে; যেমন নিজের চেহারা বা পিতা-মাতার চেহারা বেছে নেবার উপায় নেই, বিধাতার বিধান মেনে নিতেই হয়, সেই রকম ভাবেই থাকোহরি কৃষ্ণকলিকে স্ত্রী-রূপে অপ্রতিবাদে মেনে নিতে অভ্যস্ত হচ্ছিলো। কিন্তু আজ রামযাদু তার সেই মোহাবেশ হঠাৎ সরিয়ে তার চেতনা এনে দিলে; তার মনে হ'লো, তাই তো, এই অসম্ভব কুৎসিতটাকে জীবনের অভিশাপের মতন চিরজীবন বহন করতে কেনো যাই? নিজে রোজগার করছি, তাতেই তো স্বাধীন ঘরকন্না পেতে মনের মতন পাত্রী খুঁজে বিয়ে করতে পারি। ঐ অপূর্ব্ব কুৎসিতকে চিরজীবন সহ্য করা অসম্ভব। এই দুর্বিপাক তো অনিবার্য্য নয়।

থাকোহরিকে চিন্তিত দেখে রামযাদু সন্তুষ্ট হ'য়ে বল্লে—চারিদিক বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে দেখো ভায়া, তোমার সাম্‌নে সোনার কাঠি রূপোর কাঠি দু-ই প'ড়ে রয়েছে—রাজকুমারীকে

চেতনা দিয়ে তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে পালাবে, না, রাক্ষসের পুরীতে হতচেতন ক'রেই রেখে যাবে! কিন্তু এ পথে বিপদ আছে—সাত-শো রাক্ষসী পিছনে তাড়া কর্‌বে!

থাকোহরি নিরুত্তর। রামযাদু তার মুখের দিকে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে ধীর মন্থর পদে প্রস্থান কর্‌লো পরাণ-বাবুর ঘরের দিকে।

মানুষের যৌবনে রূপ-লিপ্সা অত্যন্ত প্রবল হয়, থাকোহরির নবযৌবনাবিষ্ট মনের সাম্‌নে কৃষ্ণকলিকে রামযাদু যে কুৎসিত রূপে উপস্থিত ক'রে দিয়ে গেলো তাতে তার মন ঘৃণায় ও বিরাগে সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। থাকোহরির মন দুর্ভাবনায় ভ'রে উঠ্‌লো, তার কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌লো সে কি উপায়ে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে? সে নিজের জীবনটাকে একেবারে ঐ রক্ষাকালীর বাচ্ছার কাছে বলি দিতে পার্‌বে না, পার্‌বে না, পার্‌বে না, কিছুতেই পার্‌বে না।

থাকোহরি যখন একা দাঁড়িয়ে তার অদৃষ্টের দৈবদুর্বিপাকের কথা ভাব্‌ছে, এমন সময় কৃষ্ণকলি ছুটে সেইখানে এসে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—মাষ্টার মশায়, আমার ইঁদুরের আর খর্‌গোশের বাচ্ছা হয়েছে···সাদা ধব্‌ধবে!···দেখ্‌বে এসো···

লোকে অন্ধকারে ভূত কল্পনা ক'রে যেমন চম্‌কে ওঠে, থাকোহরি কৃষ্ণকলিকে দেখে তেম্‌নি চম্‌কে উঠ্‌লো। ভয়ে ঘৃণায় তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। সে যেনো আজ প্রথম কৃষ্ণকলির দিকে তার সম্পূর্ণ দৃষ্টি খুলে তাকিয়ে দেখলে—কী

বীভৎস কুৎসিত সে! তার রং কালো খস্‌খসে, তার কপাল নাক ঠোঁট সবই একই প্লেনে অবস্থিত! তার হাসিই বা কী ভয়ানক! হাসিতে তার মুখের হাঁ এতো বিস্তৃত হয় যেনো এক কান থেকে আর এক কান পর্য্যন্ত চিরে গেছে; তার কালো ঠোঁটের প্রান্ত দুটো ধূসর, দাঁতের মাড়ি লাল টকৃটকে, হাস্‌তে সমস্ত মাড়ি বেরিয়ে পড়ে; দেখে থাকোহরির মনে হ'লো যেনো দুখানা টিকেতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, তার খানিকটা পুড়ে ছাই হয়েছে, সেই ছাইয়ের কোলে আগুনের লাল আঁজি, তার পরেই কালো! এই দুর্দ্দর্শন আতঙ্ক তার জীবনসঙ্গিনী হবে মনে কর্‌তেই থাকোহরির গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো।

কৃষ্ণকলি থাকোহরিকে অবাক্ হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে দেখে অধীর হ'য়ে আবার ডাক্‌লে—মাষ্টার মশায়, দেখ্‌বে এসো না, কেমন সাদা ধব্‌ধবে বাচ্ছা!

থাকোহরির মনে হ'লো—ইঁদুর বেরাল কুকুর খর্‌গোশ পশুদের বাচ্ছাও সাদা ধবধবে হয়, আর এই না মানুষ না-পশু মেয়েটাকে বিয়ে কর্‌লে এর বাচ্ছা হবে কাকের ছানার চেয়েও কালো—কালো মিশ্‌মিশে, ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার, যাকে বলে কালীকুষ্টী! সেই-সব ছেলে-মেয়েদের সে কি প্রাণ খুলে আদর কর্‌তে পার্‌বে, না লোকালয়ে তাদের বা'র কর্‌তে পার্‌বে? ঐসব সন্তানের পিতা ব'লে তাকে চিরজীবন লজ্জিত কুণ্ঠিত হ'য়ে থাক্‌তে হবে না? আমরণ অবিবাহিত থেকে সে পরাণ-বাবুর ঋণের কাছে আত্ম-বলি দেবে. কিন্তু তার বেশী আর সে

ক্ষতি স্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না। তার সৌন্দর্য্যজ্ঞান, পছন্দ ও রুচিকে লোকে যে ধিক্কার দেবে এ সে সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। এমন স্ত্রীকে সে কি কখনো ভালোবাস্‌তে পার্‌বে, না, তার কাছে তন্নিষ্ঠ হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বে? না—না—না—না! একটা বিরাট না'য়ের হাহাকারে থাকোহরির মন ভ'রে উঠ্‌লো।

থাকোহরি কৃষ্ণকলির আহ্বান উপেক্ষা ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেলো। যেতে যেতে তার মনে হ'লো দ্বিজেন্দ্রলালের অমর গান—

"কালো রূপে ম'জেছে আমার মন!
ওগো সে যে মিশ্‌মিশে কালো,
সে যে ঘোরতর কালো—অতি নিরুপম।
কোকিল কালো, ভোম্‌রা কালো,
আমরা কালো, তোম্‌রা কালো,
মুচি মিস্ত্রি ডোমরা কালো;—
কিন্তু জানো না কী কালো সেই কালো রঙ্‌—
ওগো সেই কালো রঙ্‌!
অমাবস্যার নিশি কালো,
কালী কালো, মিশি কালো,
আর গদাধরের পিসি কালো;
কিন্তু তার চেয়েও কালো সে কালো-বরণ—
ওগো, সে কালো-বরণ!"

এই গানের পদ আন্তস্ত মনে মনে আওড়াতেই থাকো-হরির মুখের উপর একটা ঘৃণা-মিশ্র বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠ্‌লো।

কৃষ্ণকলি তার আহ্বান উপেক্ষা ক'রে থাকোহরিকে চ'লে যেতে দেখে আশ্চর্য্য হ'লো, এবং ক্ষণকাল অবাক্ হ'য়ে থাকোহরির চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো; তার পর সে বিড়্‌ বিড় ক'রে নিজেকেই বল্‌তে লাগ্‌লো—

আড়ি! আড়ি! আড়ি!
কাল যাবো বাড়ী!
পর্‌শু যাবো ঘর,
কী কর্‌বি কর্‌।

মাষ্টার-মশায়ের সঙ্গে আমি আর কক্‌খনো কথা কইবো না,··· সেধে ভাব কর্‌তে এলেও না···

রামযাদু থাকোহরির কাছ থেকে বরাবর পরাণ-বাবুর কাছে গেলো। পরাণ-বাবুর কাছে তখনো লোক-সমাগম হয় নি, পরাণ-বাবু একা ব'সে খবরের কাগজ পড়্‌ছিলেন।

রামযাদু ঘরে পা দিতেই পরাণ-বাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে আধা-চশ্‌মার উপরের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি পাঠিয়ে দেখ্‌লেন কে এলো। রামযাদুকে দেখেই তিনি চোখের চশ্‌মা খুলে ফেল্‌তে ফেল্‌তে বল্‌লেন—আসুন মুখুজ্জে মশায়! খবরের কাগজে ন্যাশন্যাল-ব্যাঙ্ক, বঙ্গলক্ষ্মী-কটন-মিল আর মেডিকেল-কলেজের ব্যাপার পড়্‌ছেন?

রামযাদু পরাণ-বাবুর সাম্‌নে টেবিলের এপারে একখানা চেয়ারে বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লে—পড়্‌ছি বই কি। তারই জন্যে আপনাকে একটা কথা বল্‌তে এসেছিলাম, এখন নিরিবিলি আছেন, ব'লে ফেলি……

ব্যাঙ্ক্ প্রভৃতির চুরির প্রসঙ্গে রামযাদুর পরাণবাবুকে কী বল্‌বার থাক্‌তে পারে, তা বুঝ্‌তে না পেরে পরাণ-বাবু ঈষৎ কৌতূহলী হ'য়ে বল্‌লেন—হাঁ বলুন।

রামযাদু বল্‌তে লাগ্‌লো—থাকোহরি ছেলেটি অতি সৎ, বিশ্বাসী, কৃতজ্ঞ; কিন্তু নিতান্ত ছেলেমানুষ তো,·· ওর ওপর আপনি একটু সতর্ক নজর রাখ্‌বেন,···অনেক টাকা নাড়াচাড়া করে···কোন্ রিপু কখন্ যে প্রবল হ'য়ে ওঠে তা তো বলা যায় না···

পরাণ-বাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল প্রাণ-খোলা উচ্চ হাসি হেসে নিয়ে বল্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি আমার আর থাকোহরির হিতৈষী বন্ধু ব'লে অকারণে শঙ্কিত হচ্ছেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, থাকোহরি চুরি কর্‌তে যাবে কেনো? আমার যা খুদ-কুঁড়ো আছে সবই তো তার···

রামযাদু গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—হ্যাঁ তা তো জানি, কিন্তু··· যে-রকম দিনকাল প'ড়েছে তাতে জামাই বাবাজীরা তো শ্বশুর মশায়দের দয়ে মজাতে দ্বিধা করেন না, খবরের কাগজে সব দেখ্‌ছেন তো···থাকোহরি তো এখনও জামাই হন নি, হবু হ'য়ে আছেন···ধরুন একটা কথার কথা···সে জোয়ান

সোমত্থ ছেলে, আর আমাদের কৃষ্ণকলি কচি খুকীটি কৃষ্ণকলিকে তার যদি পছন্দ না হয়, আর থাকোহরি যদি কোনো মুলজী জেঠার চেক ভাঙিয়ে পগার ডিঙিয়ে য়ুরোপে বা জাপানে স'রে পড়ে, তবে তাকে খুঁজে ধ'রে আনা কঠিন হবে।

পরাণ-বাবু আবার হো হো ক'রে হেসে উঠে বল্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি কেবল ঐতিহাসিক বা কবি নন, আপনার মধ্যে ঔপন্যাসিকের কল্পনাও উঁকি মারে, দিব্য ঘটনাজাল বুনেছে আপনার কল্পনা! আপনি উপন্যাস লিখ্‌তেও আরম্ভ করুন।

পরাণ-বাবু রামযাদুর উপদেশটা তুচ্ছ অগ্রাহ্য ক'রে হেসে উড়িয়ে দিলেন দেখে রামযাদু খুব খুশী হ'লো, এবং সেও হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—চারিদিকের ব্যাপার দেখে শুনে আমার মনে কেমন একটা আতঙ্ক ধ'রে গেছে। ঈশ্বর করুন, আমার ভয় মিথ্যা হোক্। জগৎ থেকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা চুরি পাপ লুপ্ত হ'য়ে যাক্!

শেষের কথাটা বল্‌বার সময় রামযাদু পরম গম্ভীর এবং গদ্‌গদ্ হ'য়ে উঠ্‌লো।

পরাণ-বাবু রামযাদুর কথায় পরিতুষ্ট হ'য়ে বল্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনাকে যতো দেখ্‌ছি ততো আমার ভক্তি বাড়্‌ছে; আপনি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী, পরহিতৈষী মহাশয় ব্যক্তি! জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির এমন সমন্বয় সচরাচর মানব-চরিত্রে দেখা যায় না।

এমন সময় পাশের কাঠের সিঁড়িতে চার-পাঁচজন লোক ওঠার পদধ্বনি শুন্‌তে পেয়ে রামযাদু উঠে দাঁড়ালো, এবং মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌লে—আমি এখন তবে আসি।

পরাণ-বাবু প্রসন্ন উদার দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—আচ্ছা। প্রণাম হই।

রামযাদু পৃষ্ঠ পরাবর্ত্তন ক'রে প্রস্থানোদ্যত হ'তেই পরাণ-বাবু মনে মনে ভাব্‌লেন—মুখুজ্জে মশায় নিজের প্রশংসা কখনো শুন্‌তে পারেন না, প্রশংসা শোন্‌বা মাত্র বিষের মতন পরিহার ক'রে চ'লে যান, পাছে সত্ত্বগুণপ্রধান চিত্তে তমোগুণের স্পর্শদোষ ঘটে! মহাশয় ব্যক্তি!

রামযাদু সিঁড়ির মুখের কাছে যেতেই আগন্তুক একজন তাকে বল্‌লে—এই যে মুখুজ্জে মশায়, চল্‌লেন যে এরই মধ্যে?

রামযাদু হেসে বল্‌লে—আপনাদের জন্যে ফীল্‌ড্‌ ক্লিয়ার ক'রে রেখে গেলাম।

আগন্তুক একজন ব্যঙ্গ ক'রে বল্‌লে—ফীল্‌ড্‌ কম্‌প্লীট্‌ ক্লিয়ার! একটি শস্য-কণাও আমাদের জন্যে ফেলে রাখেন নি বোধ হয়?

রামযাদু গলার স্বর উচ্চ ক'রে যাতে পরাণ-বাবু শুন্‌তে পান এমন ভাবে বল্‌লে—এ ফীল্ড্‌ তো বসুন্ধরা, রত্নাকর,—নিয়ে ফুরোতে পার্‌বেন না, তবে নিতে জান্‌তে হয়।

আগন্তুকদের একজন রামযাদুকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লে—সেটি আপনি বিলক্ষণ জানেন।

কিন্তু রামযাদু যেনো সে-কথা শুন্‌তে পায় নি, এম্‌নি ভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে নীচে নেমে চ'লে গেলো। চোরকে চুরি কর্‌তে ও গৃহস্থকে সাবধান হতে ব'লে রামযাদুর মনটা আজ ভারি খুশী হ'য়ে উঠেছিলো, সে যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলেছে তখনও তার মুখে হাসির আভা ঝক্‌মক্‌ কর্‌ছে।

পরাণ-বাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে রামযাদু একেবারে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গিয়ে হাজির। সে বাজারের সেরা দেখে এক শ ল্যাংড়া আম, বড়ো গল্‌দা চিংড়ি আর তপ্‌সী মাছ কিন্‌লে; বাজার ক'রেও যখন দেখ্‌লে তার কাছে তখনও কয়েক টাকা অবশিষ্ট আছে, তখন সে এক কাঁদি উৎকৃষ্ট কানাই-বাঁশী কলা আর গোটাকতক সিঙ্গাপুরী আনারস কিন্‌লে। এই দ্রব্যগুলিকে সে দুই ভাগ ক'রে তার আপিসের বড়ো সাহেব ও ছোটো সাহেবকে ভেট দিতে তাদের বাড়ীতে চল্‌লো। তারা দুজনে একসঙ্গে এক বাড়ীতে থাকে; বড়ো সাহেবের মেম বিলাতে, ছোটো সাহেব অবিবাহিত। রামযাদু সাহেবদের সাম্‌নে খুব নত হ'য়ে লম্বা হাতে বিনীত সেলাম ক'রে বল্‌লে— তার এক শালা থাকে মজঃফরপুরে, সেখান থেকে সে ল্যাংড়া আম পাঠিয়েছে; এক বন্ধু থাকে সিঙ্গাপুরে, সে আনারস পাঠিয়েছে; এক সম্পর্কে শ্বশুর থাকে ঘাটালে, সে আজ কল্‌কাতায় এসেছে, তাই সঙ্গে কিছু তপ্‌সী মাছ এনেছে; আর কলা তার দেশের বাগানের এবং গল্‌দা চিংড়ি তার পুকুরের। তাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, ভালো জিনিস একলা উপভোগ কর্‌তে

নেই, তাই সে তার অন্নদাতাদের যৎকিঞ্চিৎ উপহার দিতে এই সব এনেছে।

রামযাদুর শালা শ্বশুর বন্ধু নানা দিগ্‌দেশ থেকে কেমন ক'রে এমন হিসাব ক'রে জিনিস উপহার পাঠালো যে, সবগুলি একই সময়ে একই দিনে এসে রামযাদুর কাছে পৌছালো এবং তার বাড়ীর বাগান ও পুকুর থেকেই বা ঠিক তাক্ বুঝে কেমন ক'রে যে কলা ও মাছ এসে জুট্‌লো, তা বল্‌বার আবশ্যকতা রামযাদুও মনে কর্‌লে না, সাহেবরাও জিজ্ঞাসা করার কথা মনে আন্‌লে না. তারা কেবল বল্‌লে—থ্যাঙ্ক্ ইউ ভেরি মাচ্ রায় বাহাদুর!

উপহার দেওয়া ও নেওয়ার আপ্যায়নের পর রামযাদু কথায় কথায় ব্যাঙ্ক্ মিল্ আর মেডিক্যাল-কলেজের চুরির মকদ্দমার কথা তুল্‌লে এবং অবশেষে বল্‌লে—আমাদের আপিসেও সাবধান হওয়া দর্‌কার; এই-সব মকদ্দমায় অনেকের চোখ ফুটেছে, যারা ঠকাতে জান্‌তো না তারাও ঠকাতে শিখ্‌লে।

সাহেবেরা বল্‌লে—তা শিখুক, তাতে আমাদের কোনো ভয় নেই; আমাদের কেশিয়ার থাকো-বাবু পরাণ-বাবুর লোক, তার কাজ-কর্ম্ম খুব পরিষ্কার; আর পরাণ বাবু বিশ্বাসের অবতার!

রামযাদু বল্‌লে—হ্যাঁ...তা বটে...কিন্তু...থাকোহরি নিতান্ত ছেলেমানুষ...আর পরাণ-বাবু সকলকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন ব'লে নিজে তো কিছু দেখেন শোনেন না...

সাহেবেরা বল্‌লে—থ্যাঙ্ক্ ইউ রায় বাহাদুর! আমরা

পরাণ-বাবুকে ব'লে দেবো। আর শীগ্‌গিরই হিসাব অডিট্‌ করাবো।

রামযাদু আবার লম্বা সেলাম ক'রে বিদায় হ'লো।

আপিসে গিয়েই সে দেখ্‌লে থাকোহরির সদাপ্রফুল্ল মুখ আজ চিন্তাক্লিষ্ট বিমর্ষ হ'য়ে আছে। দেখেই সে খুশী হ'য়ে থাকোহরির কাছে গিয়ে চুপিচুপি বল্‌লে—দেখো ভায়া, বিশ্বাস-ঘাতকতা কোরো না, পরাণ-বিশ্বাস তোমাকে বিশ্বাস ক'রে তোমার হাতে তাঁর কন্যা আর ক্রেডিট সঁপে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন। কুৎসিত কালো মেয়ে তোমার অপছন্দ হতে পারে, হওয়াটাই স্বাভাবিক, হয় তো কৃষ্ণকলিকে বিবাহ কর্‌লে তোমার জীবনটা বিস্বাদ হ'য়ে যাবে, তবু মনে রেখো—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাৎ ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ॥

থাকোহরি গম্ভীর হ'য়ে রইলো, কোনো কথাই বল্‌লে না। রামযাদু মনে মনে হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের কাজে চ'লে গেলো।

এর পর থেকে থাকোহরির দেখা পেলেই রামযাদু তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার ভাবী পত্নী পেত্নী-তুল্যা, তার জীবনের সুখ আনন্দ গ্রাস কর্‌তে উদ্যতা হ'য়ে আছে; সে ইচ্ছা কর্‌লেই মুক্তি পেতে পারে; কিন্তু তাতে তার অধর্ম্ম হবে; মানুষের ইহলোকটাই সর্ব্বস্ব নয়, পরলোকটার দিকেও তাকাতে হবে, যদিও অনেকে পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকারই করেন না—চার্ব্বাক-অনেক আধুনিক বলেন বটে—ভস্মীভূতস্য দেহস্য

পুনরাগমনং কুতঃ। আর ধর্ম্মভয়কে তাঁরা বলেন—A bugbear of the weak mind! তোমরা তো সেই আধুনিকের দলে!

রামযাদু থাকোহরির সাম্‌নে কৃষ্ণকলির স্বামী হওয়ার ভয়ালতা ও তার হাত থেকে মুক্তির পথও নির্দ্দেশ করে, আবার ধর্ম্মের ভয় দেখিয়ে সেই পথে যেতে প্রতিনিবৃত্তও করে, এবং ধর্ম্মভয় যে কাল্পনিক এ কথা ব'লে তাকে ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন কর্‌তে প্ররোচিতও করে।

থাকোহরির মনে শান্তি নেই, তার চিত্তে চিন্তার অন্ত নেই। তার এখন সব-চেয়ে দুভাবনা, কৃষ্ণকলির হাত থেকে সে কেমন ক'রে উদ্ধার পায়।

একদিন থাকোহরি আপিস থেকে চিন্তাকুল মুখে বাড়ী ফির্‌ছে, দেখ্‌লে বেথুন-কলেজের গাড়ী এসে তাদের বাড়ীর পাশের বাড়ীর দরজার কাছে থাম্‌লো; সেই গাড়ীর দরজার মুখের কাছে ব'সেছিলো একটি সুন্দরী চতুর্দ্দশী মেয়ে। তাকে দেখেই থাকোহরির দৃষ্টি ব্যাকুল উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো; তার মনে হ'লো এই মেয়েটিকে তো সে চেনে—পাশের বাড়ীর শ্যাম-বাবুর মেয়ে সুলোচনা; তারাও তো থাকোহরিদের জাত; এই মেয়েটির সঙ্গে তো তার বিয়ে হতে পারে, সুন্দরী প্রথম-যৌবনা চতুর্দ্দশ বসন্তের একগাছি মালার মতন এই সুশিক্ষিতা মেয়েটিকে পেলে তার জীবন ধন্য হ'য়ে যেতে পারে! কিন্তু তার জীবন পেত্নীতে-পাওয়া অভিশপ্ত! থাকোহরির বুক ঠেলে দীর্ঘনিশ্বাস পড়্‌লো।

স্থলোচনা গাড়ীর জান্‌লা থেকে যখন দেখ্‌লে থাকোহরি তার দিকে বুভুক্ষু দৃষ্টিতে দেখ্‌ছে, তখন তার মুখ লজ্জায় সঙ্কোচে অপ্রতিভ হ'য়ে উঠ্‌লো; গাড়ী বাড়ীর দরজায় থাম্‌বা মাত্র সহিস যেই গাড়ীর দরজা খুলে দিলে অমনি স্থলোচনা গাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়্‌লো, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে যাবার আগে আর-একবার থাকোহ'রির দিকে ফিরে দেখে নিলে।

স্থলোচনার ফিরে তাকানো কেবল মাত্র কৌতূহল ও কৌতুকের বশে হ'তে পারে; কিন্তু থাকোহরির মনে হ'লো স্থলোচনা তার প্রতি অনুরাগিণী, তাই স্থলোচনার মুখ তা'কে দেখে অমন লজ্জারুণ হ'য়ে উঠেছিলো।

থাকোহরি উন্মনা হ'য়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে। সে বাড়ীতে গিয়েই দেখ্‌লে দেশ থেকে তার মা এসেছে। তার মা তার ঘরে এসে দেশের খবর দেবার প্রসঙ্গে বল্‌লে—তোর মামীর বোনের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে; তোর মামীর বড়ো ইচ্ছে যে, তোর সঙ্গে তার বোনের বিয়ে হয়; কিন্তু আমি বল্‌লাম তা তো হবার জো নেই। এখানেও পাশের বাড়ীর স্থলোচনার মাও বল্‌ছিলো—"তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হ'লে বেশ হ'তো।" বেশ তো হ'তো, কিন্তু···

থাকোহরির মা চারিদিকে একবার তাকিয়ে কণ্ঠস্বর চেপে চুপিচুপি বল্‌তে লাগ্‌লো—কর্ত্তা-গিন্নির ইচ্ছে কেষ্টোকলির সঙ্গে তোর বিয়ে দেবেন। আমার কিন্তু মন সরে না, যে মেয়ের ছিরি! আমার সাত নয়, পাঁচ নয়, সবে এক বেটার বৌ,

সে অমন কালো কুচ্ছিত হয়ে, এ দুঃখ আমি কা'কেই বা কেমন ক'রে বলি। কর্ত্তা-গিন্নি যদি আবার রাগ করেন? তোর এই উন্নতি তো কর্ত্তার আশীর্ব্বাদেই!

থাকোহরি ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো; সে বাড়ী ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়্লো। সে আন্‌মনা হ'য়ে পথ চল্‌তে চল্‌তে এই ভাব্‌তে লাগ্‌লো—সুলোচনার মা বল্‌ছিলেন আমার সঙ্গে সুলোচনার বিয়ে হ'লে বেশ হ'তো! সুলোচনা বোধ হয় তার মায়ের এই ইচ্ছার কথা জান্‌তে পেরেছে; তাই আমার প্রতি তার অনুরাগ জন্মেছে, আমাকে দেখ্‌লেই সে লজ্জা পায়! সুলোচনা তো কৃষ্ণকলির তুলনায় স্বর্গের অপ্সরা; মামীর বোনও যে কৃষ্ণকলির চেয়ে ঢের ঢের ভালো—সে লেখাপড়া না জানুক, দেখ্‌তে মানুষের মতন তো ... আহামরি সুন্দরী না-ই হোক্ ....

সেই দিন থেকে থাকোহরির সকাল বিকালের কাজ হ'লো সুলোচনার স্কুলে যাওয়া-আসার সময় দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকা। সুলোচনা হয় তো বা তার মায়ের কাছে থাকোহরির সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব শুনেছে, অথবা থাকোহরিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকৃতে দেখে ব'লেই থাকোহরিকে দেখ্‌লে তার মুখ লজ্জার হাসিতে উদ্ভাসিত অথচ সঙ্কুচিত হ'য়ে যায়। আর থাকোহরি ভাবে, সেটি নব-অনুরাগিণী কিশোরীর লজ্জাবেশ। যতোই থাকোহরি সুলোচনাকে নিজের প্রতি অনুরক্ত অনুমান করে, ততোই তার ব্যগ্রতা বেড়ে চলে, এবং

সুলোচনা ততোই বেশী লজ্জা পায়, আর থাকোহরি সেই লজ্জাকে প্রণয়চিহ্ন মনে ক'রে আরো ব্যগ্র হয়। এমনি বৃত্তাবর্ত্তে তাদের দুজনের মনের ভাব ঘুরপাক খেতে ল'গ্‌লো, ইংরেজী লজিকে যাকে বলে vicious circle ! এখন কৃষ্ণকলি থাকোহরির একেবারে চক্ষুশূল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ; কৃষ্ণকলিকে দূর থেকে দেখ্‌লেই সে পলায়ন করে। আদুরে মেয়ে কৃষ্ণকলি থাকোহরির এই হতাদর বুঝ্‌তে পারে, সেও অভিমানে ক্রোধে থম্‌থমে হ'য়ে দূরে দূরেই থাক্‌তে চেষ্টা করে।

থাকোহরির উন্মনস্কতা ও কৃষ্ণকলির উপর বিরাগ হয় তো পরাণ-বাবু ও মাতঙ্গিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তো, কিন্তু একদিন হঠাৎ অতিস্থূলাঙ্গী মাতঙ্গিনী হার্ট্‌ ফেল্‌ ক'রে মারা গেলেন। সমস্ত সংসার শোকাচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো। সকলে মনে কর্‌লে থাকোহরির বিষণ্ণতার কারণও কর্ত্রী ঠাকুরাণীর আকস্মিক মৃত্যু।

পরাণ-বাবু পত্নীবিয়োগে বিহ্বল হ'য়ে পড়্‌লেন। তিনি কৃষ্ণকলিকে নিয়ে তেতালার ঘরে যে আশ্রয় নিয়েছেন, সেখান থেকে আর বাহির হন না। দলে দলে লোক আসে সমবেদনা দেখাতে। পরাণ-বাবু কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না, সকলে হতাশ ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ফিরে ফিরে চ'লে যায়। তাঁর কাছে একমাত্র যেতে পারে থাকোহরি ; সেই তাঁকে সময়-মতো নাওয়ায়, খাওয়ায়। কিন্তু কৃষ্ণকলিকে দেখ্‌লেই থাকোহরির গা শিউরে

ওঠে, এবং থাকোহরির বিরাগাচ্ছন্ন মুখ দেখ্‌লে কৃষ্ণকলিও স্বস্তি অনুভব করে না। থাকোহরিও নিতান্ত কাজ না পড়্‌লে পরাণ-বাবুর কাছে ঘেঁষে না। থাকোহরি স্বেচ্ছায় যতোটুকু সময় তার কাছে অতিবাহিত করে, তার বেশী এক মিনিটও পরাণ-বাবু থাকতে অনুরোধ করেন না। কেবল কৃষ্ণকলি চোখের আড়াল হ'লে তিনি ব্যাকুল ও চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন। তাই কৃষ্ণকলিকে তার চিড়িয়াখানা সমেত সেই তেতালার বৃহৎ ঘরে পিতার শোকের বেষ্টনে বন্দিনী হ'তে হয়েছে।

আপিসের জরুরী কাগজপত্র যে-কোনো কর্ম্মচারী নিয়ে এসে থাকোহরিকে দেয়; থাকোহরি পরাণ-বাবুর কাছে নিয়ে গিয়ে কোন্‌টা কিসের কাগজ বুঝিয়ে দিতে চাইলে তিনি বলেন—ও-সব আমি এখন দেখ্‌তে শুন্‌তে চাইনে; তুমি আর মুখুজ্জে মশায় দেখে শুনে যা হয় কোরো; কেবল আমাকে কি করতে হবে বলো···কেবল সই ক'রে দেওয়া ছাড়া আর আমি কিছু করতে পারবো না।

থাকোহরি সই করিয়ে কাগজপত্র ফিরিয়ে নিয়ে যায়, নীরবে দুশ্চিন্তায় কাতর হ'য়ে।

রামযাদু যখন শুন্‌লে যে কর্ত্তা কাগজ-পত্র কিছু দেখেন না, অম্‌নি সই ক'রে দেন, তখন সে থাকোহরিকে বল্‌লে—দেখো ভায়া, তোমার সাম্‌নে মস্ত প্রলোভনের পথ খোলা প'ড়ে রয়েছে, খুব সাবধান! কর্ত্তাকে দিয়ে এখন তুমি যা-খুশী তা করিয়ে নিতে পারো, তিনি টেরও পাবেন না; কিন্তু সে প্রবৃত্তি মনের

কোণেও ঠাঁই দিয়ো না। কৃষ্ণকলিকে তোমার পছন্দ হয় না, কিন্তু জীবনে ক'টা জিনিসই বা পছন্দসই হয়?

রামযাদুর উপদেশের বক্তৃতা শুনে থাকোহরি চুপ ক'রে থাকে, কিন্তু তার মন জ্বল্‌তে থাকে।

একদিন সকালে পরাণ-বাবু প্রাতঃকৃত্য সমাধা ক'রে প্রতীক্ষা কর্‌ছেন নিত্যকার মতন আজও থাকোহরি এসে তাঁর চা খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেবে। কিন্তু অনেক বেলা হ'য়ে গেলো, তবু থাকোহরির দেখা নেই; থাকোহরির প্রাত্যহিক নিয়মিত আগমন কয়েক দিনেই পরাণ-বাবুর অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিলো, আজ তার ব্যতিক্রম হওয়াতে তাঁর পত্নীর মৃত্যু তাঁর জীবনে যে বিরাট্‌ অভাব সৃষ্টি ক'রে গেছে, সেইটা যেনো আজ অধিকতর উৎকট হ'য়ে তাঁর মনের সাম্‌নে এসে দেখা দিলো। তাঁর পত্নী দিনের পর দিন সমান ভাবে দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর নিয়মিত নিরলস সেবা ক'রে গেছেন; আর তাঁর অভাবের এই ষোলো দিনের দিনই অপরে ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌লো! জীবনের তো এখনও হয় তো অনেকখানিই বাকী; চাওয়ার আগে পাওয়ার আনন্দ জীবন থেকে ঘুচে গেলো, এখন প্রত্যেক বস্তু চেয়ে চেয়ে তবে পেতে হবে। কিন্তু তাঁর নিজের জীবন তো পরমায়ুর অনেকখানি পথ অতিক্রম ক'রে এসেছে, কৃষ্ণকলির তো সবে যাত্রা শুরু! তার জীবনের অভাব মোচন কর্‌বে কে? পরাণ-বাবুর মনে এই প্রশ্ন উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরও উদয় হলো—কৃষ্ণকলির জীবনের অভাব মোচন কর্‌বে তাকে সব চেয়ে যে ভালোবাস্‌বে

...তার স্বামী! কোষ্ঠীতে বলেছে কৃষ্ণকলি স্বামি-সোহাগিনী সৌভাগ্যবতী হবে। পরাণ-বাবু নিদ্রিতা কন্যার ললাটে আপনার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করলেন, ব্যথিত পিতৃ-অন্তরের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ যেনো তা'র মাথায় ঢেলে দিলেন; তাঁর দু'চোখ দিয়ে সন্তাপের অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

কৃষ্ণকলি কপালে পিতার হস্তস্পর্শ পেয়ে ঘুম থেকে জেগে চোখ মেলে হাসতে গিয়েই দেখলে, বাবার চোখে জল। তার আর হাসা হ'লো না, সে তাড়াতাড়ি উঠে দুই হাত দিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরলে। পরাণ-বাবু তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে হাসতে চেষ্টা ক'রে বললেন—ঘুম ভাঙলো মা-জননীর? তোমার ছেলেরা যে খাবার জন্যে ছটফট্ করছে, তোমার প্রসাদ পাবে ব'লে ব্যস্ত হয়েছে।

কৃষ্ণকলি স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে কাকাতুয়া আর খরগোশের দিকে দেখলে।

পুরাতন ভৃত্য বোঁচা বড়ো একখানা আংটা-দেওয়া থালায় ক'রে চা দুধ পাউরুটী জেলী সন্দেশ ইত্যাদি নিয়ে সেই ঘরে এসে প্রবেশ করলে।

বোঁচাকে দেখেই পরাণ-বাবু প্রশ্ন করলেন—হরি-বাবু কোথায় রে?

বোঁচা খাবারের থালা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখতে রাখতে হাতের জিনিসের দিকেই দৃষ্টি রেখে বললে—তিনি তাঁর মাকে নিয়ে কাল রাত্রে বাড়ী গেছেন।

পরাণ-বাবু আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন—বাড়ী গেছে? কেনো?

বোঁচা এইবার পরাণ-বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—তা তো জানি নে।

পরাণ-বাবু চিন্তিত ও দুঃখিত হ'য়ে চুপ ক'রে রইলেন; তাঁর মনের মধ্যে একটা টানা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়্‌লো—থাকোহরি বাড়ী গেলো, কিন্তু একবার আমাকে ব'লে গেলো না।

পরক্ষণেই তিনি সে চিন্তা মন থেকে সরিয়ে ফেল্‌লেন, তাঁর বিষণ্ণ হবার অবসর নেই, তিনি বিষণ্ণ হ'লে কৃষ্ণকলি বিষণ্ণ হয়, তিনি জোর ক'রে হেসে বল্‌লেন—এসো মা অন্নপূর্ণা, তোমার সন্তানদের প্রসাদ বিতরণ করো।

কৃষ্ণকলি খাট থেকে বাবার গলা ধ'রে ঝুলে নীচে নেমে প'ড়ে বল্‌লে—মাষ্টার মশায় বাড়ী চ'লে গেছে, বেশ হয়েছে বাবা। আমি ওকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি নে; আমি ওর সঙ্গে জন্মের মতন আড়ি ক'রে দিয়েছি!

পরাণ-বাবুর চিত্ত কন্যার কথা ভাবী স্বামীর প্রতি অনুরাগ-ব্যঞ্জক অনুমান ক'রে সুখাবেশে পরিপ্লুত হ'য়ে উঠ্‌লো। তাঁর মনে হলো—গিন্নি যদি এদের দুজনের মিলনটা দেখে যেতে পারতেন, তা হ'লে আমার আর এতো ক্ষোভ হতো না। এখন তো এক বৎসর বিয়ের প্রতিবন্ধক পড়্‌লো। আমি দেখে যেতে পারলে হয়। আকৈশোরের জীবনসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীকে ছেড়ে কি আমিই বেশী দিন বাঁচ্‌বো?

তাঁর অবর্ত্তমানে কৃষ্ণকলিকে কে দেখ্‌বে শুন্‌বে এই চিন্তা পরাণ-বাবুর মনে উদ্গত হ'তে যাচ্ছিলো, এমন সময় কৃষ্ণকলি বল্‌লে—বাবা, তুমি চা ঢালো, আমি চট্ ক'রে মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি।

পরাণ-বাবু মায়ের যত্ন দিয়ে মেয়ের আহার্য্য প্রস্তুত করতে মনোনিবেশ কর্‌লেন।

একটু পরেই কৃষ্ণকলির চিড়িয়াখানার মধ্যে পরাণ-বাবুর সমস্ত চিন্তা হারিয়ে গেলো। পিতা কন্যার সঙ্গে তার খেলায় যোগ দিলেন।

বেলা দশটার সময় বোঁচা এসে খবর দিলে মুখুজ্জে মশায় কাগজপত্র সই করাতে এসেছেন।

কৃষ্ণকলি বল্‌লে—তুমি চট্ ক'রে কাজ সেরে নাও বাবা, আমি ততোক্ষণে নেয়ে আসি। নইলে তুমি নাইতে কল-ঘরে ঢুক্‌লে আমার নাইতে দেরী হ'য়ে যাবে।

কৃষ্ণকলি লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। রামযাদু একতাড়া কাগজপত্র হাতে ক'রে নিয়ে ঘরে এসে ঢুক্‌লো—তার মুখ অত্যন্ত ম্লান বিমর্ষ, কিন্তু ছোটো ছোটো চোখ দুটো ধারালো ছুরীর ফলার ডগার মতন ভারী বেশী উজ্জ্বল চক্‌চক্ করছে।

রামযাদু ঘরে ঢুকেই বল্‌লে—থাকোহরি বাবাজী হঠাৎ বাড়ী চ'লে গেছেন; আমাকে চিঠি লিখে গেছেন আপিসের কাগজ-পত্র-

গুলো আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি সকাল-বেলাতেই এলাম······

পরাণ-বাবুর শোকার্ত্ত চিত্ত এখন একটুতেই অধিক ব্যথিত হয়; থাকোহরি বাড়ী যাওয়ার খবরটা রামযাদুকে দিয়ে গেলো, কিন্তু তাঁকে দিয়ে যেতে পারলে না, এতে পরাণ-বাবুর মন অভিমানের বেদনায় টনটন্ ক'রে উঠলো। তিনি থাকোহরির প্রসঙ্গ মাত্র উত্থাপন না ক'রে কাগজ-পত্রে সই ক'রে দেবার জন্য ফাউণ্টেন-পেন খুলে নিলেন। রামযাদু প্রত্যেক কাগজের কেবল সই করবার জায়গাটা খুলে খুলে পরাণ-বাবুর সাম্‌নে ধরতে লাগলো, আর পরাণ-বাবু কোন্ কাগজে কি আছে না দেখে-শুনেই সই ক'রে যেতে লাগলেন। রামযাদু কিন্তু মাঝে মাঝে পরাণ-বাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিলো কোন্ চিঠি কা'কে কোন্ কাজের জন্য লেখা হয়েছে। রামযাদু কতকগুলো চিঠিপত্র সই করিয়ে নিয়ে এক তাড়া কাগজের শেষ পৃষ্ঠাটা পরাণ-বাবুর সাম্‌নে খুলে ধরলে; সেই সময় তার হাত দু'খানা একটু কাঁপলো, চোখ দুটা একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো; কিন্তু পরাণ-বাবু সই ক'রে দিয়ে পরবর্ত্তী কাগজে সই করবার প্রতীক্ষায় কলম তুলে নিতেই রামযাদুর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, সে তাড়াতাড়ি ক্ষিপ্র হস্তে সেই কাগজগুলো সরিয়ে কতকগুলো বিল্ ইনভয়েস্ পরাণ-বাবুর সাম্‌নে ধ'রে দিলে, সেগুলো সই হ'লে রামযাদু আবার পূর্ব্বের ন্যায় একতাড়া কাগজের শেষ পৃষ্ঠাটা পরাণ-বাবুর সাম্‌নে ধরলে; এবং পরাণ-বাবু সেটাতেও না দেখে

সই ক'রে দিলেন। তার পর রামযাদু কয়েকখানা চেক সই করিয়ে নিতে লাগ্‌লো, এবং পরাণ-বাবুর সই কর্‌বার অবসরে সে নিজের সাফাই স্বরূপ ব'লে যেতে লাগ্‌লো কোন্‌ চেকে কতো টাকা কোন্‌ পাওনাদারকে দেবার জন্য সে পরাণ বাবুর স্বাক্ষর নিচ্ছে।

সমস্ত কাগজ-পত্রে পরাণ-বাবুর সই হ'য়ে যেতেই রামযাদু সমস্ত কাগজপত্র গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং বল্‌লে—এখন তবে আসি, আপিস যেতে হবে···

পরাণ-বাবু উদাস ভাবে বল্‌লেন—আচ্ছা।

রামযাদু ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়েই দুটি তাড়া ডেমি কাগজে লেখা দলিল, কাগজ-পত্র থেকে স্বতন্ত্র ক'রে নিয়ে, ভাঁজ ক'রে নিজের কোটের ভিতরকার বুক-পকেটে পূরে রাখ্‌লে। তার পর আবার পরাণ-বাবুর ঘরের দিকে ফিরে চল্‌লো।

রামযাদুকে প্রত্যাবৃত্ত হ'তে দেখে পরাণ-বাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে তাকালেন।

রামযাদু ঘরে প্রবেশ ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লো—থাকোহরি আমাকে একখানা চিঠি লিখে গেছে; সে চিঠিখানা আপনার দেখা দর্‌কার। কিন্তু এখন আপনার মানসিক অবস্থা যে রকম, তাতে মানসিক উদ্বেগ অশান্তি বৃদ্ধি হয় এমন বিষয় আপনার কাছে উপস্থিত কর্‌তেও ইচ্ছা হয় না, কষ্টও হয়।

পরাণ-বাবু কোনো উদ্বেগ প্রকাশ না ক'রে ধীর ভাবেই বল্‌লেন—হরির চিঠি? কই? দেখি······

রামযাদু পকেট থেকে একখানা চিঠির মুখ-ছেঁড়া খাম বাহির ক'রে পরাণ-বাবুর হাতে দিলে।

পরাণ-বাবু খাম হাতে নিয়ে দেখ্‌লেন যে, চিঠি ডাকে পাঠানো। তিনি খামের ভিতর থেকে চিঠি বাহির করতে করতে রামযাদুকে বল্‌লেন—বসুন।

রামযাদু মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌লে—আজ্ঞে থাক্‌, আমাকে এখনই যেতে হবে ·· ··

পরাণ-বাবু আর কিছু না ব'লে থাকোহরির চিঠি পড়তে লাগ্‌লেন—

শ্রীচরণকমলে—

ভক্তি-কৃতজ্ঞতা পূর্ণ অসংখ্য প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন, মহাত্মন্‌, আপনার কাছে আমি অশেষ প্রকারে উপকৃত। আপনা হতেই আমার যতো কিছু উন্নতির সূত্রপাত, কর্ত্তার আশ্রয় পেয়ে আমি বর্ত্তে গিয়েছিলাম। কিন্তু কর্ত্তা আর গিন্নি-মা আমাকে অহেতুক স্নেহ করেন নি, তাঁদের স্বার্থবুদ্ধি তাঁদের স্নেহকে ক্ষুন্ন খর্ব্ব ক'রেছিলো—তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের বিদিকিচ্ছ কুচ্ছিত মেয়েটাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা কন্যাদায় থেকে নিষ্কৃতি পেতে ও আমার জীবনটাকে চির-অভিশপ্ত করতে। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, তাঁদের ছিরি-ছাঁদ-বিহীনা কন্যাকে অগাধ টাকার লোভেও কেউ সহজে বিবাহ করতে চাইবে না, লোভে প'ড়ে বিবাহ করলেও তার স্বামী কোনোদিন তাকে ভালো বাসতে পারবে না। তাই তাঁরা বাড়ীতে পোষা আমারই ঘাড়ে

ঐ দুর্দৈব চাপাতে সঙ্কল্প ক'রেছিলেন। মনে ক'রেছিলেন বহুদিনের একত্র বাসের ফলে তাঁদের কন্যার বীভৎস কুশ্রীতা আমার অভ্যাসের বশে সহ্য হ'য়ে যাবে এবং আমি কন্যার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার ভক্তিকে কন্যার প্রতি প্রীতিতে পরিণত ক'রে ফেল্‌বো, কিন্তু তাঁদের সেই উদ্দেশ্য আমার কাছে স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়াতে তাঁদের এই স্বার্থবুদ্ধির চাণক্যনীতি আমার মনকে বিরূপ ও তিক্ত ক'রে তুলেছিলো; আমার মনের কৃতজ্ঞতা বিরাগে পরিণত হয়েছিলো। আমি কোনো রকমে মনোভাব দমন ক'রে ছিলাম, কিন্তু আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে তা গোপন কর্‌তে পারি নি। আপনি বোধ হয় আমার মনের ভাব জান্‌তে পেরেই আমাকে বারম্বার বলেছেন, কৃষ্ণকলি কালো কুৎসিত হ'লেও তাকে বিবাহ ক'রে ভালোবাসা আমার কর্ত্তব্য। তার পর বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, বঙ্গলক্ষ্মী কটন-মিল আর মেডিকেল কলেজের চুরির মাম্‌লার কথা কাগজে প'ড়ে আমার মগজে যখন নানা রকম চিন্তা জোট পাকাচ্ছিলো তখনও আপনি আমাকে সে-রকম প্রবঞ্চনাময় চুরি কর্‌বার সঙ্কল্প থেকে বিরত থাক্‌বার জন্য বহু উপদেশ ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছেন; তা'তে ফল হ'লো এই যে, আমার উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্প যা অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট ছিলো তা আপনার কথায় আর উপদেশে সুস্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। আমি স্থির কর্‌লাম জীবনকে চির-অভিশাপ থেকে মুক্ত কর্‌বার এই সুযোগ ত্যাগ করা নৈব নৈব চ। আমি আমাদের আপিসের একখানা তুলার বিলের দরুণ দু লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকার

একখানা চেক কর্ত্তার নামে ব্যাঙ্ক্ থেকে ভাঙিয়ে নিয়েছি এবং ইতিমধ্যে বিদেশে যাবার পাস্‌পোর্ট্‌ও জোগাড় ক'রে নিয়েছি। আমি জন্মের মতন ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে চল্‌লাম; বিদেশেই মনের মতন সুন্দরী একটিকে বিবাহ ক'রে সেই দেশেই বাস কর্‌বো। কোথায় চল্‌লাম সেই কথাটি বল্‌বো না; মাকেও আমার মৎলবের বিন্দুবিসর্গ জানাই নি, তাঁকে কিছু টাকা দিয়ে দেশে পাঠিয়ে গেলাম। আমি কর্ত্তার কাছে অনেক উপকার পেয়েছি; তাঁর শোকের সময় তাঁকে হঠাৎ এই খবর দিতে পার্‌লাম না; আপনিই অবসর বুঝে তাঁকে জানাবেন। তিনি তো আমাকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই কন্যার সহিত দিতে প্রস্তুত ছিলেন; আমি তাঁর কন্যাটিকে বাদ দিয়ে, তাঁর কাছেই রেখে, মাত্র যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় নিয়ে স'রে পড়্‌লাম। কর্ত্তা তো অজস্র দাতা; তিনি মনে কর্‌বেন আমাকে টাকাটা দান ক'রেছেন; স্পেকুলেশনে তো টাকা লোক্‌সান হয়, মনে কর্‌বেন জামাই-ধরা ব্যবসায়ে কিছু টাকা মারা পড়্‌লো। আর তাঁকে বল্‌বেন যে, না দেখে শুনে কোনো কাগজপত্রে যেনো আর সই না করেন। আমার শেষ প্রণাম কর্ত্তার ও আপনার চরণে জানিয়ে চিরবিদায় নিলাম।

চিরকৃতজ্ঞ থাকোহরি জানা।

পুনশ্চ—আমার বস্‌বার ঘরের দেরাজের ডান দিকের টানার মধ্যে আপিসের কতকগুলো কাগজপত্র আছে বা'র ক'রে যথাবিহিত ব্যবস্থা কর্‌বেন।—থাকোহরি।

পরাণ-বাবু পত্রখানি পড়া শেষ ক'রে মিনিট খানেক স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইলেন, তার পর আবার পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, তিনি যেনো আপনার দৃষ্টি ও বোধশক্তিকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিলেন না। দ্বিতীয় বার পত্রখানা পড়া শেষ ক'রেও তাঁর সন্দেহ হ'লো এ কি থাকোহরির লেখা? তিনি নিপুণ পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন যে ঐ হাতের লেখা কি থাকোহরির নিজের, না আর কারো জাল। তাঁর জীবনে তিনি উপকার কর্‌তে গিয়ে অনেক প্রবঞ্চিত হয়েছেন, অনেক অকৃতজ্ঞতার আঘাত খেয়েছেন, কিন্তু এতো বড়ো প্রবঞ্চনা ও অকৃতজ্ঞতা যেনো তাঁর ধারণার অতীত ব'লে মনে হচ্ছিলো।

পরাণ-বাবুকে নির্ব্বাক্ স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে দেখে রামযাদু কথা বল্‌লে—পুলিসে খবর দিলে এখনও কোনো পোর্টে তাকে ধর্‌তে পারা যায়।

রামযাদুর কথার আঘাতে পরাণ-বাবুর চেতনা যেনো ফিরে এলো; তিনি চম্‌কে উঠে বল্‌লেন—কাশীর জ্যোতিষী ঠিক গণনা ক'রে বলেছিলো, থাকোহরির সঙ্গে কৃষ্ণকলির বিবাহ হবে না, তার চেয়ে সৎপাত্রের সঙ্গে হবে। যাক্, বাঁচ্‌লাম। টাকার লোভে বিয়ে ক'রে পরে যদি সে কৃষ্ণকলিকে অনাদর অবহেলা কর্‌তো, তো সে বড়ো বিষম দুঃসহ ব্যাপার হ'তো; সে এখন কেবল টাকাই নিয়েছে, কৃষ্ণকলির জীবনের সুখ তো হরণ করে নি। এর জন্যই আমি তার উপরে সন্তুষ্ট। মুখুজ্জে মশায়, আপনি লোক-চরিত্রজ্ঞ; আপনি আমাকে অনেক আগেই

সাবধান করেছিলেন, কিন্তু আমি তখন আপনাকে অতি-সাবধানী সন্দিগ্ধচরিত্র মনে করেছিলাম। সে জন্য আমিই দোষী; থাকোহরির কোনো দোষ নেই।

রামযাদু অল্পক্ষণ অবাক্ হ'য়ে পরাণ-বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বল্‌লে—থাকোহরির দোষ নেই! অতোগুলো টাকা আপনি তাকে অম্‌নি ছেড়ে দেবেন? পুলিসে খবর দিলে .....

পরাণ-বাবু দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বল্‌লেন—আমি জীবনে সকলের ভালো কর্‌বার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি কর্‌বারই চেষ্টা করেছি, কাউকে কোনো রকমে উৎপীড়ন কর্‌তে ইচ্ছাও করিনি; জীবনের এই শেষ অবস্থায় যাকে পুত্র-তুল্য স্নেহ ক'রেছি তার পীড়া ঘটাতে পার্‌বো না। যাক্ সে যেখানে খুশী, সুখে থাকুক।

রামযাদু পরাণ-বাবুর মহত্ত্বের অত্যুচ্চতার নাগাল ধর্‌তে না পেরে বিস্ময়ে সম্ভ্রমে পূর্ণ হ'য়ে বল্‌লে—কিন্তু আপিসের এতো টাকা......!

পরাণ-বাবু মুহূর্ত্ত কাল চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন—এখন আপনি এ কথা কাউকে বল্‌বেন না; আমি টাকাটা দু-তিন দিনের মধ্যেই শোধ ক'রে দেবো; ব্যাঙ্কে আমার লাখ দুই টাকা জমা আছে; এই বাড়ী খানার দাম হাজার পঞ্চাশ হবে, আমি আজই দালাল লাগিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা কর্‌ছি, আপনিও একটু চেষ্টা দেখ্‌বেন, দশ পাঁচ হাজার কম হ'লেও ছেড়ে

দেবো; বাঁশতলা গলির বাড়ীটারও দাম বিশ-পঁচিশ হাজার হবে।

রামযাদু আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—তা হ'লে তো আপনার সর্ব্বস্বই গেলো! থাক্‌লো কি?

পরাণ-বাবু ম্লান হাসি হেসে বল্‌লেন—থাক্‌লো মান, মুখুজ্জে মশায়, থাক্‌লো ইজ্জৎ।

পরাণ-বাবুর এই কথায় রামযাদুর মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হ'লো না, উল্টে উদয় হ'লো অবজ্ঞা—লোকটার বৈষয়িক বুদ্ধি যে এতো কাঁচা, তা তার আগে জানা ছিলো না। রামযাদু বল্‌লে—কিন্তু পরের চুরির গুনাহ্‌গারী আপনি দিতে যাবেন কেনো? সাহেবদের ব'লে দিন না যে থাকোহরি চুরি ক'রে পালিয়েছে। তার পর তাদের প্রাণ যা চায় তারা করুকগে!

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, থাকোহরিকে আমি নিযুক্ত ক'রে দায়িত্বের কাজ দিয়েছিলাম, আমি তার জামিন ছিলাম।

রামযাদু বল্‌লে,—কিন্তু জামানতনামা তো লেখা-পড়া কিছু নেই?

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—মুখের কথাও কারো কাছে নেই।

রামযাদু অধিকতর আশ্চর্য্য হ'য়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লে—তবে?

পরাণ-বাবু ম্লান মুখে হেসে বল্‌লেন—তবে অ-বলা একটা

বোঝাপড়া আছে যে আমার সকল কাজের জন্য আমি দায়ী।

রামযাদু পরাণ-বাবুর মহৎচরিত্রের ধাঁধায় প'ড়ে বল্‌লে— কিন্তু সর্ব্বস্ব খোয়ালে কৃষ্ণকলির জন্য কি থাকবে ?

পরাণ-বাবু ক্ষণকাল গম্ভীর হ'য়ে চিন্তা ক'রে বল্‌লেন— থাকবে তার পিতার সত্য-রক্ষার সুকৃতি, আর আপনাদের দশ জনের আশীর্ব্বাদ। টাকা দিয়ে বর কেন্‌বার সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম। ধনগর্ব্বে মনে ক'রেছিলাম সুখ-সৌভাগ্য প্রীতি-ভক্তিও বুঝি টাকাতেই কিন্‌তে পাওয়া যায় ! সে ভুল থাকোহরি ভেঙে দিয়ে গেছে। সন্তান-বাৎসল্য অন্ধ ; তাই আমাদের চোখে মেয়ের কুরূপ স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়ে নি ; আজ থাকোহরি সে অন্ধতাও মোচন ক'রে দিয়েছে। মেয়েকে আমি লেখাপড়া শেখাবো, বয়স বেশী হ'লে বয়োধর্ম্মে সে যদি কাউকে ভালোবেসে তার ভালোবাসা আকর্ষণ করতে পারে, আর সেই ব্যক্তি যদি কুরূপের অন্তরালে সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়ে আমার মেয়েকে প্রার্থনা করে, তা হ'লে মেয়ের বিয়ে হবে, নয় তো মেয়ে আমরণ কুমারীই থাকবে।......

রামযাদু এ-কথার উত্তরে বল্‌বার কিছু খুঁজে না পেয়ে অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

পরাণ-বাবু ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন—আচ্ছা, আপনি এখন আসুন মুখুজ্জে মশায়। আমার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত এখন দরকারী।

রামযাদু মুখ কাচুমাচু ক'রে ঘর থেকে বাহির হ'য়ে চল্‌লো, কিন্তু পরাণ-বাবুর দিকে পিছন ফির্‌তেই তার মুখ উজ্জ্বল ও দৃষ্টি চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো ; ঘরের দরজা পার হ'য়েই তার মনে হ'লো—কেওটের পো এইবার কাবে প'ড়েছেন ! জলের দামে বাড়ী দুখানা বিকিয়ে যাবে। দেখি আমি যদি দাঁও মার্‌তে পারি। আমাকে যে দুখানা বাড়ী ও-ই দিয়েছে, সেই দুখানা বন্ধক রেখে টাকা তুলে অন্ততঃ একখানা বাড়ী কিনে ফেল্‌তে হবে......তা হ'লে মাছের তেলে মাছ-ভাজা হবে !

রামযাদু রাস্তায় বেরিয়েই একখানা ট্যাক্‌সি-গাড়ী ভাড়া ক'রে ছুটে চল্‌লো ; তা'র সময় নেই, যথাসম্ভব সত্বর তা'র সব কাজ চুকিয়ে ফেল্‌তে হবে।

রামযাদু ট্যাক্‌সি ছুটিয়ে সব-প্রথমে গেলো সাহেবদের বাড়ী। তাকে অসময়ে ব্যস্ত হ'য়ে আস্‌তে দেখে সাহেবেরা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—হ্যালো রায় বাহাদুর, এমন অসময়ে কি কাজ ?

রামযাদু ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বল্‌লে—থাকোহরি ফেরার হয়েছে !......

সাহেবেরা আশ্চর্য্য ও ভীত হ'য়ে বল্‌লে—অ্যা ! কে বল্‌লে...?

থাকোহরি যে তাকে চিঠি লিখে পালিয়েছে এ-কথা গোপন ক'রে বল্‌লে—আমি এই মাত্র কতকগুলো চিঠিপত্র সই করাতে পরাণ-বাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, তাঁর কাছেই শুনে এলাম।

সাহেবেরা উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—পরাণ-বাবু কি বল্‌লেন……?

—তিনি বল্‌লেন, এ-কথা এখন কাউকে বোলো না; থাকোহরি করমচাঁদ ধরমচাঁদ ঠাকরসীর তূলার চেক আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে টাকা ক্যাশ করেছে; আমি চুপিচুপি ঐ টাকাটা আপিসে পূরিয়ে দেবো……

—ঠাকরসীর তূলার বিল তো অনেক টাকার! সব টাকাই কি থাকোহরি নিয়ে পালিয়েছে? কিন্তু পরাণ-বাবুকে দিয়ে চেক সই করালে কেমন ক'রে?

—পরাণ-বাবু তো এখন পত্নীশোকে বিহ্বল হ'য়ে আছেন, কোনো কাজকর্ম্মই দেখেন না, তাতে আবার থাকোহরিকে অত্যন্ত বিশ্বাস কর্‌তেন……

—আপনি রায় বাহাদুর, থাকোহরির দিকে নজর রাখ্‌তে আমাদের আগেই ব'লে সাবধান করেছিলেন; আমরা আপনার সেই উপদেশ গ্রাহ্য করি নি, তথাপি আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজও আপনি সব প্রথমে দৌড়ে এসেছেন আমাদের খবর দিতে, এর জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।……আচ্ছা, আমরা এখনই আপিসে যাচ্ছি, এবং দেখ্‌ছি কতো টাকা

থাকোহরি নিয়ে ভেগেছে .....পুলিসেও তো খবর দিতে হবে...
আপনিও একটু সকাল-সকাল আপিসে যাবেন রায়-বাহাদুর,
আপিসের সমস্ত হিসাব-নিকাশ অডিট করাতে হবে, আমাদের
অডিটারদের এখনি ফোন্ করছি......

রামযাদু যে-আজ্ঞে ব'লে খুব নীচু হ'য়ে লম্বা হাতে সেলাম
ক'রে বিদায় হ'লো।

ট্যাক্‌সি ছুটিয়ে রামযাদু গেলো মাড়োয়ারী ধনী ব্যাঙ্কার
মুলজী শেঠীর কাছে।

মুলজী রামযাদুকে দেখেই হেসে অভ্যর্থনা করলে—আস্‌সেন
রায়-বাহাদুর, কী মনে করিয়ে আসিয়েসেন? সবেরে আপকে
দর্শন মিল্‌লো হামি তো বহুৎ ভাগ্‌মান। আপনকার কোন্
খিদমতে হামি লাগ্‌তে পারি?

রামযাদু জুতা খুলে ফরাসের উপর বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লে—
আমার হাজার পঞ্চাশ ষাট টাকা চাই শেঠজী। আজই
এখনই। পরাণ-বাবু বাড়ী বিক্রি করবেন, সেই বাড়ী আমি
কিন্‌বো।

মূলজী আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—পরাণ-বাবু বাড়ী
বিক্কিরি করিয়ে ফেল্‌বেন? কেনে?

রামযাদু বল্‌তে লাগ্‌লো—বৌ ম'রে গেছে: এখন তো শুধু
নিজে আর মেয়ে; অতো-বড়ো বাড়ী রেখে আর কি করবেন?
আর চাক্‌রীও করবেন না, তীর্থে টীর্থে গিয়ে বাস করবেন
বোধ হয়......

মূলজী বল্‌লে—হাঁ হাঁ, এ বাত মুনাসিব আছে! তীরথ-বাস বহুত ভালা!

রামযাদু মনে মনে বল্‌লে—তোমার গুষ্টির মাথা! তীরথ বাস ভালা তো তোদের আবু পাহাড় ছেড়ে কল্‌কাতায় এসে টাকার কুমীর হ'য়ে ব'সে আছিস্ কেনো?······

তার পর সে প্রকাশ্যে বল্‌লে—টাকাটা হয় আমার ফড়িয়া-পুকুরের বাড়ী আর বালিগঞ্জের অন্নপূর্ণা-আশ্রম বাঁধা রেখে দেবেন, নয় তো পরাণ-বাবুর বাড়ীটা আপনি বেনামীতে কিনে নিয়ে বাঁধা রাখুন, আমি টাকা জোগাড় ক'রে বাড়ী খালাস ক'রে নেবো।

মূলজী বল্‌লে—উ তো মুনাসিব বাত আছে! হামি দোনোমে রাজী! আপনকার হ্যাণ্ড্‌নোট ভি চল্‌তে পারে। টাকা কি এখনই চান?

রামযাদু ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত করলে দেখে শেঠজী বল্‌তে লাগ্‌লো,—তো চলেন গদীমে। আপকে সাথ গাড়ী-উড়ী কুছু আসে?

রামযাদু বল্‌লে—হ্যাঁ আছে, ট্যাক্‌সি। তবে আপনি একটু মেহেরবানী ক'রে তক্‌লিফ্ উঠান······

"চলেন······" ব'লেই শেঠজী হাঁক দিলেন—এ হরকরাম, হম্‌রা কুর্ত্তা ঔর চদ্দর ঔর জুতী তো লাও······

মিনিট দুই পরে এক ভৃত্য একটা গিলে-করা সদ্য ধোপার-পাট-ভাঙা আদ্ধির পাঞ্জাবী, রেশমী ও জরীর পাড় দেওয়া

একখানা উড়ানী ও এক জোড়া সেলিমশাহী জুতা এনে মূলজীকে দিলে। মূলজী প্রস্তুত হ'তেই রামযাদু তাকে নিয়ে প্রস্থান করলে।

মূলজীর গদী থেকে টাকা নিয়ে মূলজীকে সঙ্গে ক'রে রামযাদু ট্যাক্‌সি ছুটিয়ে পরাণ-বাবুর বাড়ীতে গেলো।

রামযাদু পরাণ-বাবুর ঘরে গিয়ে বল্‌লে—আমি মূলজী শেঠীকে গিয়ে বল্‌তেই ও আপনার বাড়ী কিন্‌তে রাজী হয়েছে। ও টাকা নিয়ে এসেছে। এটর্নীকে ফোন্ করেছে, তিনিও এলেন ব'লে, এখনই লেখাপড়া হ'য়ে যাবে, আর আজই রেজেষ্টারীও হ'য়ে যাবে।

পরাণ-বাবু আশ্বস্ত হ'য়ে বল্‌লেন,—আপনি আমাকে বাঁচালেন মুখুজ্জে মশায়! আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পার্‌বো না।

রামযাদু মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌লে—এর জন্যে আপনি এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেনো, এ তো আমার কর্ত্তব্য, আপনার কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণে তো আমার মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে আছে, তারই কিঞ্চিৎ পরিশোধ করবার চেষ্টা করছি।……শেঠজীকে নীচে বসিয়ে এসেছি……

পরাণ-বাবু ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের কাপড়ের ঢল্‌কো খুঁট এঁটে ক'ষে গুঁজ্‌তে গুঁজ্‌তে বল্‌লেন—চলুন, চলুন।

পরাণ-বাবু নীচের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করতেই মূলজী ত্রস্ত

ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড় ক'রে সাম্‌নের দিকে অল্প মাথা ঝুঁকিয়ে বল্‌লে—আপনকার জোরুর মৌতের কথা শুনিয়েসে বাবুজী। বড়ী আফ্‌শোষকী বাত! আদ্‌মীর নসিবই এয়্‌সা··· রামজী ললাটমে জো লিখা হ্যায়·········রায়-বাহাদুর বোল্‌লেন আপনি বাড়ী উড়ী বিক্কিরি ক'রে তীরথ-বাস কর্‌তে যাবেন! সো তো বহুৎ মুনাসিব হিচ্ছা!

পরাণ-বাবু শেঠের কথা শুনে রামযাদুর উপর খুশী হ'য়ে উঠ্‌লেন—রামযাদু যে তাঁর বাড়ী বেচার প্রকৃত কারণ প্রকাশ করে নি, এবং কৌশলে তাঁর মানসম্ভ্রম বজায় রেখেছে, এতে তাঁর মন রামযাদুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো। এবং তীর্থবাসের কথাটা তাঁর মনে উদিত হবা মাত্রই তিনি পরম আগ্রহে বল্‌লেন—হ্যাঁ শেঠজী, আমি তীর্থবাসই কর্‌বো! বুড়ো বয়সে আর সংসারে জড়িয়ে থাক্‌বো কা'র জন্যে?

শেঠজী খুব জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—আপ্‌কা লেড়কীর সাদী হোয়েসে?

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—না, সেটা হ'য়ে গেলেই আমার অবশিষ্ট একটা বাঁধন কেটে যায়।

এমন সময় শিবাপ্রসাদ দত্ত এটর্নী তাঁর এক কেরানীকে সঙ্গে ক'রে দলিল লেখ্‌বার কাগজপত্র নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ কর্‌লে।

মূলজী এটর্নীকে দেখেই বল্‌লে—এই যে এটর্নী বাবুজী

আসিয়েসেন। হামি পরাণ-বাবুর তুটা বাড়ী কিন্‌বো, বাকী বেনামী কিন্‌বো······রায়-বাহাদুরের নামে কিন্‌বো······

পরাণ-বাবু রামযাদুর দিকে একবার অপাঙ্গে দেখে নিয়ে বল্‌লেন—"বেশ!" তাঁর মন সংশয়ে সন্দেহে আন্দোলিত হ'য়ে উঠ্‌লো—শেঠ রামযাদুর বেনামীতে বাড়ী কিন্‌ছে কেনো? এর মধ্যেও রামযাদুর নিশ্চয় কোনো কৌশল আছে! নিশ্চয় রামযাদু তাঁর বাড়ীখানি একেবারে বেহাত হ'য়ে না যায়, তার জন্যে কোনো গোপন উপায় অবলম্বন করেছে! এই কথা মনে হ'তেই পরাণ-বাবুর মন রামযাদুর প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। তিনি প্রসন্ন উজ্জ্বল দৃষ্টিতে রামযাদুর দিকে চাইলেন।

রামযাদুর মুখ অপ্রতিভ হ'য়ে শুকিয়ে উঠ্‌লো, সে তাড়াতাড়ি মাথা হেঁট কর্‌লে; তার মনে আশঙ্কা হ'লো—কেওটের পো বোধ হয় আমার চালবাজী ধাপ্পাবাজী ধ'রে ফেলেছে!

রামযাদুকে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে মাথা নীচু কর্‌তে দেখে' পরাণ-বাবুর মুখ ও মন আরো প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো—মুখুজ্জে মশায়ের চরিত্র কী স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর নিরহঙ্কার! তিনি বিনয় মূর্ত্তিমান! লোকের মঙ্গল ক'রে প্রশংসা পেতে পর্য্যন্ত চান না; কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি পর্য্যন্ত সহ্য কর্‌তে পারেন না, সঙ্কোচে মুষ্‌ড়ে যান!

মূলজী বল্‌লে—রায়-বাহাদুর আপনকার নাম লিয়ে যেই বোল্‌লেন হামি ঐসা তুরন্ত্‌ চলিয়ে আলাম রূপেয়া লিয়ে। আপনকার জরুরী কাম, হামী ঔর দালাল উলাল দিলোম না,

যাচাই ভি কর্‌লোম না, দরাদরী ভি কর্‌তে হিচ্ছা নাই। দরদাম আপনিই একটা মুনাসিব সম্‌ঝে ঠিক ক'রে দিবেন

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আমার এই বাড়ী আর বাঁশতলার বাড়ী সময় নিয়ে বেচ্‌লে এক লাখ টাকা স্বচ্ছন্দে পাওয়া যেতে পারে। আপনি এখন আমাকে ষাট হাজার টাকা দিলে আমার কাজ মেটে।

শেঠ বল্‌লে—আচ্ছা বাবুজী, আপনার কোথা ভি থাক্, হামের কোথা ভি থাক্, হামি পচাস হাজার এক রূপেয়া দিবো।

পরাণ-বাবু তৎক্ষণাৎ বল্‌লেন—আচ্ছা, তাই সই।

পরাণ-বাবুর এই উক্তি শুনেই রামযাদু মনের খুশী মুখের কাঁচুমাচু ভাবে চাপা দিয়ে বল্‌লে—আমি তা হ'লে এখন আসি। আপিস যেতে হবে······

পরাণ-বাবু তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—আচ্ছা। লেখা-পড়াটা হ'লে দলিলটা রেজেষ্টারী করিয়ে আমিও যতো শীগগির পারি আপিসে যাচ্ছি। কিন্তু এ কথা এখন······

রামযাদু ব'লে উঠ্‌লো—সে-কথা আমাকে আপনার বল্‌তে হবে না।···তবে আমি আসি শেঠজী···শিব-বাবু নমস্কার······

রামযাদু ঘরে উপস্থিত তিনজনের কাছে এক নমস্কারে বিদায় নিয়ে প্রস্থান কর্‌লো।

তার ট্যাক্‌সি ছুটে চল্‌লো বালিগঞ্জে অন্নপূর্ণা-আশ্রমে।

সে স্ত্রীর কাছে গিয়েই উৎফুল্ল স্বরে বল্‌লে—কেল্লা ফতে রে

পাগলী, কেল্লা ফতে! অসমঞ্জ মুখুজ্জের গল্পের জগদীশ লাহিড়ী যেমন বলেছে বীট্ দি ফোর্ট উইলিয়ম, সেই রকম আর কি! খাসা লোক সেই জগদীশ লাহিড়ী! আমাকেও হার মানিয়েছে! তার কাছে আমি অনেক কারচুপি শিখ্তে পেরেছি!

মনমোহিনী বিস্ময়ে কৌতূহলে নির্ব্বাক্ হ'য়ে উৎসুক দৃষ্টি মেলে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। রামযাদু কোটের ভিতরের বুক-পকেট থেকে দু-তাড়া কাগজ বাহির ক'রে বল্লে—পরাণ-বাবু এই দলিলে সই ক'রে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দান ক'রেছেন, আর এই দলিলে বিক্রি করেছেন; এখন আমি যে দলিলটা সুবিধা বুঝ্বো সেইটে দিয়ে সম্পত্তি দখল কর্বো। কিন্তু বাড়ী দুটো ছেড়ে দিতে হ'লো, লোকটার অনেক খেয়েছি, একেবারে মূলে হাভাত কর্তে পার্লাম না। একবার মনে ক'রেছিলাম বোকা মাড়োয়ারীটাকে দিয়ে বাড়ী দুখানা কেনাই, তার পর আমার স্বত্ব দাবী ক'রে বেটাকে দি কলা খাইয়ে। কিন্তু শেষে ভেবে দেখ্লাম, তাতে আমার দুর্নাম হ'য়ে যেতে পারে। তাই বাড়ী দুখানার লোভ সাম্লাতে হ'লো। এখন কেওটের পো পটল তুল্লে হয়, তার পর কালপেঁচী মেয়েটাকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে বিয়ে দিয়ে দূর ক'রে দিলেই রামযাদুর রামরাজত্বি রে পাগলী রামযাদুর রামরাজত্বি! আপিসের বড়ো-বাবুও হবে এই রামযাদু! সাহেব বাঁদর দুটোও রামযাদুর মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে! এখন কেওটের বাচ্চাকে

চট্‌পট্‌ ভবযন্ত্রণা থেকে সরানো যায় কি ক'রে। বুড়ো মেরে তো খুনের দায়ে পড়া যায় না!

মনমোহিনী ভীত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—না গো না, ও-সব সর্ব্বনেশে মৎলব মনের কোণেও ঠাঁই দিয়ো না। মা অন্নপূন্নো এম্‌নই মনোবাঞ্ছা পূন্নো কর্‌বেন—আমরা এতো কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা কর্‌ছি।

রামযাদু বিরক্ত স্বরে বল্‌লে—দেবতার হাতে কাজের ভার দিয়ে রাখ্‌লে বড়ো দেরী হয় রে ক্ষেপী! নিজের হাতে চট্‌পট কাজ সারা যায়!

মনমোহিনী শঙ্কাকুল কণ্ঠে বল্‌লে—না গো না, তোমার নিজের হাতে আর কোনো কাজ সেরে কাজ নেই। আর দুটো দিন সবুরই করো না; বুড়ো যে শোগ পেয়েছে, তাতে আর ক'দিনই বা বাঁচ্‌বে?

রামযাদু বল্‌লে—তোমার মুখে পুরুষের এই প্রশস্তিটা শুন্‌তে আমার কানে মন্দ লাগ্‌লো না। কিন্তু অনেক বুড়ো যে আবার কেঁচে ছুঁড়ি বিয়ে ক'রে ঘরকন্না পাতে! সহমরণে যাওয়া যে ইংরেজ গভর্মেণ্ট্‌ বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

মনমোহিনী বল্‌লে—তা করুক। তুমি নিজে অনেক কীর্ত্তি করেছো, এখন এই শেষ কাজটা দেবতার হাতেই দিয়ে রাখো।

রামযাদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—নাচার হ'য়ে দিতেই হবে। কিন্তু শোনো, তুমি রোজ দুবেলা হরির লুট······না না, হরি আবার বোষ্টম মানুষ, প্রাণীবধে তাঁর আপত্তি হ'তে পারে···আর

আপত্তিই বা কোথায় ?······দৈত্য দানব তো কম সাবাড় করেন নি !······তা যাই হোক, তাঁকেও ডেকো, আর মা-কালীর কাছে পাঁঠা মোষ মানত কোরো যেনো পরাণের প্রাণটা চট্ ক'রে চম্পট দেয় !

মনমোহিনী বিরক্তির ভাণ ক'রে বল্‌লে—না ; ও-সব অমঙ্গল কামনা আমি কর্‌তে পার্‌বো না।

রামযাদু বল্‌লে—আহা ! আমার সময়ের অত্যন্ত অভাব ব'লেই তো সহধর্ম্মিণীর উপর বরাত দিচ্ছি। পরের অমঙ্গল না হ'লে নিজের মঙ্গল হয় কৈ ?······

মনমোহিনীকে আবার কিছু আপত্তি তুল্‌তে উদ্যতা দেখেই রামযাদু তাকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—আচ্ছা, এখন তর্ক থাক্, আমাকে এখনই আপিস যেতে হবে। ঝাঁ ক'রে মাথায় দু-ঘটী জল ঢেলে আসি, তুমি বামুনঠাকুরকে ভাত দিতে বলো······

রামযাদু ও মনমোহিনী ঘরের দু-দিকের দরজা দিয়ে দু-দিকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলো।

পরাণ-বাবু বেলা দ্বিপ্রহরে আপিসে গিয়েই দেখ্‌লেন দুজন অডিটর আপিসের সমস্ত হিসাবের খাতা নিয়ে অডিট কর্‌তে লেগে

গেছে। এই ব্যাপার দেখেই তাঁর মুখ শুকিয়ে গেলো। থাকো-হরির চুরি ধরা পড়া অনিবার্য্য; তাঁরও অপমান হওয়া অনিবার্য্য। তাঁর মনে হ'লো সমস্ত আপিস যেনো থমথম করছে, সকলে যেনো তাঁর দিকে বার বার আড় চোখে তাকাচ্ছে। পরাণ-বাবু সঙ্কোচে কুণ্ঠায় অপ্রতিভ ভাবে চোরের মতন নিজের জায়গায় বস্তে যাচ্ছিলেন, এমন সময় রামযাদু তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এসে মুখ খুব কাচুমাচু ক'রে বল্লে—সাহেবরা থাকোহরির চুরির খবর টের পেয়েছে কেমন ক'রে; তা'রা আপনাকে বল্তে বলেছে যে, যে কদিন অডিট হবে সে কদিন আপনি আপিসে আস্বেন না…

পরাণ-বাবুর মুখ কালো হ'য়ে উঠ্লো, তিনি নীরবে একবার রামযাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে চল্লেন; লজ্জায় অপমানে তাঁর উঁচু মাথা এমন হেঁট হ'য়ে গেলো যে, তিনি আর কারো দিকে চাইতে পার্ছিলেন না। যেখানে তিনি এতোদিন সিংহবিক্রমে প্রভুত্ব করেছেন, সেখান থেকে অপদস্থ হ'য়ে বেরিয়ে যেতে তাঁর পা যেনো ভেঙে পড়্তে চাচ্ছিলো। তিনি কোনোমতে আপিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে গাড়ীতে চড়্লেন, এবং অপমানের আতিশয্যে মুহ্যমান অচৈতন্যপ্রায় হ'য়ে ব'সে রইলেন।

রামযাদু পরাণ-বাবুকে চ'লে যেতে দেখেই সাহেবদের কাম্রায় গিয়ে ঢুক্লো এবং সাহেবদের সেলাম ক'রে বল্লে—পরাণ-বাবু আপিসে এসেছিলেন, অডিট হচ্ছে দেখে তিনি চ'লে

গেলেন, বল্‌লেন, সাহেবদের বোলো যতোদিন অডিট হবে ততোদিন আমি আপিসে আস্‌বো না।

সাহেবরা বল্‌লে—বেশ। তা হ'লে আজ থেকে আপনি আপিসের চার্জে থাক্‌বেন ··

রামযাদু মাথা নত ক'রে হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে সেলাম কর্‌বার ছলে তার পরিতোষের হাসি ঢাকা দিয়ে সাহেবদের কাছ থেকে স'রে পড়্‌লো এবং আপিসে ফিরে এসে পরাণ-বাবুর আসনে গিয়ে জেঁকে বস্‌লো।

পরাণ-বাবু নিজের বাড়ীতে ফিরে গিয়েও যেনো অপরাধ ধরা পড়ার ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লেন, চাকর-বাকরদের দিকেও তাকিয়ে দেখ্‌তে তাঁর সাহসে কুলোচ্ছিলো না। ঘরে ঢুকে দেখ্‌লেন কৃষ্ণকলি ঘুমিয়ে পড়েছে। কন্যার দিকে দৃষ্টি পড়্‌তেই তাঁর বুক ঠেলে দীর্ঘনিশ্বাস পড়্‌লো।

পরাণ-বাবু সেই ঘরে ব'সে একখানা চিঠি লিখ্‌লেন; নিজের উইলখানা বাহির ক'রে তাতে কিছু লিখ্‌লেন; তার পর টেলিফোন ধ'রে আপিসে রামযাদুকে ডাক্‌লেন।

রামযাদু টেলিফোনে সাড়া দিতেই তিনি বল্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি একবার দয়া ক'রে শীঘ্র আসুন; আমি দীর্ঘকালের জন্য খুব দূর দেশে চ'লে যাচ্ছি, আপনাকে আমার কিছু ভার দিয়ে যাবার আছে···

রামযাদু এই সংবাদ পেয়েই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো,······পরাণ-বাবু দীর্ঘকালের জন্য আপিসে অনুপস্থিত থাক্‌লে সে-ই আপিসের

বড়ো-বাবু হবে, এই কথা মনে হ'তেই সে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বল্‌লে—আমি এখনই যাচ্ছি, আপনার সকল ভার আমি নেবো, আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে কিছুদিন ঘুরে আসুন ·····

পরাণ-বাবু যে বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছেন এ-কথা রামযাদু কাউকে বল্‌লে না ; তার মনে হ'লো সে যদি পরাণ-বাবুকে কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রায় পাঠাতে পারে, তা হ'লে সে সাহেবদের সহজেই বুঝিয়ে দিতে পার্‌বে যে, পরাণ-বাবু তহবিল ভেঙে ফেরার হয়েছে। রামযাদু তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে সাহেবদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ট্যাক্‌সি ছুটিয়ে চল্‌লো পরাণ-বাবুর বাড়ীর দিকে।

পরাণ-বাবু রামযাদুকে টেলিফোনে ডেকেই বিছানার কাছে এসে ঘুমন্ত কৃষ্ণকলিকে একবার চুমু খেলেন ও তার মাথায় হাত রেখে অনেকক্ষণ ধ'রে তা'কে মনে মনে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন। তার পর কৃষ্ণকলির বিছানার পাশে অপর একটি খাটের উপর শুয়ে তিনি একটা শিশি থেকে খানিকটা কিছু গলায় ঢেলে দিয়ে চোখ বুজ্‌লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত নেতিয়ে বিছানার উপর ঢ'লে পড়্‌লো।

রামযাদু যখন এসে সেই ঘরে ঢুক্‌লো তখন দেখ্‌লে পরাণ-বাবু আড়ষ্ট হ'য়ে বিছানার উপর প'ড়ে আছেন, তাঁর হাতে একটা শিশি······

এই অবস্থা দেখেই প্রথমে রামযাদুর মনটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো, মানুষের স্বাভাবিক পরার্থপরতা তা'কে উদ্বিগ্ন ক'রে

তুল্‌লো······পরাণ-বাবু আত্মহত্যা করেছেন না কি? কী সর্ব্বনাশ! এই জন্যেই কি তিনি বল্‌ছিলেন যে তিনি দূর দেশে চ'লে যাবেন······

রামযাদুর এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে পরমুহূর্ত্তেই তার মনে হ'লো যে সে একা আত্মহত্যার ঘরে রয়েছে, সে না খুনের দায়ে প'ড়ে যায়। সে অম্‌নি চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—ওরে বোঁচা, ওরে কে কোথায় আছিস্‌, ছুটে আয়······

চাকরেরা দৌড়ে এলো, চেঁচামেচিতে কৃষ্ণকলির ঘুম ভেঙে গেলো; সে-ঘরে লোক-সমাগম ও সকলের ব্যস্ততা দেখে সে ধড়মড় ক'রে উঠে বস্‌লো এবং হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে অবাক্‌ হ'য়ে সকলের মুখের দিকে ফেল-ফেল ক'রে তাকাতে লাগ্‌লো।

রামযাদু প্রথমেই একজন চাকরকে বল্‌লে—কৃষ্ণকলিকে এখান থেকে নিয়ে যাও···ওকে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াও গে···

কৃষ্ণকলিকে সরিয়ে নিয়ে যেতেই রামযাদু তাড়াতাড়ি পরাণ-বাবুর কাছে গিয়ে দেখ্‌লে যে, পরাণ-বাবুর হাতের শিশিতে লেবেলে লেখা রয়েছে পোটাশিয়াম সায়ানাইড্‌!

সেই কথা দুটো পড়্‌বার সঙ্গে সঙ্গে রামযাদুর বুক কেঁপে উঠ্‌লো—তা হ'লে আর কোনো আশা নেই······

তথাপি তখনই সে টেলিফোন ধ'রে পরাণ-বাবুর অনুগ্রহ-ভাজন দু-তিন জন ডাক্তারকে ডাক দিলে এবং পুলিসেও খবর দিলে।

চাকরেরা জল পাখা নিয়ে এসেছিলো। রামযাদু তাদের

দিকে ফিরে ম্লান মুখে বল্‌লে—আর ও-সব কি হবে, শেষ হ'য়ে গেছে……

চাকরেরা সেইখানে ব'সে প'ড়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

পরমুহূর্ত্তেই রামযাদু একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে উঠ্‌লো, তার স্বার্থ-বুদ্ধি সচেতন হ'য়ে উঠ্‌লো। সে দেখ্‌লে পরাণ-বাবুর বালিশের পাশে একখানা খামের চিঠি আছে, তার উপরে তারই নাম লেখা এবং সেই চিঠির পাশে একখানা লেখা কাগজ খোলা প'ড়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি নিজের নাম-লেখা চিঠিখানা তুলে পকেটে ফেল্‌লে এবং খোলা কাগজখানার উপর একটু ঝুঁকে পড়্‌লে, তাতে পরাণ-বাবু লিখে রেখে গেছেন যে তিনি পত্নীশোক ও অপমানের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আত্মহত্যা করেছেন।

এইবার রামযাদুর মুখের মলিনতা অনেকখানি কেটে গেলো। সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গেলো নিজের চিঠি পড়্‌তে। চিঠি খুলেই রামযাদু যেমন যেমন এক এক লাইন দ্রুত প'ড়ে যেতে লাগ্‌লো তেমন তেমন তার মুখ ক্রমশঃ উজ্জ্বল প্রফুল্ল উৎফুল্ল বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। পরাণ-বাবু সেই চিঠিতে লিখে রেখে গেছেন—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

প্রণামান্তে নিবেদনম্—

মুখুজ্জে মশায়, আমি মহাযাত্রায় চলিলাম। পিতৃমাতৃহীনা বালিকা কৃষ্ণকলি রহিল, তাহাকে দেখিবেন। তাহার মাতার

অঙ্গের যে অলঙ্কার রহিল, তাহার মূল্য পাঁচ হাজার টাকা হইবে ; সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিলে হাজার পঞ্চাশ টাকা পাওয়া যাইবে ; ইহা হইতে কৃষ্ণকলির গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা তাহার বিবাহের সময় তাহার যৌতুক হইবে। একটি শিক্ষিত সৎপাত্র দেখিয়া তাহাকে সম্প্রদান করিবেন।

আমার শেষ উইল আয়রন্‌-চেষ্টের মধ্যে রহিল। তাহাতে আমি আপনাকে কৃষ্ণকলির অভিভাবক ও অছি নিযুক্ত করিয়াছি। আপনি ব্যতীত আমার হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় বন্ধু আর কেহ নাই। কৃষ্ণকলির মঙ্গলের জন্য সম্পত্তি বিক্রয় বন্ধক দিবার ক্ষমতা ও অধিকার আপনার রহিল।

আমার ঋণ কিছু নাই ; দোকানদারদের পাওনা সব চুকাইয়া চলিলাম। যদি কাহারো বাকী থাকে তবে আয়রন্‌চেষ্টে যে নগদ দশ হাজার টাকা রহিল তাহা হইতে শোধ করিয়া দিবেন। ঐ টাকা হইতে আমার শ্রাদ্ধ করাইবেন—বেশী ঘটা করিবেন না, কেবল কাঙালী ভোজন করাইলেই আমার সন্তপ্ত আত্মা তৃপ্ত হইবে।

আপিসের ঋণ শোধ করিবার জন্য মূলজী মাড়োয়ারীর কাছে বাড়ী বেচার দেড় লক্ষ টাকার চেক সই করিয়া আপিসে লইয়া গিয়াছিলাম, সাহেবদের দিবার অবসর পাই নাই ; সেই চেক আপনার নামে এন্‌ডর্স্‌ করিয়া সই করিয়া রাখিয়া গেলাম ; আপনি তাহা আপিসের হিসাবে জমা করাইয়া দিবেন।

আপনার উপর অনেক ভার চাপাইয়া গেলাম; আপনি পরোপকারী ধাম্মিক মহাশয় ব্যক্তি; আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই ভার গ্রহণ ও সম্পাদন করিবেন এই আশা সঙ্গে লইয়া গেলাম। আপনাকে মুখে কিছু বলিয়া যাইতে পারিলাম না; আপনি আমার মহাপ্রয়াণের আভাস পাইলে আমাকে বাধা দিতেন, এই আশঙ্কায়।

যাহা মনে আসিল লিখিলাম। যাহা অনুক্ত রহিল তাহা আপনি নিজের বুদ্ধি বিবেচনা ও ধর্ম্ম অনুসারে করিবেন, এই অনুরোধ।

কৃষ্ণকলি রহিল, তাহাকে দেখিবেন।

পরলোকের যাত্রী

প্রণত

শ্রীপরাণচন্দ্র বিশ্বাস।

পত্র প'ড়েই রামযাদুর মুখ আনন্দিত হাস্যে একেবারে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌লো। পত্র পড়া শেষ হ'তে না হ'তে সে শুনতে পেলে বাড়ীর দরজায় মোটর-গাড়ী এসে থাম্‌লো। রামযাদু অম্‌নি তাড়াতাড়ি পত্রখানা জামার পকেটে পূরে মুখ ম্লান ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যে-ঘরে পরাণ-বাবুর দেহ প'ড়ে আছে সেই ঘরে গেলো। একটু পরেই ডাক্তার এসে ঘরে ঢুক্‌লো এবং উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—কী মুখুজ্জে মশায়! ব্যাপার কি?

রামযাদু কপালে করাঘাত ক'রে বল্‌লে—আর ব্যাপার কি ? সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে ! হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড !

ডাক্তার তাড়াতাড়ি গিয়ে পরাণ-বাবুর দেহ পরীক্ষা কর্‌তে প্রবৃত্ত হ'লো। অল্পক্ষণ পরে ডাক্তার সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—হোপ্‌লেস্‌...ডেড্‌ অ্যাণ্ড্‌ গন্‌..

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরো তিন জন ডাক্তার এলো ; থানার দারোগা, ডেপুটি কমিশনার অফ্‌ পুলিশ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, করোনার প্রভৃতিতে ঘর ভ'রে গেলো। সবাই দেখে শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—এ ক্লিয়ার কেস্‌ অফ্‌ সুইসাইড্‌ !

রামযাদু মুখ বিষণ্ণ ক'রে বল্‌লে—আপনারা একটা সার্টিফিকেট দিয়ে যান...এত বড়ো মানী লোকটাকে মর্গে নিয়ে যেতে যেনো না হয়......

সকলে একবাক্যে ব'লে উঠ্‌লো—অফ্‌ কোর্স্‌......অবশ্য...

রামযাদু সার্টিফিকেট সংগ্রহ ক'রে পরাণ-বাবুর শব শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর্‌তে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লো। এতো সব লোক বাড়ীতে অধিকক্ষণ থাকে এ তার পছন্দ হচ্ছিলো না।

পরাণ-বাবুর সৎকারের পর বাড়ী ফিরে গিয়ে রামযাদু মনমোহিনীকে বল্‌লে—মনো, মা অন্নপূর্ণার কৃপাতে আমাদের অন্নের ভাণ্ডার পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। পরাণ তো প্রাণত্যাগ কর্‌লেন, এখন কালপেঁচী মেয়েটা সর্‌লেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।

মনমোহিনী বল্‌লে—আহা কচি মেয়ে, এসে অবধি কেবলই বাবা বাবা ব'লে কাঁদ্‌ছে···ওর কি আপনার লোক কেউ নেই ?

রামযাদু বল্‌লে—ওর মার কেউ কোথাও ছিলো না ; অনাথ মেয়ে দেখে পরাণের বাবা দয়া ক'রে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন ; পরাণের নিজের লোক কেউ থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে···পয়সা থাক্‌লে আপনার লোকের অভাব হয় না···পয়সার লোভে আত্মীয়তার দাবী কর্‌তে কেউ না কেউ আস্‌বে ··কিন্তু পরাণের উইলে আমি কৃষ্ণকলির সম্পত্তির অছি নিযুক্ত হয়েছি··· যদি কেউ আত্মীয়তা দাবী কর্‌তে আসেন, কৃষ্ণকলিকে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু সম্পত্তি না···সম্পত্তি—ডবল-ব্যারেল বন্দুক, বিক্রীর খত আর উইল, দিয়ে—আমি রক্ষা কর্‌বো···

মনমোহিনী গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—তা বেশী লোভ কর্‌তে গিয়ে বিপদে প'ড়ো না যেনো · যা রয় সয় তাই ভালো······

রামযাদু বল্‌লে—কিছু ভয় নেই রে ক্ষেপী ! রামযাদু সব আটঘাট বেঁধে কাজ করে···

রামযাদু পরাণ-বাবুর বাড়ীর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি তুলে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসেছে, একদিনও বিলম্ব করে নি। পাছে পুরাতন চাকরেরা থাক্‌লে তারা পরাণ-বাবুর সম্পত্তির সাক্ষী হ'য়ে থাকে এবং কৃষ্ণকলিকে জানিয়ে দেয় যে তার বাবার কী ঐশ্বর্য্য ছিলো, তাই রামযাদু পরাণ-বাবুর ভৃত্যদের বিদায় ক'রে দিয়েছে ; বিদায় দেবার সময় সে তাদের বলেছে—বাবু তো দেনায় ডুবে আত্মহত্যা কর্‌লেন ; বাবুর মেয়ে তো এখন আমার ঘাড়েই

পড়্‌লো, আমি বাবুর নিমক খেয়েছি, আমি তো আর ওকে ফেল্‌তে পার্‌বো না, আমরা খেতে পর্‌তে পেলে কৃষ্ণকলি-ও খেতে পর্‌তে পাবে; তা ছাড়া মেয়ের বিয়েও তো আমাকেই দিয়ে দিতে হবে···বাবু তো এক পয়সাও রেখে যান নি···কিন্তু আমার তো এমন অবস্থা নয় যে, তোমাদের সকলকে আমি রাখি, তোমরা এখন এসো গে, পরে দর্‌কার হ'লে তোমাদের খুঁজে ডেকে নেবো, তোমরা হ'লে পুরোনো বিশ্বাসী চাকর···তোমাদের আমি অমনি ছাড়িয়ে দিতে পারবো না, তোমাদের আমি এক বছরের মাইনে দিয়ে বিদায় দেবো···আমার যতোক্ষণ এক পয়সা আছে ততোক্ষণ কর্ত্তার বদ্‌নাম হ'তে দেবো না······

চাকরেরা চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তেও রামযাদুর বদান্য সদাশয়তার প্রশংসা শতমুখে প্রচার কর্‌তে কর্‌তে বিদায় হ'য়ে চ'লে গেছে।

তার পর রামযাদু মূলজী শেঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাকে বল্‌লে—শেঠজী, পরাণ-বাবু তো তাঁর বাড়ী ঘর সব-কিছু আগেই আমাকে বিক্রী ক'রে চুকেছিলেন; আরও টাকার দর্‌কার হওয়াতে আমাকে বল্‌লেন—দেখুন মুখুজ্জে মশায়, আমার আরও পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার দর্‌কার হয়েছে, আপনি যদি ধার দিতে পারেন··· আমার কাছে অতো টাকা কোথায় যে আমি ধার দেবো? তখন আমি আমার নিজেরই কেনা বাড়ী আপনার কাছে বন্ধক রেখে পরাণ-বাবুকে টাকা জোগাড় ক'রে দিলাম। তা

পরাণ-বাবু তো আত্মহত্যা ক'রে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা মেরে চ'লে গেলো। আমি যখন মধ্যস্থ হ'য়ে আপনার কাছ থেকে টাকা দিইয়েছি, তখন ও-টাকার জন্যে আমিই দায়ী, যদিও আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে ফাঁকি দিতে পারতাম···আপনার টাকাটা আপনি বুঝে নিন···কিন্তু কিছু কম নিতে হবে শেঠজী···কিছু লোক্‌সান আপনারও হোক, কিছু আমারও হোক ·····

মূলজী মাড়োয়ারী রামযাদু্র কথা শুনে কিছু বল্‌তে যাচ্ছিলো —হামি······

কিন্তু মূলজীর বাক্যের উপক্রমেই রামযাদু বাধা দিয়ে বল্‌লে —বেশী ছাড়তে বল্‌ছি না··দশ হাজার···মকদ্দমা মাম্‌লা করতেও তো খরচ আছে······

মূলজী ব'লে উঠ্‌লো—এ ক্যা বাত বাবুজী! আপ্‌কো বিস্‌ওয়াস্‌ করকে হামি রূপেয়া দিলো···

রামযাদু অমনি বল্‌লে—আপনার আপত্তি থাকে আমি জেদ করবো না, আমি যখন মধ্যস্থ হয়েছিলাম, তখন আমিই দায়ী, আমার এক পয়সা থাকতে আমি কাউকে ফাঁকি দিতে পারবো না···আচ্ছা আপনার টাকা নিন্‌, কেবল সুদটা ছেড়ে দিন্‌···

মূলজী সন্তুষ্ট হ'য়ে বললে—আচ্ছা সো হামি ছাড়িয়ে দেলো ···পান শও রূপেয়া তো······

রামযাদু পরাণ-বাবুর আপিসের ঋণ-শোধের জন্য সংগৃহীত টাকা থেকে মূলজীর ঋণ শোধ ক'রে দিলে এবং পাঁচ শত টাকা সুদ বাঁচিয়ে লাভ ক'রে যথালাভের আনন্দ নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

কিন্তু রামযাদুর লাভ পাঁচ শত টাকার চেয়ে ঢের বেশী হ'য়ে গেলো ··রামযাদুর বরাত-জোর। রামযাদু যে নিজের টাকা দিয়ে পরাণ-বাবুর ঋণ শোধ ক'রে দিচ্ছে এই খোস্‌নাম শীঘ্রই শহরময় রাষ্ট্র হ'য়ে গেলো ; বাজারে তার ক্রেডিট দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। খবরের কাগজে রায় বাহাদুর রামযাদু মুখুজ্জের প্রশংসা বিঘোষিত হ'তে লাগ্‌লো।

পরদিন রামযাদু আপিসে গিয়ে সাহেবদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছে, সাহেবেরা বল্‌লে—পরাণ-বাবু আত্মহত্যা কর্‌লেন, বড়োই দুঃখের কথা ! তিনি যদি আমাদের বল্‌তেন তা হ'লে আমরা তাঁকে ঋণ শোধ কর্‌বার দীর্ঘ সময় দিতাম, তিনি ক্রমে ক্রমে শোধ ক'রে দিতেন··তা ছাড়া বাস্তবিক এ ঋণ তো তাঁর নয়, যদিও তাঁর জামিনের জন্য তিনি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ দায়ী ছিলেন··

রামযাদু মুখ বিষম মলিন ক'রে বল্‌লে—বড়োই দুঃখের কথা। আমাকেও যদি ঘুণাক্ষরে আগে জানাতেন, আমি আমার সর্ব্বস্ব বেচে বন্ধক রেখে তাঁকে টাকা জোগাড় ক'রে দিতাম···

সাহেবেরা খুশী হ'য়ে বল্‌লে—আপনার মতন বিপদের বন্ধু পাওয়া বড়ো সৌভাগ্যের কথা রায় বাহাদুর ! আমরা কাগজে দেখ্‌লাম, আপনি পরাণ-বাবুর অনেক ঋণ শোধ ক'রে দিয়েছেন, চাকরদের বক্‌সিস দিয়ে বিদায় দিয়েছেন, অনাথা মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছেন ! ধন্য আপনি !

রামযাদু মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌লে—আমি প্রশংসা পাবার

যোগ্য কিছুই করি নি; আমার যা-কিছু সবই পরাণ বাবুর ...আপনারা যদি বলেন, তা হ'লে আপিসের ঋণটাও.....

সাহেবেরা উৎফুল্ল হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—না না, সে আপনাকে দিতে হবে না; আমরা পরাণ-বাবুর কর্ম্মকুশলতায় অনেক রকমে অনেক লাভ করেছি, দেড় লাখ টাকা তাঁর নামে আমরা খরচ লিখে দিয়েছি ..তা ছাড়া প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে তাঁর কিছু টাকা আছে......থাকোহরিটাকে গেরেপ্তার কর্‌তে পার্‌লে তার কাছ থেকেও কিছু আদায় হবে..... সে যাই হোক, আপনার সদাশয় প্রস্তাবের জন্য আপনাকে শত ধন্যবাদ রায় বাহাদুর...আজ থেকে আপনিই আপিসের বড়ো-বাবু নিযুক্ত হলেন রায় বাহাদুর...

রামযাদু অবনত হ'য়ে সেলাম ক'রে প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—আমার উপর আপনাদের অসীম অনুগ্রহের উপযুক্ত হ'তে আমি চেষ্টা কর্‌বো......

রামযাদুর মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণ হ'লো, তার জীবন-তরণী অনুকূল পবনে লাভের বাণিজ্যে যে-বন্দরেই ভিড়্‌ছে সেখানেই তার ধূলা-মুঠা ধর্‌তে সোনা-মুঠা হ'য়ে উঠ্‌ছে।

কয়েক দিন পরে এক ব্যক্তি এসে রামযাদুকে বল্‌লে—আমি পরাণ-বাবুর ভাইপো...আমি তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী......

রামযাদু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—সম্পত্তি রেখে ম'রে গেলে অনেক ভাইপো জোটে। বেশ, ভাইপো মশায়, পরাণ-বাবুর সম্পত্তির মধ্যে আছে একটি খাঁদা কালো-কুচ্ছিত মেয়ে, স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন, আর কুল্লে

লাখ দুই টাকা ঋণ, যা আমি শোধ ক'রে দিয়েছি, সেটাও নিয়ে গেলে আমি সুখী হবো, বুঝ্‌ছেন তো আজকালকার দিনে অতোগুলো টাকা……

সে-ব্যক্তি ক্রুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠ্‌লো—আপনি প্রবঞ্চনা কর্‌ছেন……

রামযাদু রুষ্ট না হ'য়ে হেসে বল্‌লে—বেশ, তা হ'লে আমার দারোয়ানকে ডাক্‌বার আগে আপনি রাস্তা দেখুন…আদালতের দরজা তো খোলা আছে…ষ্ট্যাম্পকাগজের দাম ট্যাঁকে না থাকে, আমি দিয়ে দিচ্ছি……

এই ব'লে রামযাদু পকেট থেকে একমুঠো টাকা তুলে ভাইপোর দিকে ছড়িয়ে ফেলে দিলে।

পরাণ-বাবুর ভাইপো হ'তে অভিলাষী লোকটি একেবারে নরম হ'য়ে গিয়ে বল্‌লে—আপনি রাগ্‌ছেন কেনো? আপনারা বড়ো লোক, আপনাদের সঙ্গে কি আমরা মাম্‌লা-মকদ্দমা করতে পারি? তবে আমার যেটা ন্যায্য পাওনা…

রামযাদু ঈষৎ হেসে বল্‌লে—আপনার ন্যায্য পাওনা হচ্ছে, পরাণ-বাবুর ঋণ আর তাঁর মেয়েটি……তা আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন, আমার একটুও আপত্তি নেই…কিন্তু পরাণ-বাবুর উইল চিঠি দলিল সব আমার কাছে আছে, আপনি কৃষ্ণকলিকে অবলম্বন ক'রেও আমাকে কাবু কর্‌তে পার্‌বেন না……

তখন সেই লোকটি মুখ শুষ্ক ক'রে উঠে চ'লে যেতে যেতে ব'লে গেলো—আমি কাল আবার আস্‌বো, আপনি একটু

ভেবে দেখ্‌বেন—ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ আমি কিছু পেতে পারি কি না······

রামযাদু বল্‌লে—ধর্ম্ম আর ন্যায় আপনার দিকে কিছুমাত্র অনুকূল থাক্‌লে পরাণ-বাবু তাঁর উইলে আপনার নাম উল্লেখ করতে ভুল্‌তেন না।

এর পরে আর কোনোদিন সেই লোকটি রামযাদুকে দেখা দিয়ে বিরক্ত কর্‌তে আসে নি। রামযাদুও অতি শীঘ্র অনায়াসে পরাণ-বাবুর সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ ও আয়ত্ত ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বস্‌লো।

কিন্তু এর অল্প পরেই আর-একটি ক্ষুদ্র উপদ্রব এসে রামযাদুর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটাবার উপক্রম কর্‌লে। সত্যদাস রামযাদুকে বল্‌লে—পরাণ-বাবুর কোন্ বিক্রী-কবালায় আমি নাকি সাক্ষী আছি?

রামযাদু হেসে বল্‌লে—তোমার স্মৃতি-শক্তি এতো ক্ষীণ! দলিলে সই ক'রেছিলে মনে নেই······

সত্যদাস বল্‌লে—সে তো আপনি ব'লেছিলেন 'আমার পাব্‌লিশারের সঙ্গে একখানা বইয়ের রয়াল্‌টির লেখাপড়া হবে, তাতে তুমি একটা সাক্ষীর স্বাক্ষর ক'রে দাও।' আমি আপনার কথায় বিশ্বাস ক'রে শাদা ষ্ট্যাম্পকাগজে সই ক'রে দিয়েছিলাম।

রামযাদু আশ্চর্য্য হ'য়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লে—তুমি কারো কাছে টাকা খেয়ে উৎপাত তুল্‌তে এসেছো নাকি?

সত্যদাস বল্‌লে—টাকা আমি আপনারই খেয়েছি, কিন্তু

ধর্ম্মের মাথা খেতে পারি নি·· যদি দর্কার হয় তবে আমি সত্য কথা বল্বো—তাই আপনাকে ব'লে রাখ্ছি······

রামযাদু চোখ পাকিয়ে ভয় দেখিয়ে বল্লে—আমার সঙ্গে শত্রুতা কর্লে তোমার কি ভালো হবে ?

সত্যদাস নম্রস্বরেই বল্লে—শত্রুতা আমি কর্ছি না ; সত্য আমি গোপন কর্বো না ; তাতে আপনি রাগ কর্লে কি কর্বো ?

রামযাদু চোখ রাঙিয়ে বল্লে—তোমার চাকরী, কবিত্বের যশ কার হ'তে ?

সত্যদাস বিনীত ভাবে বল্লে—কিন্তু সে-সবের চেয়েও সত্য বড়ো···আমার বাবা আমার নাম রেখেছিলেন সত্যদাস······

রামযাদু এ-কথার উত্তরে কেবল বল্লে—আচ্ছা !

সেইদিনেই রামযাদু আপিসে গিয়ে সত্যদাসকে এক মাসের নোটিসের বদলে একমাসের মাইনে আগাম দিয়ে বল্লে—তোমাকে আর বিশ্বাস নেই, তুমি পথ দেখো ; আমার বাড়ীতেও আর তোমার থাকা হবে না······

সত্যদাস নম্রভাবে নমস্কার ক'রে বল্লে—যে আজ্ঞে······

সত্যদাস যখন আপিস থেকে বেরিয়ে যায় তখন তার সহকর্ম্মীরা চুপিচুপি তাকে জিজ্ঞাসা কর্লে—বড়ো-বাবু চট্লো কিসে ?

সত্যদাস হেসে ব'লে গেলো—আমাকে আর বিশ্বাস কর্তে পার্ছেন না······

সকলে বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো—একা থাকোহরি চুরি ক'রে সকলের উপরই অবিশ্বাস টেনে দিয়ে গেছে! ছোঁড়া কী সর্ব্বনাশই না ক'রে গেলো।—

পরদিন রামযাদু অনেক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে—

চুরি! চুরি! চুরি!

সত্যদাস দত্ত নামে এক ব্যক্তি আমার বাড়ীতে থাকিতো; তাহার অসৎচরিত্র মিথ্যাবাদিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাহাকে চাকরী হইতে বর্‌খাস্ত করা হইয়াছে; সে যাইবার সময় আমার লেখা বহু কবিতার খাতা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে; সে হয় তো আমার ছদ্মনাম রামশর্ম্মা ব্যবহার করিয়া অথবা নিজেরই নামে ঐসব কবিতা সাময়িক পত্রে অথবা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই আমার কবিতার ষ্টাইল দেখিয়াই চিনিতে পারিবেন যে, সেগুলি চোরাই মাল। ঐ ব্যক্তি আমার শত্রুতা সাধনের জন্য অন্যবিধ চেষ্টাও করিতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বাহ্নেই তাহার পরিচয় দিয়া রাখিলাম।

শ্রীরামযাদু মুখোপাধ্যায়

সত্যদাস সেই বিজ্ঞাপন প'ড়ে হতাশার হাসি হেসে আপন মনে বল্‌লে—কবি ব'লে পরিচিত হবার সখ ছিলো; যা লিখে

প্রকাশ করেছি তাতে সুখ্যাতি পেয়েছে রামযাদু; এখন তো প্রকাশের পথও বন্ধ হ'লো; নিজের জিনিস এখন আমার চোরাই মাল! ধন্য রামযাদুর মহিমা! ধন্য তার কপাল!

"আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ভাসি,
এই ছিল মোর ঘটে!
তুমি মহারাজ, সাধু হ'লে আজ,
আমি আজ চোর বটে!"

পরাণ-বাবুর মৃত্যুর বারো বৎসর পরে। রায়-বাহাদুর রামযাদু নিরুপদ্রব প্রতিষ্ঠা-লাভ ক'রে সমাজে ও আপিসে আধিপত্য করছে। তার সংসারে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে —তার মেয়েদের বিয়ে হ'য়ে তারা শ্বশুরবাড়ী চ'লে গেছে; তার ছেলে বনমালী কেবল মাত্র রামযাদুর ছেলে ব'লেই প্রত্যেক পরীক্ষায় খুব সম্মানিত উচ্চ স্থান অধিকার ক'রে ক'রে এম-এ পাস করেছে, এখন সে সিংহলে মহেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছে। তার এই কর্ম্ম সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে রামযাদুরই প্রথমা পত্নীর পুত্র প্রিয়তোষ—সে ঐ মহেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ। রামযাদু শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে এবং তাদের

জব্দ কর্‌বার জন্য সে পুনরায় মনমোহিনীকে বিবাহ করে। কিন্তু তার পর তার শ্বশুর বা স্ত্রী কেউ রামযাদুর কাছে অবনতি স্বীকার না করাতে রামযাদুও আর তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি। প্রিয়তোষ তার মাতামহের বাড়ীতে থেকেই মানুষ হয়েছে, কৃতবিদ্য হয়েছে, এবং রামযাদুর স্বার্থপরতার প্রভাব না পড়াতে তার চিত্ত উদার প্রশস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ হবার অবকাশ পেয়েছে। প্রিয়তোষের মাতামহের ও মাতার মৃত্যু হয়েছে; তথাপি রামযাদু তার কোনো খোঁজ-খবর কখনো নেয় নি, এবং প্রিয়তোষও কেবল পিতার নাম জনশ্রুতিতে জানা ছাড়া পিতার কোনো পরিচয়ই পায় নি। রামযাদুও তার সম্বন্ধে এমন উদাসীন ছিলো যে, কেউ জান্‌তোই না যে রামযাদুর অপর এক স্ত্রী ছিলো বা তার গর্ভজাত এক পুত্র কুত্রাপি বর্ত্তমান আছে। পূরা সিকি শতাব্দী পরে রামযাদুর পুত্রস্মৃতি সঞ্জীবিত ও পুত্রস্নেহ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো হঠাৎ যেদিন সে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখ্‌লে সিংহলের মহেন্দ্র কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক চাই এবং সেই পদপ্রার্থীদের আবেদন কর্‌তে হবে কলেজের অধ্যক্ষ প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। রামযাদু বনমালীকে ডেকে সেই বিজ্ঞাপনটি দেখিয়ে বল্‌লে—"বুনো, তুই দর্‌খাস্ত কর্‌—আমি অন্য জোগাড় দেখ্‌বো।" বাবার জোগাড় যে কী রকম অমোঘ, তার ধারণা বনমালীর বিলক্ষণই ছিলো; সে প্রফুল্ল অন্তরের উৎসাহের সঙ্গেই আবেদন কর্‌লে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রামযাদুরও একখানি বাৎসল্য-রসসিক্ত পত্র প্রিয়তোষের নামে রওনা হ'য়ে গেলো।

পিতার প্রথম পত্র পেয়ে প্রিয়তোষ এতো আনন্দিত হ'লো যে, সে শূন্য অধ্যাপকের পদে বনমালীকেই নিযুক্ত করলে এবং মনে মনে তার আশা জেগে উঠ্‌লো যে, হয় তো তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরিচয়ের সূত্র ধ'রে তার পিতৃপরিচয়ও একদিন ঘ'টে উঠ্‌বে; অন্ততঃ সে ভাইয়ের মুখে তাদের পিতার পরিচয় তো কিছুও জান্‌তে পার্‌বে! পিতৃপরিচয় না জানার লজ্জা ও ক্ষোভ প্রিয়তোষকে পীড়া দিতো; সেই পীড়া থেকে অব্যাহতি পাবার সম্ভাবনায় তার লোভ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো। এই অবস্থায় বনমালীকে কাছে পেয়ে তাকে যত্ন কর্‌তে পার্‌বে ব'লে সে যেনো কৃতার্থ হ'য়ে উঠ্‌লো।

বনমালী সিংহল যাত্রা করেছে। রামযাদু তাকে হাবড়া ষ্টেসনে গাড়ীতে তুলে দিতে গেছে। গাড়ী ছাড়্‌বে। তৃতীয় ঘণ্টা পড়্‌লো। তখন রামযাদু বনমালীকে বল্‌লে—বুনো, প্রিয়তোষ তোমার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভাই; তার মা নেই; তুমি তাকে দাদা ব'লে ডেকো।

এতোদিন পরে বনমালী সিংহল-যাত্রার দিনে ট্রেনে উঠে ট্রেন ছাড়্‌বার মুহূর্ত্তে বাবার মুখ থেকে যখন শুন্‌লে—প্রিয়তোষ তোমার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভাই—তখন সে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো এবং পরক্ষণেই বুঝ্‌তে পার্‌লে কেনো অতো সহজে সে ঐ চাকরীটি পেয়ে গেছে। পিতার রহস্যজটিল জীবনের সম্বন্ধে তার কৌতূহল জেগে উঠ্‌লো, কিন্তু আর কিছু জান্‌বার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিলে। বনমালী ক্ষীণ আশা নিয়ে চল্‌লো অচেনা

দাদার কাছ থেকে তার পরিচয় হয় তো কিছু জান্‌তে পার্‌বে।

রামযাদুর পরিবারের লোক যেমন স্থানান্তরিত হ'য়ে ক'মে গেছে, তেমনি একজন লোক তাদের পরিবারভুক্ত হয়েছে,—সে কৃষ্ণকলি। কৃষ্ণকলির বয়স এখন উনিশ বছর হয়েছে, কিন্তু এখনো তার বিবাহ হয়নি; তার বিবাহ দেবার জন্যে রামযাদু বিশেষ কোনো চেষ্টাও করে নি। কৃষ্ণকলি অকস্মাৎ বাপ-মাকে হারিয়ে পরের আশ্রিত হ'য়ে এমন লজ্জায় সঙ্কুচিত ও ধীর শান্ত হ'য়ে প'ড়েছে যে, সে যে বাড়ীতে আছে তা রামযাদুরা অনেক সময় অনুভবই করে না; তার উপর কৃষ্ণকলি একটু বড়ো হ'য়ে উঠে জ্ঞানলাভ কর্‌তেই আশ্রয়দাতার সংসারে যে-রকম কাজ কর্‌তে নিজেকে নিযুক্ত ক'রে দিয়েছিলো তা'তে তাকে বিয়ে দিয়ে বাড়ী থেকে সরিয়ে ফেল্‌তেও রামযাদুর মন চাইছিলো না।

রামযাদুর অনাথ-আশ্রমের ছেলেমেয়েরা রামযাদুর গোরুর গোয়াল সাফ্‌ করে, জাব দেয়; বাগান নিড়ায়, ফল পাড়ে, তরী-তরকারীর ক্ষেতে জল দেয়; গাড়ী ধোয়; ঘর ঝাঁট দেয়, ঝুল ঝাড়ে; এমন ক'রে তারা সবাই স্বাবলম্বন ও হাতে-কলমে কাজ শেখে। এইসব দেখে কৃষ্ণকলিও তাদের সঙ্গে কাজ কর্‌তে যায়। কিন্তু মনমোহিনী বলে—আহা, তুমি কি ও-সব পারো? তোমার বাবার বাড়ীতে কতো গণ্ডা চাকর-দাসী খাটতো! তুমি রেখে দাও, রেখে দাও……

মনমোহিনী আর রামযাদু কৃষ্ণকলিকে যেনো আহা দিয়ে ঘিরে রেখেছে—সে চলতে শোনে আহা! ফিরতে শোনে আহা! এতে সে লজ্জার সঙ্কোচ কাটিয়ে এদের বাড়ীটাকে নিজের বাড়ী ক'রে নিতে কিছুতেই পারছিলো না, সে একটি সহজ স্থান এ পরিবারের মধ্যে ক'রে নিতে পারছিলো না; পরানুগ্রহের কুণ্ঠা ও পরগলগ্রহ হওয়ার অপ্রতিভ ভাব কৃষ্ণকলির দেহ মন ও আচরণকে জড়িয়ে তাকে ভারি নম্র ধীর স্নিগ্ধ ক'রে তুলেছিলো; তার এই মৃদুতা তার দেহের কুৎসিততাকে ঢেকে তাকে একটি মাধুর্য্য ও শ্রী দান করেছে। মনমোহিনী আর রামযাদু যতোই কৃষ্ণকলিকে কাজ করতে বারণ করে, ততোই সে অধিক লজ্জিত হ'য়ে অধিক কাজের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত ক'রে দেয়; অনেক সময় সে তার আশ্রয়দাতাদের লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করে। এতে তার কাজের নিপুণতা ক্ষিপ্রকারিতা এবং সৌন্দর্য্যবোধ অসামান্য রকমে বেড়ে চলছিলো। মনমোহিনী আর রামযাদু ঘুম থেকে ওঠ্‌বার আগেই কৃষ্ণকলি শয্যা ত্যাগ করে, এবং তৎপরতার সহিত সমস্ত গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন ক'রে রাখে। মনমোহিনী স্নান করতে গিয়েই দেখে তার কাপড় শেমিজ স্নানের ঘরের আনলায় সাজানো আছে; রামযাদু ঘর থেকে বেরিয়ে অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসেই দেখে, ঘরখানি সুশৃঙ্খলার শ্রী ধারণ ক'রে ধূলিলেশশূন্য হ'য়ে আছে; রামযাদু বাহির থেকে বেড়িয়ে এসে জুতো ছেড়ে রেখে যায়, ফিরে এসে আবার পায়ে দেবার সময় দেখে জুতো ধূলিমুক্ত হ'য়ে আয়নার মতন চকচক্

করছে। রামযাদু স্নান ক'রে এসে দেখে তার পূজার জো প্রস্তুত; পূজা সেরে উঠে দেখে তার জলখাবার তার জন্যে অপেক্ষা করছে। রামযাদু আপিসে যাবার সময় এককৌটা পান নিয়ে যায়; আপিসের চাপ্‌কান গায়ে দিতে গিয়ে দেখে—সদ্য-সাজা সিক্ত পানের খিলি চুন আর পানের বোঁটা দিয়ে কৌটার উদর পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে। মনমোহিনী আর রামযাদুর কিছু চেয়ে পেতে হয় না; এবং কামধেনুর মতন তাদের সকল কামনা কে যে অলক্ষ্যে পূরণ করছে তা তারা বিলক্ষণ জানে।

একদিন রাত্রে খেতে ব'সে রামযাদু বল্‌লে—আজ্‌কে আমার কসের পোকা-খাওয়া দাঁতটা একটু কন্‌কন্‌ করছে।

মনমোহিনী কোনো কথা বল্‌লে না।

রামযাদু খেয়ে উঠে আঁচাতে গিয়ে দেখ্‌লে তার ঘটীতে গরম জল রয়েছে।

মনমোহিনী কথায় আদর মাখিয়ে বলে—ত্যাখ্‌ মা কলি, তুই আমাদের মাথা খেলি; তুই যদি কখনো পরের বাড়ী চ'লে যাস্‌, তা হ'লে আমরা মা-ছোড় হবো; তখন আমাদের দুর্দ্দশার অন্ত থাক্‌বে না।

কৃষ্ণকলি লজ্জায় সুখে অপ্রতিভ ও সঙ্কুচিত হ'য়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

একদিন দুপুর বেলা কৃষ্ণকলি মনমোহিনীকে ঘুমিয়ে থাকৃতে দেখে চুপিচুপি আলোর চিম্‌নিগুলো নিয়ে সাবানজল দিয়ে ধুতে

বসেছে। সে আপন মনে কাজ ক'রে যাচ্ছে; একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছে। হঠাৎ সে তার পিছনে মনমোহিনীর কোমল কণ্ঠের আদরমাখা ভর্ৎসনা শুনে চম্‌কে উঠ্‌লো—তুমি চাকর-দাসীগুলোকে একেবারে কুড়ে বানিয়ে দিলে। সব কাজ যদি তুমিই কর্‌বে তো ওরা কি শুধু ব'সে ব'সে মাইনে নিয়ে ভাতের কাঁড়ি গিল্‌বে?

কৃষ্ণকলি মনমোহিনীর অপ্রত্যাশিত আগমনে ও হঠাৎ পিছন থেকে তার কথা শুনে চম্‌কে উঠেছিলো এবং গোপন অপরাধ ধরা প'ড়ে গেছে এইরূপ ভাবে একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়াতে সাবানে পিছল হাত থেকে একটা চিম্‌নি স্খলিত হ'য়ে শানের উপর প'ড়ে গেলো এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেলো।

কৃষ্ণকলি আরো অপ্রস্তুত হ'য়ে তাড়াতাড়ি সেইসব ভাঙা কাঁচ কুড়াতে লাগ্‌লো।

মনমোহিনী ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে—ভাঙা কাঁচে হাত দিয়ো না, হাত কেটে যাবে; রেখে দিয়ে উঠে এসো······ধীরাকে ডেকে দিচ্ছি কাঁচগুলো ঝাঁটিয়ে ফেলে দিক্···

মনমোহিনীর নিষেধ শোন্‌বার আগেই কৃষ্ণকলির আঙুল কাঁচে কেটে গেলো। সে মনমোহিনীর আদেশ মান্য ক'রে যখন উঠে দাঁড়ালো তখন তার আঙুল দিয়ে টস্‌টস্‌ ক'রে রক্ত পড়্‌ছে। সে তাড়াতাড়ি সেই হাত কাপড়ের তলায় লুকালে, কিন্তু মাটিতে পড়া রক্তের ফোঁটা মনমোহিনীর দৃষ্টিতে পড়্‌লো।

মনমোহিনী ব'লে উঠ্‌লো—হাত কাট্‌লে বুঝি? দেখি দেখি···

মনমোহিনী জোর ক'রে কৃষ্ণকলির হাত কাপড়ের তলা থেকে বা'র ক'রেই চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—ওমা! কাঁচে-কাটা হাত লুকিয়ে পালাবার চেষ্টা! চলো চলো, টিংচার আয়োডিন দিয়ে বেঁধে দি গে।

মনমোহিনী কৃষ্ণকলিকে হাত ধ'রে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে আঙুলে টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে দিলে; এবং নিজের পরণের কাপড়ের আঁচল ছিঁড়ে কৃষ্ণকলির আঙুলে পটি বেঁধে দিলে।

কৃষ্ণকলি আঙুলের আঘাতের চেয়ে মনমোহিনীর মমতার আঘাতে বেশী অভিভূত হ'য়ে পড়্‌লো; মনমোহিনীর পরণের কাপড়খানা যে জীর্ণ ছিন্ন পুরাতন ছিলো সেদিকে তার লক্ষ্যই গেলো না, তার মনটা জুড়ে এই কথাই কেবল ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো যে, কাকীমা নিজের পরণের কাপড় ছিঁড়ে আমার আঙুল বেঁধে দিলেন!

রামযাদুর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলির যত্ন সেবা করার ভারও কৃষ্ণকলি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। তারাও ছোড়্‌দি ছাড়া আর কারো কাছে আব্‌দার উপদ্রব কর্‌তে যায় না।

কৃষ্ণকলির অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি। রামযাদুর বাড়ীতে আসার পর সে লেখাপড়া কর্‌বার অবকাশ পায় নি; কিন্তু সে রামযাদুর ছেলেমেয়েদের পড়া শুনে আর অঙ্ক কষা দেখে পড়্‌তে লিখ্‌তে শিখেছে; সে নিজে লুকিয়ে লুকিয়ে যে বই হাতের কাছে পায় বাছ বিচার না ক'রে পড়ে, এবং যা একবার পড়ে তা তার মনে মুদ্রিত হ'য়ে যায়। এই রকম ক'রে সে ইতিহাস

ভূগোল স্বাস্থ্যরক্ষা বস্তুপরিচয় এবং বাংলা ইংরেজী সংস্কৃত ভাষা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ ক'রেছে সে রকম জ্ঞান এ বাড়ীতে আর কারো নেই; কিন্তু সে এই জ্ঞানও গোপন ক'রেই রাখে; তার সকল-তাতেই লজ্জা ও সঙ্কোচ। রামযাদুর কাছে ভারত-বর্ষের প্রায় সকল সাময়িক পত্রই অম্‌নি আসে; সেগুলি খোল্‌বার সময়ও রামযাদুর হয় না; ডাক এলেই কৃষ্ণকলিই কাগজগুলির মোড়ক খুলে রামযাদুর টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখে; এবং রামযাদু আপিসে গেলে ও মনমোহিনী দিবানিদ্রায় অভিভূত হ'লে কৃষ্ণকলি সেইসব কাগজ নিয়ে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে বেশী প'ড়ে নেবার ইচ্ছায় আগ্রহে ও চেষ্টায় কৃষ্ণকলি দ্রুত পাঠের শক্তি অর্জ্জন করেছে। মাসিক-পত্রের গল্প উপন্যাস থেকে আরম্ভ ক'রে ভূতত্ত্ব জীবতত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক কোনো প্রবন্ধই সে বাদ দেয় না। এবং কোন্ বছরের কোন্ কাগজের কোন্ সংখ্যায় কোন্ প্রবন্ধ বা গল্প আছে তা তার মনে থেকে যায়; সে যেনো জীবন্ত সূচীপত্র।

রামযাদু অতি পুরাতন কাগজে প্রকাশিত নানা লেখকের লেখা একই বিষয়ের কতকগুলি প্রবন্ধ একত্র সংগ্রহ ক'রে সবগুলির তথ্য মিলিয়ে একটি একটি প্রবন্ধ লেখে, এবং তাতে তার বিদ্যা ও জ্ঞানের খ্যাতি চারিদিকে বিঘোষিত হ'তে থাকে। রামযাদু এই রকম একটা অরিজিন্যাল রিসার্চ্ বা মৌলিক গবেষণার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলো; প্রাচীন ভারতে নারীর সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে সে প্রবন্ধ লিখ্‌বে এবং এ সম্বন্ধে প্রাচীন কোন্

মাসিক পত্রে কি প্রবন্ধ আছে তার সন্ধানে বিব্রত হ'য়ে উঠেছে; অথচ এই চুরিবিদ্যায় সে অপরের সাহায্যও নিতে পারে না, তা হ'লে তার চাতুরী ফাঁস হ'য়ে যাবে যে।

রামযাদুর স্মরণ হচ্ছে 'বৌদ্ধযুগে নারীর অবস্থা' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ সে কোথায় পড়েছে; কিন্তু কোন্ কাগজের কোন্ বছরে তা সে মনে আনতে পারছে না; সে যতো রাজ্যের কাগজ পেড়ে হাঁটকে গলদ্ঘর্ম্ম হ'য়ে উঠেছে।

এমন সময় সদাসঙ্কুচিতা ব্রীড়াবনতা স্বল্পভাষিণী কৃষ্ণকলি এসে সেখানে দাঁড়ালো। রামযাদুকে বিব্রত দেখেই কৃষ্ণকলির চোখে একটি কাতর প্রশ্নসূচক দৃষ্টি ফুটে উঠলো।

রামযাদু কৃষ্ণকলিকে এসে দাঁড়াতে দেখেই তার দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে বললে—তুমি তো আমার বিপত্তারিণী, এই লেখাপড়ার কাজেও যদি তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারতে!

কৃষ্ণকলি নিজের অক্ষমতার লজ্জায় লজ্জাবতী-লতার মতো সঙ্কুচিত হ'য়ে গেলো; তার মনে হ'লো—"হায় হায় নির্ব্বুদ্ধি আমি! আমি কেনো ভালো ক'রে লেখাপড়া শিখি নি?" তার একবারও মনে হলো না যে তার এই অজ্ঞানের জন্য দায়ী রামযাদুই, সে তাকে লেখাপড়া শেখাতে নিতান্তই অবহেলা করেছে।

কৃষ্ণকলিকে লেখাপড়া না শেখানোর মধ্যেও রামযাদুর স্বার্থবুদ্ধি খেলা করেছে; লেখাপড়া শিখে চালাক চতুর হ'য়ে কৃষ্ণকলি পাছে রামযাদুর প্রবঞ্চনা ধ'রে ফেলে, তার পৈতৃক অধিকার

দাবী করে, এই ভয়েই রামযাদু কৃষ্ণকলিকে লেখাপড়া শেখানোর কোনো ব্যবস্থাই করে নি। আর এই ভয়েই সে কৃষ্ণকলির বিবাহ দেবারও চেষ্টা করছিলো না, পাছে তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তার পিতৃধন পুনরুদ্ধারের জন্য কোনো রকম চেষ্টা ক'রে রামযাদুর উদ্বেগ উৎপন্ন করে। এবং পাছে লোকে ঘুণাক্ষরেও বলে যে, ওর বাপের টাকায় বড়লোক হ'য়ে ওকে অবহেলা অনাদর করছে, এই ভয়েই রামযাদু ও মনমোহিনী দুজনে মিলে কৃষ্ণকলিকে সমাদর দিয়ে ঘিরে তাকে অভিভূত সম্মোহিত ক'রে রাখতে সতত সচেষ্ট।

কৃষ্ণকলি রামযাদুকে তার আশ্রয়দাতা উপকর্ত্তা ব'লেই জানে; সে তো নিঃস্ব নিরাশ্রয়া অনাথা; সে তো রামযাদুর অনাথ-আশ্রমেই স্থান পেতে পারতো; কিন্তু রামযাদু যে তাকে নিজের পরিবারভুক্ত ক'রে রেখে তাকে কন্যার অধিক যত্ন করে এই কৃতজ্ঞতার বোঝার চাপে কৃষ্ণকলির মন নিতান্ত সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত লজ্জিত হ'য়ে থাকে। সে রামযাদুর মুখে স্নেহবিদ্ধ মৃদু ভৎর্সনা শুনে অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'লো, কিন্তু তার দুই চোখে ভ'রে উঠলো ব্যাকুল, জিজ্ঞাসা যে তোমার কোথায় কি অসুবিধায় তোমার স্বচ্ছন্দতা আটকে বাধাগ্রস্ত হয়েছে আমায় যদি বলো তো আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।

রামযাদু কৃষ্ণকলির দৃষ্টিতে প্রশ্নের ব্যাকুলতা দেখতে পেয়ে বললে—আমি প্রাচীন ভারতে নারীর সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু উপকরণ সংগ্রহ করতে চাচ্ছি!

কৃষ্ণকলির ব্যাকুল মুখ প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো, সে লজ্জাস্মিত মুখে রামযাদুর বইয়ের তাক থেকে ১৩২৭ সালের প্রবাসী ও ১৩২৯ সালের নব্যভারত এনে রামযাদুর সাম্‌নে রেখে দিলে এবং আবার বইয়ের শেল্‌ফের কাছে চ'লে গেলো। রামযাদু পরাণ-বাবুর প্রকাণ্ড লাইব্রেরী নিজের বাড়ীতে উঠিয়ে এনেছিলো।

রামযাদু অবাক্ হ'য়ে একবার বই দুখানার দিকে ও একবার কৃষ্ণকলির দিকে দেখ্‌লে, তার পর বল্‌লে—এতে আছে?

কৃষ্ণকলি শেল্‌ফ্ থেকে Sir Ashutosh Mukherjee Silver Jubilee Commemoration Volume III, Dr Dwarkanath Mitter's The Position of Women in Hindu Law, শ্রীমতী Clarisse Bader প্রণীত Women in Ancient India, মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসন পর্ব্ব, স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড এনে রামযাদুর সাম্‌নে রাখ্‌লে। রামযাদুর চোখে যে বিস্ময় ও প্রশংসা ফুটে উঠেছিলো তার আঘাতে কৃষ্ণকলির মাথা লজ্জাতে অবনত হ'য়ে পড়েছিলো; কোন্ পৃষ্ঠায় কোন্ প্রবন্ধে যে নারী সম্বন্ধে আলোচনা আছে তা সে ইচ্ছা সত্ত্বেও বই খুলে বাহির ক'রে দিতে পার্‌লে না।

রামযাদু বল্‌লে—এইসব বইয়ে ঐ সম্বন্ধে লেখা আছে?

কৃষ্ণকলির লজ্জিত দৃষ্টি একবার রামযাদুর দিকে উঠেই আবার অবনত হ'য়ে পড়্‌লো। সে মুখ নত ক'রে একটু মৃদু হাস্‌লে।

রামযাদু বইগুলি খুলে তাদের সূচীর উপর চোখ বুলাতে বুলাতেই হেসে বল্‌লে—তুই আমার ঘরের শুধু লক্ষ্মীই নোস্, সরস্বতীও! তোর দাম লাখ টাকা!

রামযাদুর এই কথা যে কতো বড়ো সত্য, বা সত্যকেও খর্ব্ব করা, তা বুঝ্তে না পেরে, কৃষ্ণকলি এই কথাকে স্নেহের অত্যুক্তি মনে কর্‌লে এবং অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে ধীর নিঃশব্দ পদে সে-ঘর থেকে পলায়ন কর্‌লে। তার মনের মধ্যে কেবলই এই কথা গুঞ্জন কর্‌তে লাগ্‌লো—কাকাবাবু আর কাকীমা আমাকে কী ভালোই বাসেন! আমার মতন লক্ষ্মীছাড়াকে বলেন কিনা লক্ষ্মী, আর আমার দাম লাখ টাকা!

কৃষ্ণকলি যদি জান্‌তো যে তার বাস্তবিক দাম রামযাদুর কাছে চার লাখের কাছাকাছি, এবং রামযাদু সত্যের অপলাপ ক'রে তার দাম কমিয়ে বলেছে, তা হ'লে তার মনের ভাব ঠিক এই রকম শ্রদ্ধান্বিত কৃতজ্ঞতায় ভ'রে থাক্‌তো কি না তা বলা শক্ত।

কৃষ্ণকলি রামযাদুর লাইব্রেরী-ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই রামযাদু আপন মনে অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠ্‌লো—এ কালপেঁচাটা তো দেখি কালসাপ! আমি যা লিখ্‌বো তাতেই হয়তো টের পাবে আমি কোথা থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে লিখেছি! এ আবার এক অস্বস্তি হ'লো! ও যেনো হয়েছে আমার পক্ষে সাপের ছুঁচো গেলা···না পারি গিল্‌তে আর না পারি ওগ্‌লাতে, না পারি বাড়ীতে রাখ্‌তে, আর না পারি পরের বাড়ীতে পাঠাতে···

কৃষ্ণকলি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে দেখ্‌লে মনমোহিনী সদ্য ঘুম থেকে উঠে হাই তুল্‌ছে। কৃষ্ণকলি অম্‌নি তাড়াতাড়ি একটা

ডাবর একঘটী জল আর একখানা গামছা নিয়ে গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো।

মনমোহিনী নিদ্রালস্য-জড়িত চোখে কৃষ্ণকলির দিকে তাকিয়ে হেসে বল্‌লে—তুই কি আমাকে ন'ড়ে বস্‌তে দিবি নে? ব'সে ব'সে থেকে দেখ্ তো কী মোটাই হ'য়ে উঠ্‌ছি!

কৃষ্ণকলি স্মিতমুখে নীরবে মনমোহিনীর সাম্‌নে ডাবর পেতে দিলে এবং তার হাতে জল ঢেলে দেবার জন্য ঘটী ধ'রে নত হ'লো।

মনমোহিনী মুখ ধুয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছ্‌তে লাগ্‌লো, কৃষ্ণকলি সেই অবসরে ডাবর আর ঘটী বাইরে রেখে এক ডিবে পান ও পিকদান এনে মনমোহিনীর সাম্‌নে রাখ্‌লে।

মনমোহিনীর মুখ মোছা শেষ হ'তেই কৃষ্ণকলি গামছা নেবার জন্য হাত বাড়ালে। কিন্তু মনমোহিনী গামছা কৃষ্ণকলির হাতে না দিয়ে মাটিতে রাখ্‌লে এবং দুটো পান একসঙ্গে মুখে পূর্‌তে পূর্‌তে শূন্যহীন ভরাট মুখবিবর থেকে অস্পষ্ট গম্ভীর শব্দ কষ্টে বাহির ক'রে বল্‌লে—গামছা থাক্, চুলের দড়ি নিয়ে আয়, চুল বেঁধে দি—মাথাটা যে একেবারে ডোক্‌লা কাগের বাসা হ'য়ে রয়েছে ··আজকে আমাদের পাশের বাড়ীর নূতন ভাড়াটে ঝিকড়কোটার রাণী বেড়াতে আস্‌বে।

কৃষ্ণকলির কালো মুখ লজ্জায় বেগুনে হ'য়ে উঠ্‌লো। সে বিশেষ ক'রেই জানে সে কালো কুৎসিত; তাই সে নিজেকে লোকলোচন থেকে লুপ্ত গুপ্ত ক'রে রাখ্‌তে চায়, এমন কি সে

কোনো দিন নিজে আয়নায় মুখ দেখে না। সে অতি সাধারণ সামান্য বেশে থাকে, পাছে বিশেষ বেশ-বিন্যাস দেখে কেউ বলে—আহা ঐ তো রূপের ছিরি! তার আবার অতো ভাবন কেনো!

মনমোহিনীর আদেশ শুনে কৃষ্ণকলি শঙ্কাসঙ্কোচে কাতর হয়ে বল্‌লে—খোকার জামাটা আধখানা সেলাই হ'য়ে আছে···

মনমোহিনী বল্‌লে—সে কাল হবে। আজ বাইরের লোক আস্‌বে; এমন হ'য়ে কি থাকে? তারা দেখে কি বল্‌বে? ভাব্‌বে, আমরা তোকে অযত্ন করি।

এর পরে আর কৃষ্ণকলি আপত্তি কর্‌তে পার্‌লে না। কৃষ্ণকলির মনে হ'লো শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া যেমন নিজেকে সাজিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা ক'রে অধিকতর কুৎসিত ক'রে তুলেছিলো, তেমনি দুর্দ্দশা হয়তো তারও হবে; কিন্তু সে মরণাধিক লজ্জার আঘাত পেলেও এ কথা লোককে ভাব্‌বার অবসর দিতে পার্‌বে না যে সে এ বাড়ীতে অনাদরে আছে। কৃষ্ণকলি চুল বাঁধ্‌বার দড়ি নিয়ে এসে মনমোহিনীর সাম্‌নে বস্‌লো। লজ্জার সঙ্কোচে সে অত্যন্ত পীড়িত হ'লেও মনমোহিনীর প্রসাধন-আয়োজন নীরবে সহ্য কর্‌তে লাগ্‌লো।

কৃষ্ণকলির সুদীর্ঘ চুলের বিনুনী তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় একটি গৌরাঙ্গী সুন্দরী প্রৌঢ়া বিধবা ও একটি রূপসী কিশোরী বালিকা সেইখানে এসে উপস্থিত হলো।

তাদের আস্‌তে দেখেই মনমোহিনী কৃষ্ণকলির বিনুনী

ছেড়ে দিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং মোটা শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াবার বিলম্বিত সময়ের মধ্যে বল্‌লো—আসুন রাণীদিদি আসুন, আজ আমার কি সৌভাগ্যি, গরীবের দরজায় হাতীর পাড়া, আপনার পায়ের ধূলো যে আমার বাড়ীতে পড়্‌বে···

রাণী বল্‌লে—এসে অবধি অন্নপূর্ণা দর্শন করতে আস্‌বো মনে করি, হ'য়ে ওঠে না, আজ এলুম···

মনমোহিনী চীৎকার ক'রে ডাক্‌লে—লছিয়া, এই লছিয়া, শীগ্‌গির ক'রে কার্পেটখানা এনে এইখানে পেতে দে···

রাণী বাড়ীতে এসেছেন, এই সংবাদ বাড়ীময় ছড়িয়ে প'ড়েছিলো; চাকর দাসী ছেলেমেয়ে সবাই উৎসুক হ'য়ে রাণী দেখ্‌তে ছুটে এসেছিলো; মনমোহিনীর আদেশ শোন্‌বামাত্র একজন দাসী দৌড়ে গিয়ে কার্পেট এনে রাণীর সাম্‌নে বিছিয়ে দিলে।

কৃষ্ণকলির ইচ্ছা হচ্ছিলো সে ছুটে পালিয়ে গিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথাও লুকায়; কিন্তু অসমাপ্ত বেণী নিয়ে সে উঠে যেতেও লজ্জায় বাধা পাচ্ছিলো।

রাণী আসনে বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লে—এ মেয়েটি? আপনার?

এই প্রশ্নের ধাক্কায় কৃষ্ণকলির মাথা তার কোলের দিকে ঝুঁকে পড়্‌লো।

মনমোহিনী কৃষ্ণকলির পিঠের কাছে ব'সে তার অসমাপ্ত বেণী

হাতে তুলে নিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—হ্যাঁ, আমার মেয়েই বটে, যদিও পেটে ধরি নি। এতোটুকু বেলা থেকে মানুষ ক'রে এতোবড়োটি করেছি। ওর বাপ-মা কেউ কোথাও নেই, আমরাই এখন ওর বাপ-মা।

রাণী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনাদের অনাথ-আশ্রমে এসেছিলো বুঝি?

মনমোহিনী ব্যস্তভাবে বল্‌লে—না, না, ও মস্ত বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু বাপ এক পয়সাও রেখে যেতে পারেন নি। এর বাপই ওঁর চাকরী ক'রে দিয়েছিলেন; আমাদের যা-কিছু তা সব এর বাপ হ'তেই; তাই অমন বন্ধুর মেয়েকে তো আমরা ফেল্‌তে পারি নি…

রাণী আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?

মনমোহিনী বল্‌লে—বিয়ে হয় নি এখনও। বাপ তো এক পয়সাও রেখে যেতে পারে নি; তা উনি খরচ ক'রে বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ভালো পাত্র তো পাওয়া যায় না, আর যার-তার হাতেও তো দেওয়া যায় না…

মনমোহিনীর কথার মধ্যে কিন্তুটার যে কি মানে তা কৃষ্ণকলি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লে; তার কুরূপের জন্যই যে ভালো পাত্র ভয় পেয়ে পালায় তা তো সে অনেক বার শুনেছে। লজ্জাতে তার মাথা কাটা যাচ্ছিলো; অথচ তার পালাবার পথ বন্ধ; মনমোহিনীর হাতে তার বেণী আট্‌কে আছে; তার মনে হচ্ছিলো যে বল্গাবদ্ধ ঘোড়া এম্নি ক'রেই চাবুকের আঘাত সহ্য করে।

মনমোহিনীর কথার উত্তরে রাণী বল্‌লে—আমার এই মেয়ের জন্যে একটি পাত্র খুঁজ্‌তেই আমার কল্‌কাতায় এসে থাকা। তা দিদি, তোমার কর্ত্তাকে একটু বোলো না, যদি কোনো সৎপাত্রের সন্ধান দিতে পারেন। সৎচরিত্র আর লেখাপড়াজানা ছেলে হ'লেই হবে।

মনমোহিনী বল্‌লে—তা আমি ব'লে দেখ্‌বো·· একটি খুব ভালো পাত্র আমাদের সন্ধানে আছে, তবে তার বাপ-মা তেমন বড়োলোক নয়, তাই বল্‌তে সাহস হয় না, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টার মতন সে যে হাসির কথা হবে।

রাণী হাসিমুখে বল্‌লে—সেটি তবে আপনারই ছেলে বেয়ান! আমার মেয়ের কি অমন ভাগ্য হবে যে এমন উঁচু ঘরে পড়্‌বে? আপনাদের নাম যশ যে বাংলা-জোড়া।

মনমোহিনী বল্‌লে—আপনি যখন বেয়ান ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন, তখন বলি সেটি আমারই ছেলে, বেয়ান। তা আমি ওঁকে আজই ব'লে ছেলেকে আস্‌তে তার করাবো।

রাণী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ছেলে কোথায় আছে?

মনমোহিনী বল্‌লে—সে লঙ্কায় না সিলোনে কোথাকার কলেজের পফেচার,···

এতোক্ষণে কৃষ্ণকলি ছাড়া পেয়ে উঠে আস্তে আস্তে সেখান থেকে চ'লে গেলো। যাবার সময় দেখে গেলো কিশোরী মেয়েটির মুখ বিবাহের কথায় গোলাপ-ফুলের আভায় সুন্দর দেখাচ্ছে।

রাণী রামযাদুর বাড়ীর ঐশ্বর্য্য, অন্নপূর্ণা ঠাকুর, আর অনাথ-আশ্রম দেখে চ'লে গেলো। যাবার সময় অনাথ-আশ্রমে পাচ শো টাকা এবং অন্নপূর্ণাকে প্রণামী একখানি গিনি দিলে।

রাণী চ'লে গেলে এই টাকাগুলি নিয়ে মনমোহিনী স্বামী-সন্দর্শনে গেলো।

রামযাদু মনমোহিনীর হাতে টাকা দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ও টাকা কিসের ?

মনমোহিনী বল্‌লে—এই পাশের বাড়ীতে ভাড়াটে কোথাকার যে রাণী এসেছে, সেই আজ বেড়াতে এসেছিলো ; অন্নপুন্নোকে গিনি দিয়ে পেন্নাম ক'রে গেছে, আর অনাথ-আশ্রমে পাচ শো টাকা দিয়েছে।

রামযাদু হেসে বল্‌লে—ভালোই হ'লো, আমাকে আর ব্যাঙ্ক্ থেকে টাকা তুল্‌তে হ'লো না। তুমি ব্রেস্‌লেট গড়াবে ব'লে টাকা চেয়েছিলে। ঐ টাকাটা তোমার কাছেই রেখে দাও।

মনমোহিনী খুশী হ'লো। কিন্তু গহনার সম্বন্ধে কোনো কথা না ব'লে বল্‌লে—আর দেখো, রাণীর একটি খাসা সুন্দরী ডাগর মেয়ে আছে ; তার জন্যে পাত্র দেখ্‌তে বল্‌ছিলো। আমাদের বনমালীর যদি বিয়ে হ'য়ে না যেতো, তা হ'লে রাণীর এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পার্‌লে ওর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আমাদের হ'তো...

রামযাদু ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—দেশ থেকে

কুলীনের বিয়ের ব্যবসা উঠে গেলো, এখন আর এ-সম্বন্ধে ভেবে কি হবে বলো ?

মনমোহিনী বল্‌লে—আমি রাণীকে প্রিয়তোষের কথা ব'লেছি ; সে তো খুশী হ'য়ে আমার সঙ্গে বেয়ান সম্পর্ক পাতিয়ে গেছে ; তা তুমি প্রিয়তোষকে আস্‌তে টেলিগ্রাম করো ; তার সঙ্গে বিয়ে হ'লেও বিষয়-সম্পত্তিটা আমাদেরই বংশের একজনের হবে।

রামযাদু লাফিয়ে উঠে আট ছেলের মা প্রৌঢ়া পত্নীর মুখচুম্বন ক'রে বল্‌লে—মনমোহিনী, কে বলে তোমার বুদ্ধি নেই ? তুমি আমার সহধর্ম্মিণী প্রেয়সী !

মনমোহিনী খুশী হ'য়ে হাসিমুখে বল্‌লে—রাখো তোমার নেক্‌রা রাখো, বুড়ো বয়সে আর থিয়েটারী ঢং কর্‌তে হবে না। প্রিয়তোষকে আস্‌তে লেখো।

রামযাদু টেলিগ্রামের ফর্ম্ টেনে নিয়ে বল্‌লে—এখনই লিখ্‌ছি।

প্রিয়তোষ পিতার কাছ থেকে এই প্রথম আহ্বান পেয়ে পুলকিত হ'য়ে উঠেছে। বনমালী তার কাছে আসা অবধি সে বারম্বার প্রশ্ন ক'রে ক'রে পিতা মাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতির সম্বন্ধে সমস্ত খুঁটিনাটি খবর জেনে নিয়েছে ; তার পিতার বাড়ীতে ক'জন দাস-দাসী আছে, তাদের নাম কি, তাদের প্রকৃতি কি-রকম, তাও

জান্‌তে তার বাকী নেই, এবং কৃষ্ণকলির সমস্ত ইতিহাসও সে জানে। বনমালীর কাছে তাদের পরিবারের যে সম্মিলিত ফটোগ্রাফ আছে তাই দেখে দেখে প্রিয়তোষ পিতৃপরিবারের সকলকে বেশ ক'রে চিনেও রেখেছে, যদি কখনো তাদের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয়, তবে যেনো পরিচয়ে কোনো বাধা না ঘটে।

প্রিয়তোষ যখন পিতার টেলিগ্রাম পেলে, তার অল্পদিন পরেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার পথে কলম্বোতে আসার কথা; রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত সে; তাঁকে প্রণাম কর্‌বার সুযোগ আস্‌ছে ব'লে সে অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়ে মুগ্ধ প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি সাজিয়ে শুভক্ষণের অপেক্ষায় দিন গুণ্‌ছিলো। এমন সময় পিতার টেলিগ্রামে আহ্বান পেয়ে সে একটু দ্বিধান্বিত হ'লো, কিন্তু পিতার প্রথম আহ্বান সে অবহেলা কর্‌তে পার্‌লে না। সে কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে কল্‌কাতায় রওনা হ'লো।

রামযাদু ষ্টেসনে পুত্রকে প্রত্যুদ্‌গমন ক'রে আন্‌তে গিয়েছে। সে তো পুত্রকে চেনে না; পুত্রের জননীর আদল হয় তো পুত্রের মুখে কিছু থাকৃতে পারে; কিন্তু পরিত্যক্তা পত্নীর মূর্ত্তি তো রামযাদুর মনে মুদ্রিত হ'য়ে নেই। কোন্‌ ক্লাসের গাড়ীতে প্রিয়তোষ আস্‌ছে তাও সে জানে না। তাই ট্রেন যখন প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে এসে লাগ্‌লো তখন রামযাদু চারিদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতন তাকাচ্ছে। একটু পরেই একটি প্রিয়দর্শন গৌরবর্ণ দীর্ঘ

ঋজুকায় যুবক এসে রামযাদুর পায়ের গোড়ায় ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিয়ে দাঁড়ালো।

রামযাদু যুবকের ঈষৎ লজ্জিত স্মিত মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তুমি প্রিয়তোষ ?

প্রিয়তোষ কুণ্ঠিত দৃষ্টি অবনত ক'রে বল্‌লে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

রামযাদু ব'লে উঠ্‌লো—এসো বাবা এসো। তোমার জিনিসপত্র কোথায় ?

প্রিয়তোষ বল্‌লে—সঙ্গে বেশী কিছু জিনিসপত্র আনি নি, এই মুটের মাথাতেই আছে।

রামযাদু একবার মুটের মাথায় স্যুট্-কেস ও হাতে একটা ব্যাগের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রেই বল্‌লে—চলো বাবা চলো, ঐদিকে আমার মোটরগাড়ী আছে।

প্রিয়তোষ পিত্রালয়ে এসে সকলের সঙ্গে পরিচয় কর্‌লে। কিন্তু সব চেয়ে তার দৃষ্টি আর মনোযোগ আকর্ষণ কর্‌লে কৃষ্ণকলি। কৃষ্ণকলির কদর্য্য কুৎসিত কুশ্রীতাই দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ কর্‌বার পক্ষে যথেষ্ট ; তার উপর আবার তার দুরদৃষ্টের ইতিহাস শুনে অবধি তার প্রতি অনুকম্পার উদ্রেক হয়েছিলো ; এখন এখানে এসে কৃষ্ণকলির সেবা-নিপুণতা ও কর্ম্মতৎপরতার সঙ্গে তার সলজ্জ মৃদুতা প্রিয়তোষকে পুনঃপুনঃ তার সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুল্‌তে লাগ্‌লো।

কৃষ্ণকলিও যুবতী স্ত্রীলোকের অনুভবন-শক্তির দ্বারা বুঝ্‌তে পার্‌তে লাগ্‌লো যে, সে সর্ব্বদা একটি তরুণ সুকুমার পুরুষের

লক্ষ্যের বিষয় হ'য়ে উঠেছে। এতে তার স্বাভাবিক লজ্জা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হ'য়ে তার কদর্য্যতা ঢেকে তাকে ব্রীড়ার মাধুর্য্য মাখিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

একদিন রাণী তার কন্যা নিয়ে বেড়াতে এলো। মনমোহিনী প্রিয়তোষকে ডেকে পাঠালে।

প্রিয়তোষ সেই ঘরে এসেই অপরিচিতা মহিলাদের দেখে থম্‌কে দাঁড়ালো।

মনমোহিনী প্রিয়তোষের দিকে তাকিয়ে হেসে রাণীকে বল্‌লে—এইটি আমার বড়ো ছেলে, প্রিয়তোষ।—প্রিয়, আমার ইনি রাণী বেয়ান, পেন্নাম করো—

প্রিয়তোষ মনে করলে, এই মহিলা হয়তো বা তার মাতার কোনো আত্মীয়া হবে; তাই সে মাতৃ-আদেশ পেয়ে রাণীকে প্রণাম করলে।

রাণী বল্‌লে—বেঁচে থাকো বাবা, রাজ-রাজেশ্বর হও—

তার পর মনমোহিনীর দিকে ফিরে রাণী বল্‌লে—খাসা ছেলে, রাজপুত্রের মতন ছেলে!

মনমোহিনী হেসে প্রিয়তোষকে বল্‌লে—আচ্ছা বাবা, তুমি এখন এসো—

প্রিয়তোষ চ'লে গেলো। যাবার সময় একবার কিশোরী রাজকন্যাকে অপাঙ্গে দেখে নিয়ে গেলো।

রাণী প্রিয়তোষকে দেখে সন্তোষ প্রকাশ ক'রে বল্‌লে—আমার মাধুরীকে তোমরা নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করো বেয়ান।

মনমোহিনী বল্‌লে—আচ্ছা একটু বোসো বেয়ান, এখনই ছেলের মত জেনে আসি।

মনমোহিনী প্রিয়তোষের ঘরে যেতেই প্রিয়তোষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

মনমোহিনী হেসে বল্‌লে—রাণীর মেয়েটিকে তো দেখ্‌লে বাবা, পছন্দ হয় ?

হঠাৎ এই প্রশ্নে প্রিয়তোষ লজ্জিত হ'য়ে কোনো উত্তর দিতে পার্‌লে না ; লজ্জিত মুখ নত কর্‌লে।

মনমোহিনী বল্‌তে লাগ্‌লো—আমাদের বড়ো ইচ্ছে, তোমার সঙ্গে ঐ মেয়েটির বিয়ে দি ; খাসা মেয়েটি, নম্র ধীর, দেখ্‌তে যে কেমন তা তো নিজেই দেখ্‌লে ; আর ও মায়ের এক মেয়ে, সব সম্পত্তি মেয়ে-জামাইয়েরই হবে ; রাণীর খুব ইচ্ছে যে, মেয়ের বিয়ে তোমার সঙ্গে দেন, তোমাকে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে ; আমাদেরও মেয়েটিকে খুব পছন্দ হয়েছে ; এখন তোমার মত হ'লে আমরা এই শুভ কার্য্যের আয়োজন করি। এই জন্যেই তোমাকে অতো তাড়াতাড়ি তার ক'রে আনানো হয়েছে।

প্রিয়তোষ বল্‌লে—আপনারা আমাকে যা আদেশ কর্‌বেন আমি তাই কর্‌বো।

মনমোহিনী খুশী হ'য়ে বল্‌লে—বেশ বাবা বেশ, বেঁচে ব'র্ত্তে থেকে রাজরাজেশ্বর হও। আমি বেয়ানকে সুখবর দিই গিয়ে…

মনমোহিনী প্রিয়তোষের কাছ থেকে রাণীর কাছে ফিরে আসতে আস্‌তে উলু দিয়ে উঠ্‌লো এবং রাণী যে-ঘরে ব'সে

ছিলো সেই ঘরে ঢুকেই হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—বেয়ান-রাণী, ছেলের আমার বৌমাকে পছন্দ হয়েছে……অমন প্রতিমার মতন মেয়েকে পছন্দ হবে না আবার! এইবার নিকটেই যে শুভদিন আছে সেই দিনেই দু-হাত এক ক'রে দিতে হবে……

রাজকন্যার সুশ্রী সুন্দর মুখখানি লজ্জার অরুণরাগে সুন্দরতর হ'য়ে উঠ্‌লো।

সেই ঘরের পাশের ঘরে কাজ কর্‌ছিলো কৃষ্ণকলি। মনমোহিনীর কথা শুনে তার কালো মুখ আরো কালো মলিন হ'য়ে গেলো; কি জানি কেনো ঐ সুন্দরী মেয়েটির প্রতি ঈর্ষায় তার মন ভ'রে উঠ্‌লো আর অবারণ কান্না তার বুকের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সে তাড়াতাড়ি লাইব্রেরীর দিকে চল্‌লো; সেই ঘরগুলাই নির্জ্জন, বইয়ের আল্‌মারীর অরণ্যের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে সে হৃদয়বেদনা গোপন কর্‌তে চায়।

লাইব্রেরীর দিকে যেতে যেতে কৃষ্ণকলির সাম্‌নে পড়্‌লো প্রিয়তোষ। তাকে দেখেই তার লজ্জা ও দুঃখ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেলো।

বাড়ীতে দাসীরা জোড়া শাঁখ বাজিয়ে আসন্ন বিবাহ-উৎসবের আনন্দ ঘোষণা কর্‌ছে, থেকে থেকে উলুধ্বনি হচ্ছে। এই-সব শুনে ও ম্লানমুখী কৃষ্ণকলিকে দেখে প্রিয়তোষের মনে হ'লো— আমি বাবাকে ব'লে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো, আর একটি সৎপাত্র পেলে কৃষ্ণকলিরও বিবাহ দেবার চেষ্টা কর্‌বো।

মেয়েটি কালো বটে, কিন্তু খাসা স্বভাব! আমি ওকে যতোই দেখ্‌ছি, ততোই ভালো লাগ্‌ছে।

কৃষ্ণকলি লাইব্রেরীর বিজনতায় গিয়ে ধরা পড়্‌বার সম্ভাবনা থেকে অপসৃত হ'তেই তার চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো। সে এক-গাদা বইয়ের উপর ব'সে চোখে আঁচল চাপা দিলে।

খানিকক্ষণ চোখের জল ফেলে কৃষ্ণকলির মনটা যখন কথঞ্চিৎ হাল্কা হ'লো, সে তখন সমস্ত অবস্থাটা ভেবে দেখ্‌বার অবকাশ পেলে। বিয়ে হবে প্রিয়তোষের, তাতে সে কাঁদে কেনো? রাজকন্যার রূপ আর ঐশ্বর্য্য তো তার নেই, তবে তার সৌভাগ্যে সে ঈর্ষা অনুভব করে কেনো? কৃষ্ণকলি নিজের এই স্বার্থপর ক্ষুদ্রচিত্ততায় অত্যন্ত ব্যথিত ও লজ্জিত হ'লো; তার মনে হ'লো, সে দু-দিনের-দেখা প্রিয়তোষের প্রতি অনুরাগিণী হ'য়ে অপরাধিনী হয়েছে; সে নিজেকে ব্যভিচারিণী মনে ক'রে অত্যন্ত সন্তপ্ত হ'লো……যাকে পাবার লেশ মাত্র আশা নেই তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ব্যভিচার নয় তো কি? কিন্তু কৃষ্ণকলির লজ্জা-সন্তাপ-পীড়িত অন্তরে নিরন্তর গুঞ্জন ক'রে ফির্‌তে লাগ্‌লো এই কথা—

"তবে পরাণে ভালোবাসা কেনো গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে?"

অল্পক্ষণ পরেই কৃষ্ণকলি শুন্‌তে পেলে মনমোহিনী কোন্‌ দাসীকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছে—হ্যাঁ রে ক্ষেমা, কলি গেলো কোথায় ? তাকে ডেকে দে তো···প্রিয়র গায়ে-হলুদের জোগাড় কর্‌তে হবে···আর তো বেশী দিন নেই···মাঝে আর দুটি দিন মাত্র···

কৃষ্ণকলি মনমোহিনীর এই কথা শুনেই চকিত হ'য়ে উঠ্‌লো, —এর আগে তো কোনোদিন তাকে খুঁজে কাজ কর্‌তে বল্‌তে হয় নি ; এমন কর্ত্তব্যের ত্রুটি তার ঘট্‌ছে কেনো ? তার যে-কারণই থাকুক, এই ত্রুটির জন্য সে লজ্জিত ও সন্তপ্ত হ'লো। সে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ মুছে উঠে পড়্‌লো। কিন্তু প্রিয়র গায়ে-হলুদের জোগাড় ক'রে দিতে যেতে তার পা চল্‌তে চাইছিলো না।

কৃষ্ণকলি ব্যস্ত হ'য়ে চ'লে গেলো। এইজন্যই সে দেখ্‌তে পেলে না তার পিছনে বইয়ের আল্‌মারীর পাশে দাঁড়িয়ে প্রিয়তোষ তার কান্না দেখ্‌ছিলো।

প্রিয়তোষ কৃষ্ণকলিকে কাঁদ্‌তে দেখে অবাক্‌ ও স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলো। সে চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লো কৃষ্ণকলি কাঁদে কেনো ? এ বাড়ীতে সে সর্ব্বজনসমাদৃতা ; প্রিয়তোষ তো এতো দিনের মধ্যে কোনো দিন কাউকে কর্কশ কটু কথা ব'লে কৃষ্ণকলিকে সম্বোধন কর্‌তে শোনেই নি, বরং সকলের অত্যাদর তাকে আশ্চর্য্য কর্‌লেও প্রীত করেছে। তবে কৃষ্ণকলির দুঃখ কোথায় ? পিতা-মাতাকে সে হারিয়েছে শৈশবে ; তাঁদের স্মৃতি বা অভাব এতোদিন পরে তাকে পীড়া দিচ্ছে এও সম্ভব মনে হয় না।

তবে? এ কি নিঃসঙ্গ যৌবনের বেদনা? প্রিয়তোষ চিন্তিত মনে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে বাড়ীর বাইরে রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো।

কিছুক্ষণ পরে একজন পথিক পথ দিয়ে যেতে যেতে রামযাদুর বাড়ীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েই ব'লে উঠ্‌লো—আরে প্রিয়তোষ যে?

সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তোষও সহাস্যবদনে ব'লে উঠ্‌লো—আরে সত্য-দা যে! অনেক কাল পরে দেখা! কি কর্‌ছো তুমি?

সত্যদাস বল্‌লে—ভেরেণ্ডা ভাজ্‌ছি। তুমি তো কলম্বোতে ছিলে শুনেছিলাম; এখানে দেখ্‌ছি যে?

প্রিয়তোষ হেসে বল্‌লে—বাপের বাড়ী এসেছি।

সত্যদাস আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—রামযাদু-বাবু তোমার পিতা?

প্রিয়তোষ ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানালে।

তখন সত্যদাস বল্‌লে—ভাই, তুমি যদি আমার সঙ্গে একটু আসো, তা হ'লে তোমায় একটা কথা বলি। এখানে তোমার বাবার বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বল্‌তে আমার সাহস হয় না।

প্রিয়তোষ আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে—চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

প্রিয়তোষ সত্যদাসের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লো। সত্যদাস ও প্রিয়তোষ পূর্ব্বপরিচিত; প্রিয়তোষের মাতামহ যখন কৃষ্ণনগরে প্রফেসার ছিলেন, তখন সত্যদাস ছিলো তাঁর প্রিয় ছাত্র;

প্রিয়তোষ তখন বালক। বয়সের অসমতা সত্ত্বেও সত্যদাসের সঙ্গে প্রিয়তোষের বন্ধুত্ব জ'মে উঠেছিলো। তার পর প্রিয়-তোষের মাতামহ বদলী হ'য়ে রাজসাহী যান, তখন সত্যদাস ও প্রিয়তোষ ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যায়। বহুকাল পরে আজ দুই অসমবয়সী বন্ধুর সাক্ষাৎ ঘটেছে।

খানিক দূর অগ্রসর হ'য়ে গিয়ে প্রিয়তোষ আর ঔৎসুক্য দমন কর্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি বল্‌বে সত্য-দা?

সত্যদাস প্রিয়তোষের দিকে ফিরে গম্ভীর মুখে বল্‌লে—তোমার কাছে আমার একটা নালিশ আছে ভাই; তোমার কাছে আমি বিচার প্রার্থনা করি।

প্রিয়তোষ অধিকতর আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমার কাছে নালিশ? কিসের বিচার?

সত্যদাস গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—শোনো সব বল্‌ছি।...... আমি কিছুদিন তোমার পিতার আশ্রয়ে তাঁর প্রাইভেট-সেক্রেটারী, অনুলেখক, বাজার-সর্‌কার, ছেলে-মেয়েদের মাষ্টার ইত্যাদি বহুরূপী ভাবে ছিলাম। ছেলেবেলা থেকে আমি কবিতা লিখ্‌তাম, জানো। বই ছাপাবার সখ ছিলো, কিন্তু পয়সার সঙ্গতি ছিলো না। তোমার বাবা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন দুঃস্থ লেখকের লেখা তিনি প্রকাশ ক'রে দেবেন, যদি সে-লেখার বাস্তবিক সাহিত্যিক মূল্য থাকে। প্রলোভনে প'ড়ে আবেদন ক'রেছিলাম; আর আমার লেখাই বোধ হয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে হওয়াতে তোমার বাবা আমাকে ডেকে

বাড়ীতে থাক্‌তে বলেন। তার পর বই ছাপা হ'লো রাম শর্ম্মা নামে; মাসিক-পত্রে লেখা বেরুতে লাগ্‌লো রাম শর্ম্মা নামে; সবাই মনে কর্‌লে প্রসিদ্ধ লেখক রামযাদু মুখুজ্জেরই রচনা। আমার যশ অপহরণ আমি সহ্য ক'রেই ছিলাম। কিন্তু পরম পুণ্যবান্ আর হিতৈষী বন্ধু পরাণ-বাবুকে ঠকিয়ে জাল উইল আর জাল দলিল তৈরী ক'রে যখন পরাণ-বাবুর কন্যা কৃষ্ণকলিকে বঞ্চিত কর্‌লেন, তখন সে অধর্ম্ম আমি আর সহ্য কর্‌তে পারিনি। আমি প্রতিবাদ কর্‌লাম। তার ফল হ'লো—আমার চাকরী গেলো, আর বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করা হ'লো, আমি তাঁর কবিতার খাতা চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছি, আমার লেখা কোনো কাগজে যেনো আর ছাপা না হয়! আমার নিজের লেখায় আমি চোর হ'য়ে রইলাম।...কৃষ্ণকলিকে তুমি দেখে থাক্‌বে...পাছে তার বিয়ে হ'লে তার শ্বশুরবাড়ীর লোকে তার পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার করে, তাই তার বিয়ের চেষ্টা পর্য্যন্ত করা হয় না, লোককেও তাকে বোঝানো হয় যে, তার কুরূপ দেখে নিঃস্ব তাকে কেউ বিয়ে কর্‌তে চায় না। কৃষ্ণকলিকে বঞ্চনা করার কথা এক কেবল আমি জানি; কিন্তু প্রকাশ কর্‌তে পারি না, লোকে বল্‌বে আমার চাকরী থেকে জবাব দিয়েছিলেন ব'লে আমি শত্রুতা ক'রে অতবড়ো প্রতিষ্ঠাবান্ লোকের নামে অপবাদ ঘোষণা কর্‌ছি। যেখানেই অন্যায় অধর্ম্ম হোক, তার প্রতিবাদ ও প্রতিকার করা প্রত্যেক সৎ ব্যক্তির কর্ত্তব্য; কিন্তু আমার কর্ত্তব্য তার চেয়েও বেশী। সেই জাল উইলে আর জাল দলিলে

আমাকে সাক্ষী ক'রে আমাকেও অধর্ম্মের ভাগী ক'রে রাখা হয়েছে। এরই আমি সুবিচার আর প্রতিকার প্রার্থনা করি।

প্রিয়তোষও চিন্তান্বিত ও গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—তুমি আমাকে সব কথা আর-একটু খুলে পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে বলো সত্য-দা।

সত্যদাস যা জান্‌তো, যা সন্দেহ করতো, সব কথাই একে একে খুলে বিস্তারিত ক'রে প্রিয়তোষকে বল্‌লে। প্রিয়তোষের মুখ বড়ো ম্লান ও কাতর হ'য়ে উঠ্‌লো। সে সত্যদাসকে বল্‌লে—তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাও সত্য-দা। পিতৃপাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি নিশ্চয় কর্‌বো।

সত্যদাস খুশী হ'য়ে চ'লে গেলো। প্রিয়তোষ চিন্তিত হ'য়ে গৃহে ফির্‌লো।

কৃষ্ণকলি দূরে আড়ালে থেকে যতোবার পারে প্রিয়তোসকে দেখে দেখে ফেরে। সে প্রিয়তোষের পায়ের শব্দ শুনেই চঞ্চল হ'য়ে একবার তাকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় এমন পথ দিয়ে চ'লে গেলো; এবং এক নিমিষের দৃষ্টিতেই সে বুঝ্‌তে পার্‌লে প্রিয়তোষের প্রিয়দর্শন প্রফুল্ল মুখশ্রী চিন্তাক্লিষ্ট ম্লান হ'য়ে উঠেছে।

প্রিয়তোষ কি ক'রে যে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় কর্‌বে সেই চিন্তায় অভিভূত হ'য়ে বেড়ায়; সে যেনো ডিটেক্‌টিভ, রহস্য উদ্‌ঘাটনে নিযুক্ত হয়েছে। একবার সে ভাবে, কৃষ্ণকলিকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে সে কিছু জানে কি না; আবার ভাবে, যদি সে কিছু না জানে তবে তার এই নিশ্চিন্ত শান্তি ভঙ্গ ক'রে কি লাভ হবে। কখনো কখনো সে ভাবে, একেবারে গিয়ে পিতাকেই প্রশ্ন ক'রে বসে;

কিন্তু তিনি পুত্রের কাছে এতোবড়ো লজ্জার কথা প্রকাশ করবেন না, এ তো নিশ্চয়। তবে সে কি চুরি ক'রে পিতার বাক্স তল্লাস করবে? তারই বা সুযোগ কোথায়? সে যে কি করবে, কিছুই স্থির করতে পারছিলো না ব'লেই সে দিন দিন বেশী চিন্তিত ও গম্ভীর হ'য়ে উঠছিলো।

প্রিয়তোষের মলিন মুখ দেখলেই কৃষ্ণকলির কেমন কান্না পায়। সে পালিয়ে একলা নির্জ্জন স্থানে লুকায়। বাড়ীর মধ্যে বিজন স্থান লাইব্রেরীর ঘরগুলি। সে মাঝে মাঝে পালিয়ে বইয়ের আলমারীর সারির ফাঁকে লুকিয়ে ব'সে থাকে, উদ্গত অশ্রু দমন করতে চেষ্টা করে।

একদিন কৃষ্ণকলি দুপুরবেলা লাইব্রেরীতে গিয়ে একান্তে ব'সে আছে; এমন সময় প্রিয়তোষের অতি-পরিচিত চটি-জুতার শব্দ শুনে কৃষ্ণকলি চমকে উঠলো। সে সন্তর্পণে উঠে আলমারীর পাশ ঘেঁসে দাঁড়ালো। প্রিয়তোষ তার সামনে দিয়ে চ'লে গেলো। কৃষ্ণকলি নিষ্কৃতির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো—যাক্, উনি দেখতে পান নি। কিন্তু প্রিয়তোষ দেখতে পেয়েও দেখতে পায় নি এমনি ভাবে চ'লে গিয়েছিলো; কৃষ্ণকলি যে তার কাছ থেকে লুকাতে চেষ্টা করছে এটা জানতে পেরে প্রিয়তোষ আর তার লজ্জা বাড়াতে ইচ্ছা করে নি।

প্রিয়তোষ চ'লে যাচ্ছে এমন সময় দেখলে খানকতক চিঠি ফরফর ক'রে উড়তে উড়তে তার সামনে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে; এবং পাশের ঘর থেকে তার পিতার ব্যস্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে—ওরে,

ওরে পচা, খেঁদি, কে কোথায় আছিস্···ছুটে আয়···সব কাগজ-পত্তর উড়ে গেলো।

প্রিয়তোষ পত্রগুলো তুলে নিলে। এবং হাতে তুল্তেই একখানা চিঠিতে তার চোখে পড়্লো কৃষ্ণকলির নাম। তাড়াতাড়ি উল্টে সই দেখ্লে পরাণ-বাবুর। তার পর তারিখ দেখ্লে তাঁর মৃত্যুর দিনের। অম্নি চকিতে প্রিয়তোষের মনে হ'লো এই পত্র পরাণ-বাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিত শেষ পত্র হওয়া সম্ভব। অমনি সেখানাকে পকেটে ফেলে সে পিতার ঘরে গিয়ে ঢুক্লো এবং দম্কা বাতাসে ঘরময় ছড়ানো কাগজ কুড়িয়ে তুল্তে ব্যাপৃত পিতাকে সাহায্য কর্তে প্রবৃত্ত হ'লো।

সমস্ত কাগজপত্র কুড়িয়ে দিয়ে প্রিয়তোষ নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্লো এবং দরজায় খিল দিয়ে অপহৃত পত্র পড়্তে আরম্ভ কর্লে।

পত্রখানা তিনবার পড়্লে। তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেখানা বাক্সের মধ্যে বন্ধ ক'রে রেখে বিছানায় ব'সে পড়্লো। এই তার পিতার চরিত্র! তার মাতার প্রতি অবিচারী, তার প্রতি উদাসীন, পরপ্রবঞ্চক এই পিতার প্রতি অশ্রদ্ধায় তার মন ভ'রে উঠ্লো। সে দেবীচৌধুরাণীর ব্রজেশ্বরের মতন পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ ব'লে নিজের মনকে সংযত কর্তে চেষ্টা কর্তে লাগ্লো। এই পিতৃপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি—এই ভাবনায় সে ডুবে রইলো।

পরদিন প্রত্যূষে প্রিয়তোষ নিত্যকার নিয়মিত অভ্যাসবশে

বেড়াতে বাহির হ'য়ে গেছে। সেই অবকাশে কৃষ্ণকলি এসেছে প্রিয়তোষের ঘরখানিকে গুছিয়ে রেখে যেতে। কৃষ্ণকলি সব ঝাড়পোঁছ ক'রে প্রিয়তোষের চটিজুতা জোড়ার উপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে যেই মুখ তুলেছে অমনি দেখ্‌লে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়তোষ এবং তার চোখ থেকে স্নেহার্দ্র বেদনা ঝ'রে পড়্‌ছে। আর তখন তাদের বাড়ীর পাশে রাণীর বাড়ীতে নহবতের শানাই বিনিয়ে বিনিয়ে বাজ্‌ছে—কাল রাজকন্যা মাধুরীর অধিবাস ও গায়ে-হলুদ হবে। কালই বিয়েও।

প্রিয়তোষকে এতো শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত দেখে লজ্জা পেয়ে কৃষ্ণকলি ঘর থেকে চ'লে যাচ্ছিলো; কিন্তু প্রিয়তোষ দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে থেকে স্নিগ্ধ মৃদু স্বরে বল্‌লে—তুমি যেয়ো না কৃষ্ণকলি, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কৃষ্ণকলি মাথা নত ক'রে এক পাশে স'রে দাঁড়ালো।

প্রিয়তোষ বল্‌তে লাগ্‌লো—বেশী কথা বল্‌বার সময় নেই। তোমাকে আমার বিশেষ দর্‌কার···আমার জন্যে এক রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব স্থির হয়েছে, জানো; কিন্তু তার চেয়েও আমার কাছে তুমি বেশী আবশ্যক। তুমি আমার সঙ্গে যাবে? এই বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই চুকিয়ে যেতে হবে বোধ হয়; তোমার সে ক্ষতি আমি যত্ন দিয়ে পূরণ কর্‌বো, হয় তো কালে ভালবাসাও দিতে পার্‌বো। তুমি আজকের দিনটা ভেবে দেখো···কাল্‌কে গায়ে-হলুদ, কালই বিয়ে, তার আগে তোমার অভিমত আমাকে জানিয়ো······

প্রিয়তোষ দরজা ছেড়ে স’রে দাঁড়ালো। কৃষ্ণকলি ধীর কম্পিত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার লাইব্রেরীর পুস্তকারণ্যে গিয়ে লুকালো। এ কী অসম্ভাবিত অভাব্য অঘটন-ঘটনা? এ যে দুরাশারও দুরাশা! এতো বড়ো সৌভাগ্য তার জন্য বিধাতা নির্দ্দেশ ক’রে রেখেছিলেন! কিন্তু কাকাবাবু আর কাকীমা যে রাগ করবেন; বিশ্বাসঘাতক নিমকহারাম মনে করবেন! সে যে অসহ্য, সে যে অতি গর্হিত অন্যায় অকৃতজ্ঞতা হবে। কিন্তু উনি যে আমাকে চাচ্ছেন; আমাকে তিনি তো মিথ্যা ব’লে প্রলোভন দেখান নি, তিনি যে আমাকে ভালো বাসেন না, কুরূপাকে ভালোবাসা যে শক্ত, সে-কথা তো তিনি গোপন করেন নি, তবু তাঁর আমাকে আবশ্যক আছে বলছেন, এ আদেশই বা আমি অমান্য করবো কি ক’রে?

বিরুদ্ধ চিন্তায় উদ্বেজিত হ’য়ে কৃষ্ণকলি কেঁদে ফেললে। সেদিনটা সমস্তই সে একলা হ’তে পারলেই চোখের জল ফেলে ফেলেই কাটালে।

আজ প্রিয়তোষের গায়ে-হলুদ। ভোর বেলা থেকে দুই বাড়ীতেই নহবৎ বাজছে।

মনমোহিনী প্রত্যূষে উঠে দেখলে আজ কৃষ্ণকলি তার নিয়মিত সেবায় উপস্থিত নেই। সে মনে করলে, আজ সে

অসময়ে আগে জেগেছে তাই কৃষ্ণকলি এখনো এখানে আসে নি। মনমোহিনী উঠে কৃষ্ণকলির ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে, সেখানেও কৃষ্ণকলি নেই। মনমোহিনী স্নানের ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে সেখানেও কৃষ্ণকলি নেই। সে দাসীদের ডেকে তুলে বল্‌লে—দেখ্ তো কলি কোথায়? তাকে ডেকে দে, সব জোগাড় কর্‌তে হবে। আমি চট্ ক'রে মাথায় জল ঢেলে আসি।

দাসীরা সমস্ত বাড়ী খুঁজেও কৃষ্ণকলিকে দেখ্‌তে পেলে না।

মনমোহিনী ফিরে এলে দাসীরা বল্‌লে—দিদিমণিকে তো কোথাও দেখ্‌তে পেনু নি।

মনমোহিনী অল্পক্ষণ অবাক্ হ'য়ে থেকে বল্‌লে—দেখ্ দেখি অনাথ-আশ্রমে গেছে কি?

দাসীরা বল্‌লে—সেখানেও দেখা হয়েছে, সেখানে নেই।

—অন্নপূর্ণার মন্দিরে?

—না, সেখানেও নেই।

মনমোহিনী চিন্তিত হ'য়ে বল্‌লে—দেখ্ তো তোদের বড়ো দাদা-বাবু বেড়িয়ে ফিরেছে কি না।

একজন দাসী দেখে এসে বল্‌লে—দাদাবাবু এখনো ফেরে নি।

কৃষ্ণকলির অনুসন্ধানে সমস্ত বাড়ী ব্যস্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। প্রিয়তোষের সম্বন্ধে কারো কোনো উদ্বেগ বোধ হয় নি, সে বেড়াতে গেছে, এখনই ফির্‌বে।

বেলা বেড়ে উঠ্‌ছে। কৃষ্ণকলি আর প্রিয়তোষ কারোই দেখা নেই। তখন অল্প অল্প ক'রে উভয়ের অদর্শন সকলের

মনে একই সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। প্রথমে সন্দেহ, ও বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ প্রত্যয়ে পরিণত হ'লো।

মনমোহিনী নাক সিঁটকে রামযাদুকে বললে—আরে ছ্যাঃ! প্রবৃত্তিকে যাই বলিহারি! শেষকালে ঐ কেলে পেত্নীতে মন মজ্‌লো! আমরা মনে কর্‌তাম ছুঁড়িটে বুঝি ভালো!

রামযাদু নিষ্ফল ক্রোধে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো—আরে ঝাড়ু মারো ছোটো জাতের মাথায়! ছোটো লোক আর কতো ভালো হবে! আর এ বেটা তো কুলাঙ্গার! যেমন মাতৃবংশে জন্ম!

কিন্তু রামযাদুর তখনই মনে হ'লো কাশীর জ্যোতিষী পরাণ-বাবুকে ব'লেছিলো কৃষ্ণকলির সঙ্গে থাকোহরির চেয়েও সুপাত্রের বিবাহ হবে। সেই সুপাত্র কি তারই পুত্র এই প্রিয়তোষ!

মনমোহিনী নিজের মাতৃগর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে বল্‌লে—আমার বনমালী, পচা, নেদো এরা তো সোনার টুক্‌রো ছেলে! কিন্তু রাণী বেয়ানকে আমরা যে মুখ দেখাতে পার্‌বো না।

রামযাদু বল্‌লে—গায়ে-হলুদের আগে গেছে এই এক রক্ষে!

শীঘ্রই প্রিয়তোষ ও কৃষ্ণকলির পলায়ন-ব্যাপারের সংবাদ শহরময় ছড়িয়ে পড়্‌লো। দু'বাড়ীর লজ্জায় অপমানে নহবতের বাক্‌রোধ হ'য়ে গেলো।

পরদিন প্রভাতে কাগজে কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হ'লো, রায়বাহাদুর রামযাদু মুখোপাধ্যায় জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে অসবর্ণ বিবাহ দিয়েছেন; উপকারক পরাণ-বিশ্বাসের ঋণ এই মহৎ

উপায়ে পরিশোধ করেছেন। সমাজসংস্কারক কাগজ গুলাতে রামযাহুর জয়জয়কার ও রক্ষণশীল কাগজে নিন্দা বিঘোষিত হ'তে লাগ্‌লো।

রামযাহু আপিসে যেতেই আপিসের সাহেবেরা রামযাহুর করস্পর্শ ক'রে অভিনন্দন কর্‌লে—We congratulate you, Rai Bahadur, for your very bold and generous act. It's just like you. We wish the happy pair good luck and unhampered happiness.

রামযাহু যেনো নিজের সৎকর্ম্মের প্রশংসায় সুখী ও অপ্রতিভ হয়েছে এই রকম ভাব দেখিয়ে একটু শুধু হাস্‌লে।

রামযাহু বিকালে বাড়ী ফিরে গিয়েই দেখ্‌লে তার বাড়ী ব্রাহ্ম ক্রিশ্চান্‌ অগ্রসরমতাবলম্বী হিন্দু বহু লোকের সমাগমে ভ'রে উঠেছে, সকলে তাকে দেখ্‌বামাত্র প্রশংসার ধারা বর্ষণে অভিভূত ক'রে তুল্‌লে। একজন ব্রাহ্ম বল্‌লে—আপনি অসামান্য সাহস ও ন্যায়পরতা দেখিয়েছেন, রায়-বাহাদুর। তবে বিবাহটা সমাজকে দেখিয়ে বাড়ীতে দিতে পার্‌লেই আপনার যোগ্য কাজ হ'তো।

একজন দো-মনা না-ব্রাহ্ম না-হিন্দু গোছের লোক বল্‌লে—তা এই বেশ হয়েছে…সাপও মর্‌লো, লাঠিও ভাঙ্‌লো না…বিয়েও হ'লো অথচ হিন্দু গোঁড়াদের একটি কথা বল্‌বার জো রইলো না …রায়-বাহাদুরের বাড়ীতেও বিয়ে হয়নি, আর রায়-বাহাদুর তাদের নিয়ে আহার-ব্যবহারও কর্‌ছেন না…

একজন ব্রাহ্মণ বল্‌লে—তা তো সবই ভালো হ'লো, কেবল আমরাই মিষ্টান্নে বঞ্চিত হলাম।

উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ বল্‌তে ওস্তাদ রামযাহু হেসে বল্‌লে—বঞ্চিত হবেন কেনো, অনুগ্রহ ক'রে একটু বস্থন, আমি জোগাড় দেখ্‌ছি···ওরে জগা, শীগ্‌গির সরকার মশায়কে বল্‌, ভীম নাগের দোকান থেকে পঞ্চাশ টাকার সন্দেশ আর ল্যাংড়া বোম্বাই আম এক হাজার মোটরে ক'রে গিয়ে এখনই কিনে নিয়ে আসে···

একজন আগন্তুক হেসে বল্‌লে—শুধু আম-সন্দেশেই সার্‌লে চল্‌বে না, রায়-বাহাহুর! একদিন পাত পেতে ভূরি-ভোজনের নিমন্ত্রণ রইলো। জ্যেষ্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহ! ফাঁকিতে কাজ সার্‌তে দেবো না আমরা।

রামযাহু হেসে বল্‌লে—সে তো আমার সৌভাগ্য। আস্‌ছে শনিবারই হবে।

সেদিন ইংলণ্ডের রাজার জন্মদিন। সেদিন রাজভক্তি দেখাবার জন্যে রামযাহু অনাথ-আশ্রমে উৎসব ক'রে থাকে ও সেই উপলক্ষ্যে লোকও খাওয়ায়। চালাক রামযাহু এক ঢিলে হুই পাখী মার্‌বার ব্যবস্থা ক'রে রাখ্‌লে।

ছাতের উপর সমস্ত লোক খেতে বসেছে। রামযাহু সকলের পাতের কাছে কাছে খাওয়া দেখে তদারক ক'রে বেড়াচ্ছিলো। চাকর এসে খবর দিলে—এটর্নীবাবু এসেছে।

রামযাহু অভ্যাগতদের বল্‌লে—আপনারা ব'সে ব'সে খান, আমি এখুনিই ফিরে আস্‌ছি, আমাকে একটু মাপ কর্‌বেন···

স্বয়ং-যাচক নিমন্ত্রিতেরা আমের উপর কামড় বসাতে বসাতে বল্‌লে—বিলক্ষণ! পেট না ভর্‌লে উঠ্‌বো এমন আশঙ্কা আপনি কর্‌বেন না…আঃ, আজ কী আনন্দের দিন!

রামযাদু নীচে নেমে গিয়ে এটর্নীকে দেখেই বল্‌লে—দেখুন অকৈতব বাবু, আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম একটা উইল কর্‌বো ব'লে; আমার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়তোষ আমার ত্যাজ্য পুত্র, সে আমার বিষয়ের এক পয়সাও পাবে না। এই মর্ম্মে একটা উইল ক'রে আন্‌বেন। আজ আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি, কাল আপনার আপিসে না হয় যাবো। এখন আপনি আসুন, একটু জল খেয়ে যাবেন।

সেই সময় প্রিয়তোষ আর কৃষ্ণকলি জাহাজে সমুদ্রের অকূল জলরাশির উপর দিয়ে সিংহলের দিকে চলেছে। কালো জলের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রিয়তোষ একবার কৃষ্ণকলির দিকে চেয়ে হাস্‌লে।

কৃষ্ণকলি লজ্জিত মুখ নত ক'রে মৃদু-মধুর স্বরে বল্‌লে—তুমি হাস্‌ছো যে?

প্রিয়তোষ বল্‌লে—শরৎ-বাবুর শ্রীকান্ত ঠিক বলেছিলো যে, কালোর বুকেও আলো আছে। কালো সমুদ্রের বুক থেকেই লক্ষ্মী আর অমৃত উঠেছিলো।

কৃষ্ণকলি কৃতার্থ হ'য়ে বল্‌লে—কিন্তু বিষও তো উঠেছিলো। সে-কথাটা ভুলো না।

প্রিয়তোষ বল্‌লে—হ্যাঁ, যিনি শিব শঙ্কর তিনি সেই বিষ জীর্ণ ক'রে জগৎকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন।

কৃষ্ণকলি সঙ্কোচ ও ব্রীড়ার সহিত বল্‌লে—তুমি আমাকে এতো আদর করো, আমি লজ্জায় মরে' যাই। আমি অনাথা দরিদ্রা…

প্রিয়তোষ কৃষ্ণকলির হাত চেপে ধ'রে গাঢ় স্বরে বল্‌লে—ইয়ং গেহে লক্ষ্মীর্ অমৃতবর্ত্তির্ নয়নয়োঃ।

কৃষ্ণকলি সুখের লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে বল্‌লে—আমি কুৎসিত কালো…

প্রিয়তোষ কৃষ্ণকলির হাতে একটু চাপ দিয়ে বল্‌লে—

"কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো বলে যারে গাঁয়ের লোক।
কালো? তা সে যতোই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ!"

সমাপ্ত